হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং- ১৫৫/২০২২

মোতাহার উদ্দিন চৌধুরী ও অন্য একজন

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারীদ্বয়।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

----প্রতিপক্ষদ্বয়।

এ্যাডভোকেট শাহ্ মঞ্জুরুল হক সংগে
এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ ইমাম হোসেন
এ্যাডভোকেট মারগুব কবির
এ্যাডভোকেট আহমেদ নকিব করিম

---আসামী-আপীলকারীদ্বয়ের পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ ওমর ফারুক

----দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

----রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ০৪.০৪.২০২৩, ০৫.০৪.২০২৩, ০৪.০৬.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০৬.০৮.২০২৩।

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিশেষ জজ, ৬ষ্ঠ আদালত, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ০৬/২০১৪ [রমনা থানার মোকদ্দমা *নং ২৫ তারিখ ০১.০১.২০১৩, এসিসি জিআর নং ২৪/২০১৩ ধারা ৪০৬/৪২০ দন্ডবিধি হতে উদ্ভুত]* শুনানীঅন্তে বিগত ইংরেজী ২৬.১২.২০২১ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশে আসামী মোতাহার উদ্দিন চৌধুরী ও অন্য একজনকে ধারা ৪০৬/৪২০ এর অপরাধে দোষী সাব্যস্থ করে ৪০৬ ধারায় ৩(তিন) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১,৪২,৯৪,০৭৪/- (এক কোটি বিয়াল্লি লক্ষ চুরানব্বই হাজার চুয়াত্তর) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ০৬(ছয়) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ৪২০ ধারায় ৫(পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আরও ০৬(ছয়) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামী-আপীলকারী মোতাহার উদ্দিন চৌধুরী ও অন্য একজন ফৌজদারী কার্যবিধির ১০ ধারায় অত্র ফৌজদারী আপীল দাখিল করলে অত্র আপীলটি শুনানীর জন্য গ্রহন করা হয়। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট শাহ মঞ্জুরুল হক নিবেদন করেন যে, ১ নং আপীলকারী একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি ১৯৭০ সালে বি.কম সম্পূর্ণ করার পরে ব্যবসায় নামেন এবং খাতুনগঞ্জের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিলেন। ২০০০ সালে তিনি তার অর্জিত মূলধন দিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে অত্যাধুনিক গার্মেন্টস ইন্ডাষ্ট্রি স্থাপন করেন। উক্ত গার্মেন্টস-এ ২৫০০ শ্রমিক কর্মরত ছিল যার বাৎসরিক টার্ন ওভার ছিল ১০০ কোটি টাকা। ২০১০ সালে সোনালী ব্যাংক এর বৈদেশিক বাণিজ্য শাখা ১নং আপীলকারীকে ব্যাংকিং লেনদেন করার জন্য অনুরোধ করলে তিনি সেখানে শুধুমাত্র এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং করার জন্য ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেন। সোনালী ব্যাংক তাকে ২৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা এফডিআর করে একটি চলতি হিসাব খোলার জন্য অনুরোধ করেন এবং ব্যাংক তার মাস্টার এল সি লিয়েন করে প্যাকিং ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করে। পর্যায় ক্রমে প্যাকিং ক্রেডিট সুবিধা নিয়ে ২০১১ সাল থেকে সোনালী ব্যাংকের সাথে কার্যক্রম শুরু করলে কোম্পানির রপ্তানির পরিমাণ যখন দ্রুত বাড়ছিল, তখন হঠাৎ করে ২০১২ সালের মে মাসে সোনালী ব্যাংক কোম্পানির সব ধরনের Export আর্থিক সুবিধা এবং লেনদেন স্থগিত করে। সোনালী ব্যাংকের উল্লিখিত শাখাটি বেআইনিভাবে ডি.এন স্পোর্টসকে কোনো পূর্ব নোটিশ না দিয়ে, ৩ (তিন) এল/সি এর বিপরীতে রপ্তানি পারমিট (এক্সপি) দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ফলস্বরূপ কোম্পানি রপ্তানির জন্য প্রস্তুত পণ্য রপ্তানি করতে ব্যর্থ হয়। যদিও মাস্টার এল/সি গুলি ব্যাংকের সাথে লিয়েন ছিল, কিন্তু সোনালী ব্যাংক অবৈধভাবে পণ্য রপ্তানির জন্য রপ্তানি পারমিট প্রদান বন্ধ করে দেয়। ফলস্বরূপ, কোম্পানি তিনটি এল.সি এর বিপরীতে পণ্য রপ্তানি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। উল্লিখিত বেআইনি পদক্ষেপ এবং রপ্তানি পারমিট ইস্যুতে ব্যাংকের ব্যর্থতার ফলে বিশাল স্টক লটের স্তূপ হয়ে যাওয়ায় কোম্পানির বিশাল আর্থিক ক্ষতি হয়। ফলে কোম্পানি যেমনি তার গ্রাহক হারায় তেমনি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলিও কোম্পানীর বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ তোলে। কোম্পানীর ব্যাংকিং কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার পরে আপিলকারীদ্বয় বিগত ইংরেজী ২৪.০৬.২০১২, ৩১.০৭.২০১২, ০৪.০৯.২০১২ এবং ২৯.১০.২০১২ তারিখে চিঠির মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক লিমিটেডকে রপ্তানি পারমিট প্রদান এবং ক্রেডিট সুবিধা অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়াও আপিলকারীদ্বয় বিভিন্ন সময়ে ব্যাংকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানায় তাদের একাউন্ট সমন্বয় করে তার কত দায়-দেনা থাকে তার হিসাব তাদের জানানোর জন্য কিন্তু ব্যাংক কখনোই উক্ত চিঠিগুলোর কোনো জবাব প্রদান করেন নাই।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, আপীলকারীদ্বয় ৩১ই জুলাই ২০১২ তারিখের পত্রের মাধ্যমে তাদের ঋণ হিসাবটি সমন্বয় করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ এবং বৈদেশির রপ্তানি আয়ের পরিমাণ জানানোর জন্য অনুরোধ করেছিল। আপীলকারীদ্বয় পূনরায় ৪ই সেপ্টেম্বর ২০১২ সালের পত্রের মাধ্যমে ব্যাংকে ব্লকেজ প্রত্যাহার এবং রপ্তানী শুরু করার জন্য অনুরোধ করে। আপীলকারীদ্বয় তাদের বকেয়া ঋণ সমন্বয় করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের জন্য পূণরায় অনুরোধ করে। উক্ত চিঠি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ *Date: September 4th,2012* *The Managing Director and CEO* *Sonali Bank Ltd* *Bangladesh* *Reg: Request for withdrawal of Blockage and Start export.* *Dear Sir.* *I hope you have received our letter of Dr. June 14'2012, June 24'2012 July'31'2012. I am extremely sorry to see my company fall in a situation like extermination because our partnering Bank's long time silence, Even the bank didn't reply nor advise any kind of intention to resolve such kind of adverse circumstances of a 100% exporting partnering company That has escalated problems in production thereby resulting a huge amount-worth stock log* *Also, I would request you to pass your directives to provide all (many times-requested) documents like a) Advices of export-proceed, b) Statement of total BTB opened, c) Acceptance given by you against BTB. d) Acceptance not given as yet, e) Exact payment made by you against BTB, f) Payment not made against BTB immediately so that we can reconcile with our accounts.* *In fine. I would request you to manage your time to sit in an immediate meeting with us at the earliest period of time. Still we are convinced to believe that we shall be able to find out ways and means to sort out the bottlenecks and re-place the partnering business on normal track. It will help run smooth functioning of your borrowing partner which will be mutually beneficial to both of our companies:* *Sincerely yours,*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Md. Motaher Uddin Chowdhury *Chairman* *DN Sports Ltd.* *For kind atten: Honorable Chairman of the Board of Sonali Bank Ltd.* বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, অত্র মামলা দায়ের করাকালীন সময়ে ডিএন স্পোর্টস দ্বারা প্রাপ্ত ক্রেডিট সুবিধাগুলি নিয়মিত ছিল এবং অপরিশোধিত ঋণ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়নি। সোনালী ব্যাংক উক্ত কোম্পানিকে বিগত ইংরেজী ২৮.০৮.২০১৪ তারিখে আইনি নোটিশ পাঠায় এবং বিগত ইংরেজী ০৩.০৪.২০১৪ তারিখে চূড়ান্ত নোটিশ পাঠায়। সর্বশেষ বিগত ইংরেজী ১৫.০২.২০১৫ তারিখে উল্লেখিত PSC ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য আপিলকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে ২০১৫ সালে অর্থ ঋণ মামলা নং ৯৩/২০১৫ দায়ের করে। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ অর্থ ঋণ আদালত (১ম আদালত, ঢাকা) অর্থ ঋণ আদালত মামলা নং- ৯৩/২০১৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০১.১০.২০১৯ তারিখের রায় এবং ডিক্রির মাধ্যমে বাদী ব্যাংকের পক্ষে মামলাটি ডিক্রি প্রদান করেছে। অর্থ ঋণ আদালত মামলা নং- ৯৩/২০১৫ -এ রায় প্রদানের পর, সোনালী ব্যাংক ০৩.১০.২০১৯ তারিখে ডিক্রি কার্যকর করার জন্য বিজ্ঞ অর্থ ঋণ আদালতে (১ম আদালত, ঢাকা) জারি মামলা নং ১৭১/২০২০ দায়ের করে। বিজ্ঞ নির্বাহী আদালত গাজীপুর, ফেনী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত তফসিল নং ১,২,৩.৪.৫,৬,৭ এবং ৯- এ উল্লিখিত ৩৩৭ দশমিক ভূমি নিলামের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেন। চট্টগ্রামের খুলশীতে অবস্থিত ৭ তলা ভবনসহ ৬ কাঠা জমি নিলামে তোলার প্রক্রিয়াও শুরু করেন বিজ্ঞ আদালত। সেসব সম্পত্তির বাজার মূল্য ১০০ কোটি টাকারও বেশি। আপিলকারীরা সেই জমির টাইটেল ডিড ঋণের জামানত হিসাবে ব্যাংকের কাছে হস্তান্তর করেছেন। অর্থাৎ ব্যাংকের বকেয়া ঋণ সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, আপিলকারীদ্বয় ০২ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ ও ০৯ ই মে ২০১৩ তারিখে চিঠির মাধ্যমে পূনরায় ব্যাংকে এক্সপোর্ট পারমিট প্রদানের জন্য অনুরোধ করে এবং তাহার ঋণ হিসাবে পূর্ণ বিবরণের জন্য অনুরোধ করে। উক্ত চিঠিতে এটি স্পষ্ট ভাবে বলা হয় যে, আপীলকারীদ্বয় **S/C No. DNST-2012/007/**, **L/C No. 32390C1013162/12**, **S/C No. DNST-2012/008 এলসির** অধীন মালামাল রপ্তানী করতে ব্যর্থ হয় শুধু মাত্র ব্যাংকের অসহযোগিতার কারণে। উল্লেখিত পত্রটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ *February 1st, 2013*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Sub: Request to obtain EXP, PRC, and Statement of BTB L/Cs opened against following/Cs and S/Cs for DN Sports Limited.
		We have been a client of Sheraton Branch of Sonali Bank Limited, and carrying out mutually beneficial transactions. While our export volume was growing rapidly with the help of your expedient banking services, the branch suspended all finance and banking transactions of our company since May, 2012 without consulting with us and without showing any proper reasons.
		We have been suffering immensely since the suspension. At a time when we are trying to resolve our account and move forward to resume our transactions at your bank, to make the matter worse, we now face baseless ACC cases that have been detrimental to our business.
		Please note that we could not make export of goods for the latter three consignments. This was due to the fact that the export of the latter three consignments had to be postponed for the bank did not finance USD 80,000 towards opening back to back, and consequently, we could not export post May, 2012 even when the shipment due dates in the corresponding L/Cs or S/Cs were October 30, 2012, July 21, 2012, and December 30, 2012 respectively. So, the bank has no shipping documents corresponding to the last three L/Cs or S/Cs aboves We are astonished by ACC's claim that their investigation team could not trace any proper documents regarding all of the above letters of credits and sales contracts.
		At this point, we humbly request you to supply us L/C wise statement of BTB L/Cs, and also proceeds receipt certificates (PRC) together with EXP against the above L/Cs and S/Cs. Your years of banking experience might have helped build an overall understanding on the situation. We shall be grateful if you look into our situation with your insightful expertise and open mind and help us thereby
		as you can understand without resolving the ACC

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

cases, we cannot go about running our business freely and seat with you to discuss our future at your future at your bank, ACC's allegations involve

•L/C No. 01/08775/4052689
• S/C No. DNS-AT-03/2011
• S/C No. DNS/H&M/2011/04
• S/C No. LDX/DN SPORTS/2011/01
•S/C No. DNS-AT-NSC-04-2011
•S/C No. LDX/DN SPORTS/2011/02
•S/C No. DNS/H&M/2011/05
•S/C No. 001/2011
•S/C No. DNS/H&M/2011/06
•L/C No. 32390C1010988/11/
•L/C No. 32390CI011319/11
•L/C No. LC101799
•L/C No. 01/08775/4054973
•6 S/C No. DNST-2012/007/
•L/C No. 32390C1013162/12
•S/C No. DNST-2012/008

Thank you in anticipation.

Yours faithfully,
Fahmida Akhter,
Managing Director, M/S. DN Sports Ltd.

বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, সর্বশেষ আপীলকারীদ্বয় বিগত ইংরেজী ৩রা জুলাই ২০২২ তারিখে তাদের বকেয়া ঋণ সমন্বয় করার জন্য পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু ব্যাংক কখনই আপীলকারীদ্বয়ের কোন চিঠির উত্তর দেয়নি এবং আপীলকারীদ্বয়কে তাদের ঋণ হিসেবে কোন তথ্য লিখিত ভাবে জানায়নি। নিম্নে চিঠিটি উদ্ধৃত করা হল:-

Date: 03 July 2022.

DGM (Head of the branch),
Hotel InterContinental Branch
(previously known as Hotel Sheraton Branch),
Dhaka, Bangladesh,
Sonali Bank Ltd,

Sub: Letter of Intent in respect of availing 'One Time Exit Plan' a manner, you follow under provisions of Bangladesh Bank Circulars.

Dear Sir,

We had been a valuable client of the then Sheraton Branch from January 2011 to May 2012 totaling 17 months only, to Perform well as Garment Exporter to the best of your Bank's satisfaction. Your expedient

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		banking services had been immensely beneficial to our export business. The branch had been receiving Sale Proceeds smoothly in return of Goods Exported till May 2012. *While our export was running rapidly at that period, all of a sudden, the branch stopped issuing Export Permit (EXP) and an amount of small finance towards Dying and Washing for the goods to be shipped out immediately. There we stopped for good in the month of May 2012, with a Stock Lot valuing USD about 26 Lac and in the aftermath, went under many cases lodged by ACC and your Branch, in criminal Court, Arthorin Court and CMM Court in a row of one year each respectively. ACC filed in 2013 ran up to 2014 to submit Charge Sheet, Bank in Arthorin Adalat in 2015 and CMM Court in 2016. The cases are still going on for a Period of 9 years as of today. It has caused severe damage to our lives, kindly note.* *After the stoppage, gradually we came to know that it took place due to ACC's infamous Hallmark scam surrounding Sheraton Branch in May 2012. Because, the above named Authorities took all export documents and Bank Books of Accounts to their capture from the Branch for the purposes of investigations paying no attention to our ruin resultantly.* *That is how the heap of Loan was created, please note. But, for your kind information, we were not a defaulter before May 2012. In spite of all that, we shall be obliged to an act of applying One Time Exit.* *You would like to note I hope, the undersigned (Managing Director), of the company has been visiting you on the same issue for the last few months.* *At this point of despair, we earnestly request you to kindly provide us with the Schedule of Ledger closing Liability (Ledger CL) of our two companies, named m/s. DN Sports Ltd and our sister company m/s. Ethans Embridary pvt Ltd, at an early date, so that, we can pay off as early as possible, which is beneficial to your Bank and also to us, because, we can get rid of sufferings for uncertain period of time. I want to offer you a small token of my appreciation in the event of my application proving successful.* *Thank you in anticipation.* *Yours faithfully,* *Fahmida Akhter,* *Managing Director, M/S. DN Sports Ltd.* বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, এজাহারে আপিলকারীদ্বয়ের

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে আসামীরা মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয়ে ব্যাংক কর্মকর্তাদের সহায়তায় ভুয়া এল.সি এর মাধ্যমে মালামাল রপ্তানী না করে পি.এস.সি ঋণ বাবদ মোট ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যাক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ করেন। প্রসিকিউশন উক্ত অভিযোগসমূহ প্রমাণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় যাহা নিম্নে উল্লেখ করা হল: **এজাহার ও অভিযোগপত্রের বক্তব্যের অসামঞ্জস্যতাঃ** মামলার এজাহারে উল্লেখিত অভিযোগের সহিত ও তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পেশকৃত অভিযোগপত্রে বিভিন্ন অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয় যাহা নিম্নরূপঃ (ক)আপীলকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে এজাহারে অভিযোগ করে হয়েছে যে তাদের নামে কোন Export LC/Contract এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তকালে তিনি ৫ টি L/C এবং ২টি Sale Contract পেয়েছেন বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেছেন। উক্ত বিষয় থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে আপীলকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে এজাহারে উল্লেখিত অভিযোগ সঠিক নয়। (খ) যদিও এজাহারে দাবী করা হয়েছে যে ভূয়া বিল ভাউচারের মাধ্যমে Pre-Shipment Credit (PSC) খাতে অভিযুক্তরা ১,৩৭,০০,০০০/- টাকা আত্মসাৎ করেছেন। কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তার তার তদন্তে ১৭ টি বিল ভাউচারের (PSC) এর সত্যতা পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তদন্ত রিপোর্টের কোথাও উল্লেখ করেনি যে উক্ত এল.সি গুলো জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছে। জব্দ তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে সব গুলো এল.সি সঠিক ছিল এবং উক্ত এল.সি গুলো লিয়েন করা ছিল, এবং লেজারে দেখা যাচ্ছে যে এল.সির বিপরীতে পেমেন্ট যথাযথভাবে এসেছে, আসামীর কাছে ব্যাংক যে পরিমাণ টাকা পেত তা ২০১২ সাল পর্যন্ত সমন্বয় করা ছিল। কিন্তু ২০১৩ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ব্যাংক তার ঋণ সমন্বয় না করার কারণে আসামীর বিরুদ্ধে পাওনা দেখানো হয়েছে। (গ) এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে যে অভিযুক্তরা ভূয়া বিল ভাউচার তৈরি করে পরস্পর যোগসাজশে মোট ১,৩৭,০০,০০০/- টাকা (PSC) খাতে আত্মসাৎ করেছে।তবে অভিযোগপত্রে জালিয়াতির মাধ্যমে ভূয়া ভাউচার তৈরির বিষয়ে সত্যতা পাওয়ার কথা উল্লেখ নেই। তদন্তকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন যে (PSC) খাতে ১,৩৭,০০,০০০/- টাকা আত্নসাৎ নয় বরং আপীলকারী ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার জন্য PSC লোন নিয়েছিলেন যার মধ্যে ১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৫ হাজার ৯৫৩ টাকা সমন্বয় করা হয়েছে। বকেয়া ঋণ এর পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৪৭ টাকা।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

সুতরাং এজাহারে উল্লেখিত অর্থ আত্মসাৎ এর অভিযোগের কোন সত্যতা নেই।

L/C এর বিপরীতে আপীলকারীদ্বয় সঠিকভাবে রপ্তানী করেছেন বলে তদন্ত প্রতিবেদনে প্রতীয়মান হয়ঃ

অভিযোগপত্র (Charge Sheet), জব্দ দলিলাদি এবং স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্য পর্যালোচনা করে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে আপীলকারীগণ লিয়েনকৃত L/C এর বিপরীতে সঠিকভাবে পন্য রপ্তানী করেছেন যাহা নিম্নরূপঃ

(ক) তদন্তকারী কর্মকর্তা তার তদন্ত প্রতিবেদনে স্বীকার করেছেন যে তদন্তকালে সোনালি ব্যাংক লিমিটেড, হোটেল শেরাটন শাখায় অভিযুক্তদের নামে সঠিকভাবে ৭ টি Export L/C এবং Sales Contract পেয়েছেন যা তিনি জব্দ করেছেন।

(খ) তিনি আরো স্বীকার করেছেন যে তিনি ১৭ টি বিল ভাউচার (PSC) জব্দ করেছেন এবং অভিযুক্তদের নামে বৈদেশিক বিল (Remittance) সঠিকভাবে ব্যাংকের শাখায় জমা হয়েছে। জব্দকৃত ভাউচারসমূহ মাননীয় আদালতে জব্দ তালিকা ৫(ক) হিসেবে মার্ক করা হয়েছে। ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে ১৭টি পি.এস.সি এর মাধ্যমে ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। প্যাকিং ক্রেডিট এর পরে যথাযথ সময়ে গুডস এক্সপোর্ট করা হয়, এর মধ্যে ৪ টি এল.সি এর পণ্য রপ্তানী হয় এবং পেমেন্ট আসে এবং তা সান্ড্রি ডিপোজিট একাউন্ট এ জমা হয়। হঠাৎ করে ২০১২ সালের মে মাসে সোনালী ব্যাংক এর এই শাখার সকল ধরনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় এবং আসামীর কোম্পানীর ফাইন্যানসিংও বন্ধ করে দেয় এবং এক্সপোর্ট পারমিট দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ২০১২ সালের মে মাসের পরে এক্সপোর্ট কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ৩টি এল সি এর পন্য আপীলকারীগণ রপ্তানী করতে ব্যর্থ হয়। যে পি.এস.সি গুলো ইস্যু করা হয়েছিল ২০১২ সালের এপ্রিল মাস এ এবং যার পণ্য রপ্তানী করার কথা ছিল জুন-জুলাই মাসে, সেই পন্য সমূহ আপীলকারীদ্বয় ব্যাংকের অসহযোগিতার কারণে ব্যাংকে পণ্য রপ্তানী করতে ব্যর্থ হয় ফলশ্রুতিতে ব্যাংক এর কাছে আসামীদের ঋণ তৈরি হয়।

(গ) তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তকালে লেজার বুক (ledger book) এর ৮ টি পাতা জব্দ করার কথা স্বীকার করেছেন, যেখানে দেখা যায় যে ১৭ টি PSC ঋণ এর বিপরীতে লিয়েনকৃত L/C এর পন্য যথাযথ ভাবে রপ্তানি হয়েছে এবং PSC ঋণ সমন্বয় হয়েছে। তদন্ত রিপোর্টের কোথাও উল্লেখ করেনি যে উক্ত এল.সি গুলো জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছে। জব্দ তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে সব গুলো এল.সি জেনুইন ছিল এবং উক্ত এল.সি গুলো লিয়েন করা ছিল, এবং লেজারে

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

দেখা যাচ্ছে যে এল.সির বিপরীতে পেমেন্ট যথাযথ ভাবে এসেছে, আসামীর কাছে ব্যাংক এর যে পরিমাণ টাকা পেত তা ২০১২ সাল পর্যন্ত সমন্বয় করা ছিল। কিন্তু ২০১৩ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ব্যাংকের Sundry Deposit Account এ জমা কৃত আপীলকারীদ্বয়ের রপ্তানী আয় থেকে সমন্বয় না করার কারণে আসামীর বিরুদ্ধে পাওনা দেখানো হয়েছে।

(ঙ) ৫ টি Export L/C ও ২ টি Sale Contract শাখায় পাওয়া গিয়েছে বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তিতে ৪ টি L/C এর Sale Proceeds রপ্তানিপূর্বক অভিযুক্তদের বিবিধ হিসাব (Sundry Account) এ জমা হয়েছে। মাস্টার এল.সি এর বিপরীতে টাকা সান্ড্রি ডিপোজিটে জমা হয়, উক্ত টাকা জমা হওয়ার পরে ব্যাংক তার লোন সমন্বয় করে যদি অতিরিক্ত কোন টাকা আসামীর কাছে পাওনা থাকতো তবে উক্ত টাকা পরিশোধ করার জন্য আসামীকে চিঠি দিত। ২০১৪ সালে যখন আসামীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়া হয় তখনও আসামীর সান্ড্রি ডিপোজিটে ৪১ লক্ষ টাকা জমা ছিল। ব্যাংকের যদি পাওনা থাকতো তাহলে উক্ত সান্ড্রি ডিপোজিট থেকে তার পাওনা এডজাস্ট করে নিতে পারতো কিন্তু ব্যাংক তা করেনি এবং আসামীর বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে মামলা করার পরেও ২০১৩ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত আসামীর সান্ড্রি ডিপোজিটে রপ্তানী আয় হিসেবে ৪ কোটি টাকা জমা হয়। এই টাকা জমা হয় মূলত পণ্য গুলো যথাযথ ভাবে রপ্তানি হওয়ার কারণে। নিম্নে লিয়েনকৃত ৭ টি এল সি সেল্‌স কন্ট্রাক্ট এবং তাহার বিপরীতে বিতরণকৃত পি এস ঋণ এর বর্ণনা এবং সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যবশিত বৈদেশিক মুদ্রার বিবরণ বর্ণনা করা হল:-

(ক) <u>এল সি এর বিবরণঃ</u>

এল সি নম্বর	ঃ	**32390CI011319/11**
এল সি তারিখ	ঃ	**২০ এপ্রিল ২০১১**
এল সি ভেল্যু	ঃ	**আঃ ডলার ৫৪৬,০৫৮.৫৬**
শিফমেন্ট ডেট	ঃ	**৩০ ডিসেম্বর ২০১১**

❖ **অত্র এল সি এর বিপরীতে আঃ ডলার ৩৫৮,৮৮০.৬৮ মূল্যের ২৯টি বি-টি-বি এল সি এর মাধ্যমে রপ্তানী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যা মোট রপ্তানীকৃত পণ্যের ৬৫.৭২%। যার বিবরণ নিম্নরূপঃ**

BTB LC Details		
BTB LC No.	**BTB LC Date**	**BTB LC Amount**
037011040375	26-Apr-11	USD 70,710.00

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

037011040388	27-Apr-11	USD 2,650.50
037011040404	02-May-11	USD 6,585.00
037011040410	03-May-11	USD 40,001.10
037011040411	03-May-11	USD 4,977.52
037011040412	03-May-11	USD 69,600.00
037011040413	03-May-11	USD 5,096.17
037011040454	08-May-11	USD 20,001.88
037011040540	15-May-11	USD 13,065.84
037011040541	15-May-11	USD 8,531.60
037011040542	15-May-11	USD 1,135.00
037011040543	15-May-11	USD 866.80
037011040544	15-May-11	USD 945.95
037011040561	18-May-11	USD 20,001.30
037011040562	18-May-11	USD 9,725.30
037011040590	22-May-11	USD 4,493.51
037011040700	29-May-11	USD 30,050.40
037011040701	29-May-11	USD 5,788.00
037011040754	06-Jun-11	USD 4,028.80
037011040840	14-Jun-11	USD 4,743.67
037011041070	28-Jun-11	USD 7,881.60
037011041103	03-Jul-11	USD 1,968.60
037011041104	03-Jul-11	USD 5,043.10
037011041105	03-Jul-11	USD 3,195.05
037011041106	03-Jul-11	USD 6,052.75
037011041107	03-Jul-11	USD 1,516.00
037011041343	20-Jul-11	USD 1,882.44
037011043118	27-Jul-11	USD 6,342.80
037011043117	27-Jul-11	USD 2,000.00
Total		**USD 358,880.68**

❖ **অত্র এল সি এর বিপরীতে ০৮টি কমার্শিয়াল ইনভয়েস এর মাধ্যমে আঃ ডলার ৫৪৭,৭৫৯.৭৬ মূল্যের পণ্য রপ্তানী করা হয়। যার বিবরণ নিম্নরূপঃ**

Export Details		
Commercial Invoice No	**Invoice Date**	**Invoice Amount**

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

DNST/2011/069	22-Nov-11	USD 162,092.52
DNST/2012/004	19-Jan-12	USD 130,451.54
DNST/2012/005	24-Jan-12	USD 69,970.26
DNST/2012/018	2-Mar-12	USD 48,682.92
DNST/2012/022	12-Mar-12	USD 34,167.60
DNST/2012/027	15-Mar-12	USD 28,071.30
DNST/2012/032	19-Mar-12	USD 45,267.66
DNST/2012/033	19-Mar-12	USD 29,055.96
Total		**USD 547,759.76**

অত্র এল সি এর বিপরীতে ০৮টি রেমিটেন্স ভাউচারের এর মাধ্যমে আঃ ডলার ৫৪৬,৮৪৯.৭৬ বৈদেশিক মুদ্রা সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যবাশিত হয়। যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

Proceeds Details		
FBN/FBC No	**RIMIT Date**	**RIMIT Amount**
FBP/SHERA/11/520	15-Mar-12	USD 161,902.52
FBP/SHERA/11/520A	15-Mar-12	USD 130,261.54
FBP/SHERA/12/115	15-Mar-12	USD 69,780.26
FBP/SHERA/12/219	23-Apr-12	USD 48,602.92
FBP/SHERA/12/105	23-Apr-12	USD 34,087.60
FBP/SHERA/12/273	16-Apr-12	USD 27,991.30
FBP/SHERA/12/267	23-Apr-12	USD 45,187.66
FBP/SHERA/12/284	26-Apr-12	USD 29,035.96
Total		**USD 546,849.76**

❖ **অত্র এল সি এর বিপরীতে ০৬টি ভাউচারের মাধ্যমে ৯৬,০০,০০০.০০ টাকা পি এস সি লোন প্রদান করা হয়। যার বিবরণ নিম্নরূপঃ**

PSC Loan Disbursement Summary		
PSC Voucher No.	**Voucher Date**	**PSC Amount**
PSC 11/11	14-Jun-11	15,00,000.00
PSC 11/10	27-Jun-11	15,00,000.00
PSC 11/11	14-Jul-11	15,00,000.00
PSC 11/13	10-Aug-11	7,00,000.00
PSC 11/15	18-Dec-11	30,00,000.00
PSC 12/01	09-Jan-12	14,00,000.00
Total		**BDT 96,00,000.00**

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

(খ) এল সি এর বিবরণঃ

এল সি নম্বর ঃ **LCI01799**
এল সি তারিখ ঃ **২৮ সেপ্টেম্বও ২০১১**
এল সি ভেল্যু ঃ **আঃ ডলার ১৯৪,৭৫০.০০**
শিফমেন্ট ডেট ঃ **৩০ জানুয়ারী ২০১২**

অত্র এল সি এর বিপরীতে আঃ ডলার ১৪৫,১৪০.৯২ মূল্যের ০৯টি বি-টি-বি এল সি এর মাধ্যমে রপ্তানী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যা মোট রপ্তানীকৃত পণ্যের ৭৪.৫৩%। যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

BTB LC Details		
BTB LC No.	**BTB LC Date**	**BTB LC Amount**
037011042802	10-Oct-11	USD 46,965.50
037011042842	13-Oct-11	USD 29,995.18
037011042843	13-Oct-11	USD 4,100.00
037011042907	13-Oct-11	USD 10,080.00
037011042906	13-Oct-11	USD 2,515.50
037011043282	23-Oct-11	USD 20,000.00
037011043253	27-Oct-11	USD 2,000.40
037011120035	05-Dec-11	USD 21,480.00
037011043757	31-Dec-11	USD 8,004.34
Total		**USD 145,140.92**

❖ **অত্র এল সি এর বিপরীতে ০৫টি কমার্শিয়াল ইনভয়েস এর মাধ্যমে আঃ ডলার ১৫৭,৮২৩.৭৩ মূল্যের পণ্য রপ্তানী করা হয়।**

Export Details		
Commercial Invoice No	**Invoice Date**	**Invoice Amount**
DNST/2012/003	10-Jan-12	USD 15,700.00
DNST/2012/023	13-Mar-12	USD 19,700.00
DNST/2012/029	18-Mar-12	USD 68,278.00
DNST/2012/030	18-Mar-12	USD 45,029.00
DNST/2012/031	18-Mar-12	USD 9,116.73
Total		**USD 157,823.73**

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

❖ অত্র এল সি এর বিপরীতে ০৫টি রেমিটেন্স ভাউচারের এর মাধ্যমে আঃ ডলার ১৫৭,১৪৩.৭৩ বৈদেশিক মুদ্রার সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যবাশিত হয়।

Proceeds Details		
FBN/FBC No	**RIMIT Date**	**RIMIT Amount**
FBPNSHERA12006	18-Jun-12	USD 15,560.00
FBPNSHERA12006A	18-Jun-12	USD 19,560.00
FBPNSHERA12006B	18-Jun-12	USD 68,138.00
FBPNSHERA12006C	18-Jun-12	USD 44,889.00
FBPNSHERA12006D	18-Jun-12	USD 8,996.73
Total		**USD 157,143.73**

❖ অত্র এল সি এর বিপরীতে ০১টি ভাউচারের মাধ্যমে ২০,০০,০০০.০০ টাকা পি এস সি লোন প্রদান করা হয়।

PSC Loan Disbursement Summary		
PSC Voucher No.	**Voucher Date**	**PSC Amount**
PSC 11/14	01-Dec-11	20,00,000.00
Total		**BDT 20,00,000.00**

(গ) এল সি এর বিবরণঃ

এল সি নম্বর ঃ **32390CI010988/11**
এল সি তারিখ ঃ **০৯ মার্চ ২০১১**
এল সি ভেল্যু ঃ **আঃ ডলার ৫৫৩,১৯০.৫৩**
শিফমেন্ট ডেট ঃ **৩১ জানুয়ারী ২০১২**

অত্র এল সি এর বিপরীতে আঃ ডলার ৪১৩,৯২৪.৯৫ মূল্যের ৩২টি বি-টি-বি এল সি এর মাধ্যমে রপ্তানী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যা মোট রপ্তানীকৃত পণ্যের ৭৪.৮৩% । যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

BTB LC Details		
BTB LC No.	**BTB LC Date**	**BTB LC Amount**
037011040247	15-Mar-11	USD 7,083.33
037011040243	15-Mar-11	USD 2,330.20
037011040241	15-Mar-11	USD 8,193.75
037011040242	15-Mar-11	USD 10,001.00

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

037011040244	15-Mar-11	USD 00.00
037011040245	15-Mar-11	USD 2,950.06
037011040246	15-Mar-11	USD 3,802.30
037011040253	20-Mar-11	USD 7,137.15
037011040255	20-Mar-11	USD 1,585.76
037011040252	20-Mar-11	USD 16,152.50
037011040251	20-Mar-11	USD 23,847.87
037011040254	22-Mar-11	USD 28,105.00
037011040267	23-Mar-11	USD 3,623.10
037011040268	23-Mar-11	USD 5,596.72
037011040266	23-Mar-11	USD 00.00
037011040285	28-Mar-11	USD 00.00
037011040286	28-Mar-11	USD 10,086.00
037011040287	28-Mar-11	USD 3,000.00
037011040288	28-Mar-11	USD 7,352.94
037011040294	30-Mar-11	USD 7,633.84
037011040295	30-Mar-11	USD 11,414.00
037011040296	30-Mar-11	USD 18,652.90
037011040297	30-Mar-11	USD 17,000.97
037011040301	31-Mar-11	USD 1,595.00
037011040302	03-Apr-11	USD 7,828.02
037011040327	10-Apr-11	USD 3,656.80
037011040328	10-Apr-11	USD 20,003.24
037011040333	11-Apr-11	USD 4,252.00
037011040345	18-Apr-11	USD 39,920.00
037011040346	18-Apr-11	USD 12,000.00
037011040497	09-May-11	USD 31,660.50
037011040971	22-Jun-11	USD 97,460.00
Total		**USD 413,924.95**

❖ **অত্র এল সি এর বিপরীতে ০৬টি কমার্শিয়াল ইনভয়েস এর মাধ্যমে আঃ ডলার ৫৭৫,৪৮০.১৪ মূল্যের পণ্য রপ্তানী করা হয়।**

Export Details		
Commercial Invoice No	**Invoice Date**	**Invoice Amount**

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

DNST/2011/054	26-Jun-11	USD 39,060.00
DNST/2011/055	21-Jun-11	USD 44,902.08
DNST/2011/057	4-Jul-11	USD 51,418.08
DNST/2011/058	4-Jul-11	USD 21,228.00
DNST/2011/066	9-Oct-11	USD 285,411.50
DNST/2011/068	22-Nov-11	USD 133,460.48
Total		**USD 575,480.14**

❖ **অত্র এল সি এর বিপরীতে ০৫টি রেমিটেন্স ভাউচারের এর মাধ্যমে আঃ ডলার ৫৭৪,৪৫০.১৪ বৈদেশিক মুদ্রা সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যবাশিত হয়।**

Proceeds Details		
FBN/FBC No	**RIMIT Date**	**RIMIT Amount**
FBP/SHERA/11/262	RIMIT Copy not in Hand	USD 38,870.00
FBP/SHERA/11/273	31-Jul-11	USD 44,712.08
FBP/SHERA/11/331	RIMIT Copy not in Hand	USD 51,228.08
		USD 21,148.00
FBP/SHERA/11/467	RIMIT Copy not in Hand	USD 285,221.50
FBP/SHERA/11/519	23-Feb-12	USD 133,270.48
Total		**USD 574,450.14**

❖ **অত্র এল সি এর বিপরীতে ০৫টি ভাউচারের মাধ্যমে ৭৩,০০,০০০.০০ টাকা পি এস সি লোন প্রদান করা হয়।**

PSC Loan Disbursement Summary		
PSC Voucher No.	**Voucher Date**	**PSC Amount**
PSC 11/08	23-Apr-11	15,00,000.00
PSC 11/09	8-May-11	20,00,000.00
PSC 11/10	18-May-11	10,00,000.00
PSC 11/11	1-Aug-11	10,00,000.00
PSC 12/02	9-Jan-12	18,00,000.00
Total		**BDT 73,00,000.00**

(ঘ) **এল সি এর বিবরণঃ**

এল সি নম্বর ঃ **01/08775/4054973**
এল সি তারিখ ঃ **৩০ নভেম্বর ২০১১**
এল সি ভেল্যু ঃ **আঃ ডলার ৬০,৫৫০.০০**
শিফমেন্ট ডেট ঃ **৩০ জনুয়ারী ২০১২**

❖ **অত্র এল সি এর বিপরীতে আঃ ডলার ৪৫,৪৬৩.৮৭ মূল্যের ০৩টি বি-টি-বি এল সি এর মাধ্যমে রপ্তানী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যা মোট রপ্তানীকৃত পণ্যের**

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

৭৫.০৮% । যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

BTB LC Details		
BTB LC No.	**BTB LC Date**	**BTB LC Amount**
037011043478	14-Dec-11	USD 19,995.07
037011043524	14-Dec-11	USD 18,056.70
037012044007	03-Jan-12	USD 7,412.10
Total		**USD 45,463.87**

❖ **অত্র এল সি এর বিপরীতে ০৬টি কমার্শিয়াল ইনভয়েস এর মাধ্যমে আঃ ডলার ৬১,৪২০.৯৩ মূল্যের পণ্য রপ্তানী করা হয়।**

Export Details		
Commercial Invoice No	**Invoice Date**	**Invoice Amount**
DNST/2012/012	23-Feb-12	USD 8,243.20
DNST/2012/019	5-Mar-12	USD 14,371.70
DNST/2012/020	5-Mar-12	USD 4,851.00
DNST/2012/021	10-Mar-12	USD 18,851.95
DNST/2012/024	14-Mar-12	USD 14,010.80
DNST/2012/041	28-Mar-12	USD 1,092.28
Total		**USD 61,420.93**

❖ **অত্র এল সি এর বিপরীতে ০৫টি রেমিটেন্স ভাউচারের এর মাধ্যমে আঃ ডলার ৬০,১১৯.১২ বৈদেশিক মুদ্রা সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে প্রত্যবাশিত হয়।**

Proceeds Details		
FBN/FBC No	**RIMIT Date**	**RIMIT Amount**
FBP/SHERA/12/088	29-Mar-12	USD 8,233.20
FBP/SHERA/12/091	29-Mar-12	USD 14,351.70
FBP/SHERA/12/090	29-Mar-12	USD 4,841.00
FBP/SHERA/12/102	8-May-12	USD 18,831.95
FBP/SHERA/12/273	16-Apr-12	USD 13,861.27
Total		**USD 60,119.12**

❖ **অত্র এল সি এর বিপরীতে ০১টি ভাউচারের মাধ্যমে ৭,০০,০০০.০০ টাকা পি এস সি লোন প্রদান করা হয়।**

PSC Loan Disbursement Summary		
PSC Voucher No.	**Voucher Date**	**PSC Amount**
PSC 11/15	12-Dec-11	7,00,000.00
Total		**BDT 7,00,000.00**

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

(ঙ) এল সি এর বিবরণঃ

এল সি নম্বর ঃ **DNST-2012/007**
এল সি তারিখ ঃ **০১ মার্চ ২০১২**
এল সি ভেল্যু ঃ **আঃ ডলার ৪০০,০০০.০০**
শিফমেন্ট ডেট ঃ **২৮ সেপ্টেম্বর ২০১২**

❖ **অত্র এল সি এর বিপরীতে আঃ ডলার ৩১৮,৭৪৭.৭৪ মূল্যের ১২টি বি-টি-বি এল সি এর মাধ্যমে রপ্তানী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যা মোট রপ্তানীকৃত পণ্যের ৭৯.৬৯%। যার বিবরণ নিম্নরূপঃ**

BTB LC Details		
BTB LC No.	**BTB LC Date**	**BTB LC Amount**
037012040444	04-Mar-12	USD 22,266.40
037012040445	04-Mar-12	USD 17,932.71
037012040453	04-Mar-12	USD 55,914.10
037012040454	04-Mar-12	USD 20,000.00
037012040455	04-Mar-12	USD 20,003.13
037012040629	20-Mar-12	USD 38,801.70
037012040630	20-Mar-12	USD 32,700.00
037012040631	20-Mar-12	USD 28,500.00
037012040816	01-Apr-12	USD 39,597.50
037012041159	08-May-12	USD 3,843.85
037012041160	08-May-12	USD 5,186.27
037012041166	08-May-12	USD 30,002.08
Total		**USD 318,747.74**

❖ **অত্র এল সি এর বিপরীতে সকল পণ্য রপ্তানীর জন্য সম্পন্ন করা হয়েছে ছিল, কিন্তু আকস্মিকভাবে ২০১২ সালের মে-মাসে আমাদের সকল রপ্তানী কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং পণ্যের রপ্তানী কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বার বার এক্সপোর্ট পারমিট ব্যাংকের কাছে চাওয়া হলেও কোন লাভ হয় নাই। যার ফলে তৈরী রপ্তানী পণ্যগুলো স্টকলট এ পরিনত হয়।**

❖ **অত্র এল সি এর বিপরীতে ০২টি ভাউচারের মাধ্যমে ৩৬,০০,০০০.০০ টাকা পি এস সি লোন প্রদান করা হয়।**

PSC Loan Disbursement Summary		
PSC Voucher No.	**Voucher Date**	**PSC Amount**

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

PSC 12/05	26-Apr-12	16,00,000.00
PSC 12/06	29-Apr-12	20,00,000.00
Total		**BDT 36,00,000.00**

(চ) এল সি এর বিবরণঃ

এল সি নম্বর ঃ **32390CI013162/11**
এল সি তারিখ ঃ **০৮ মার্চ ২০১২**
এল সি ভেল্যু ঃ **আঃ ডলার ৫৯,৩৬৫.৮০**
শিফমেন্ট ডেট ঃ **৩০ জুন ২০১২**

❖ **অত্র এল সি এর বিপরীতে আঃ ডলার ২১,০৫০.০০ মূল্যের ০১টি বি-টি-বি এল সি এর মাধ্যমে রপ্তানী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যা মোট রপ্তানীকৃত পণ্যের ৩৫.৪৬% । যার বিবরণ নিম্নরূপঃ**

BTB LC Details		
BTB LC No.	**BTB LC Date**	**BTB LC Amount**
037012040644	22-Mar-12	USD 21,050.00
Total		**USD 21,050.00**

❖ **অত্র এল সি এর বিপরীতে সকল পণ্য রপ্তানীর জন্য সম্পন্ন করা হয়েছিল, কিন্তু আকস্মিকভাবে ২০১২ সালের মে-মাসে আমাদের সকল রপ্তানী কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং পণ্যের রপ্তানী কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বার বার এক্সপোর্ট পারমিট ব্যাংকের কাছে চাওয়া হলেও কোন লাভ হয় নাই। যার ফলে তৈরী রপ্তানী পন্যগুলো স্টকলট এ পরিনত হয়।**

অত্র এল সি এর বিপরীতে ০১টি ভাউচারের মাধ্যমে ১০,০০,০০০.০০ টাকা পি এস সি লোন প্রদান করা হয়।

PSC Loan Disbursement Summary		
PSC Voucher No.	**Voucher Date**	**PSC Amount**
PSC 12/06	01-Apr-12	10,00,000.00
Total		**BDT 10,00,000.00**

(জ) এল সি এর বিবরণঃ

এল সি নম্বর ঃ **DNST-2012/008**
এল সি তারিখ ঃ **০৫ এপ্রিল ২০১২**
এল সি ভেল্যু ঃ **আঃ ডলার ৪০০,০০০.০০**
শিফমেন্ট ডেট ঃ **২৮ অক্টোবর ২০১২**

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

❖ **অত্র এল সি এর বিপরীতে আঃ ডলার ৩১৬,৫১৮.১০ মূল্যের ১৪টি বি-টি-বি এল সি এর মাধ্যমে রপ্তানী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যা মোট রপ্তানীকৃত পণ্যের ৭৯.৬৯%। যার বিবরণ নিম্নরূপঃ**

BTB LC Details		
BTB LC No.	**BTB LC Date**	**BTB LC Amount**
037012040871	09-Apr-12	USD 50,002.40
037012040872	09-Apr-12	USD 43,148.83
037012040873	09-Apr-12	USD 27,919.30
037012040875	09-Apr-12	USD 10,435.42
037012040876	09-Apr-12	USD 35,001.48
037012040877	09-Apr-12	USD 30,004.80
037012041074	26-Apr-12	USD 42,265.00
037012041158	08-May-12	USD 25,000.00
037012120029	08-May-12	USD 2,660.00
037012041163	08-May-12	USD 3,098.88
037012041164	08-May-12	USD 6,736.50
037012041208	13-May-12	USD 20,000.64
037012041320	16-May-12	USD 7,137.50
037012041209	13-May-12	USD 13,107.35
Total		**USD 316,518.10**

❖ **অত্র এল সি এর বিপরীতে সকল পণ্য রপ্তানীর জন্য সম্পন্ন করা হয়েছে ছিল, কিন্তু আকস্মিকভাবে ২০১২ সালের মে-মাসে আমাদের সকল রপ্তানী কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং পণ্যের রপ্তানী কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বার বার এক্সপোর্ট পারমিট ব্যাংকের কাছে চাওয়া হলেও কোন লাভ হয় নাই। যার ফলে তৈরী রপ্তানী পন্যগুলো স্টকলট এ পরিনত হয়।**

❖ **অত্র এল সি এর বিপরীতে ০১টি ভাউচারের মাধ্যমে ৪০,০০,০০০.০০ টাকা পি এস সি লোন প্রদান করা হয়।**

PSC Loan Disbursement Summary		
PSC Voucher No.	**Voucher Date**	**PSC Amount**
PSC 12/07	8-May-12	40,00,000.00
Total		**BDT 40,00,000.00**

বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে ১৭টি ভাউচারের মাধ্যমে পি.এস.সি ঋণ বাবদ ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। প্যাকিং ক্রেডিট এর পরে যথাযথ সময়ে গুডস এক্সপোর্ট করা হয়, এর মধ্যে ৪ টি এল.সি এর

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পণ্য রপ্তানী হয় এবং পেমেন্ট আসে এবং তা সান্ড্রি ডিপোজিট একাউন্ট এ জমা হয়। হঠাৎ করে ২০১২ সালে হলমার্ক কেলেংকারীর কারণে সোনালী ব্যাংক এর এই শাখার সকল ধরনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় এবং আসামীর কোম্পানীর ফাইন্যানসিংও বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এক্সপোর্ট পারমিট বন্ধ করে দেয়া হয়। ২০১২ সালের মে মাসের পরে এক্সপোর্ট কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ৩টি এল সি এর টাকা আসা বন্ধ হয়ে যায়, যে পি.এস.সি গুলো ইস্যু করা হয়েছিল ২০১২ সালের এপ্রিল মাস এবং যার পণ্য রপ্তানী করার কথা ছিল জুন-জুলাই মাসে ফলশ্রুতিতে পণ্য রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়, সে কারণে ব্যাংক এর কাছে আসামীদের ঋণ তৈরি হয়। মাস্টার এল.সি এর বিপরীতে টাকা সান্ড্রি ডিপোজিটে জমা হয়, উক্ত টাকা জমা হওয়ার পরে ব্যাংক তার লোন সমন্বয় করে যদি অতিরিক্ত কোন টাকা আসামীর কাছে পাওনা থাকতো তবে উক্ত টাকা পরিশোধ করার জন্য আসামীকে চিঠি দিত। ২০১৪ সালে যখন আসামীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দিল তখনও আসামীর সান্ড্রি ডিপোজিটে ৪১ লক্ষ টাকা জমা ছিল, ব্যাংকের যদি পাওনা থাকতো তাহলে উক্ত সান্ড্রি ডিপোজিট থেকে তার পাওনা এডজাস্ট করে নিতে পারতো কিন্তু ব্যাংক তা করেনি এবং আসামীর বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে মামলা করার পরেও ২০১৩ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত আসামীর সান্ড্রি ডিপোজিটে এক্সপোর্ট প্রোসিড হিসেবে ৪ কোটি টাকা জমা হয়। এই টাকা জমা হয় মূলত পণ্য গুলো যথাযথ ভাবে রপ্তানি হওয়ার কারণে। আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে সে জালিয়াতি করার মাধ্যমে এল.সি খুলে ব্যাংক থেকে টাকা আত্মসাৎ করেছে কিন্তু এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তার তদন্ত রিপোর্টের কোথাও উল্লেখ করেনি যে উক্ত এল.সি গুলো জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছে। জব্দ তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে সব গুলো এল.সি জেনুইন ছিল এবং উক্ত এল.সি গুলো লিয়েন করা ছিল, এবং লেজারে দেখা যাচ্ছে যে এল.সির বিপরীতে পেমেন্ট যথাযথ ভাবে এসেছে, আসামীর কাছে ব্যাংক যে পরিমাণ টাকা পেত তা ২০১২ সাল পর্যন্ত সমন্বয় করা ছিল। কিন্তু ২০১৩ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ব্যাংক তার ঋণ সমন্বয় না করার কারণে আসামীর বিরুদ্ধে পাওনা দেখানো হয়েছে। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, আপীলকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে মুল অভিযোগ ছিল তাহারা কোন পন্য রপ্তানী না করে সোনালী ব্যাংক থেকে পি এস.সি লোন বাবদ ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৪৭ টাকা ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে আত্মসাৎ করে কিন্তু চার্জশিট থেকে এটা স্পষ্ট যে আপীলকারীদ্বয় ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার জন্য PSC লোন নিয়েছিলেন যার মধ্যে ১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৫ হাজার ৯৫৩ টাকা রপ্তানী আয় থেকে ইতিমধ্যেই সমন্বয় করা হয়েছে। বাকী ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৪৭ টাকা আদায়ের

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জন্য ব্যাংক ইতিমধ্যে অর্থ ঋণের মামলা দায়ের করেছে। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, PW-2 সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন যে, জব্দ তালিকা ৫ এর (ক)-এ বর্ণিত ১-৪ পি.এস.সি লোন এর ৫৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহীতার রপ্তানী আয় থেকে সমন্বয় করা হয়েছে। ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ নং পি.এস.সি লোনের ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকাও ঋণ গ্রহীতার রপ্তানী আয় থেকে সমন্বয় করা হয়েছে। একইভাবে ১২নং পি.এস.সি লোনের ২০ লক্ষ টাকাও সমন্বয় করা হয়েছে। উনি আরও বলেন যে ডি.এন স্পোর্টস এর কারেন্ট একাউন্ট থেকে জব্দ তালিকার ৫ এর (খ)-এ বর্ণিত ১৮, ১৯, ২৩ ক্রমিকের ১ কোটি ১ লক্ষ টাকা Sundry Deposit Account এ ট্রান্সফার করা হয়। অর্থাৎ ইহা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার পি.এস.সি লোন সমন্বয় হয়ে গেছে। এই সাক্ষীর সাক্ষ্যমতে ব্যাংক মোট ৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা আদায় করেছে। কিন্তু এই সাক্ষীর সাক্ষ্যকে মাননীয় বিজ্ঞ আদালত বিবেচনায় নেননি। অথচ এই সাক্ষীর সাক্ষ্য জব্দকৃত দলিলাদি, Sundry Deposit Account এর স্টেটমেন্ট এবং ব্যাংকের লেজার বুক দ্বারা সমর্থিত। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, Sundry Deposit Account পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, ২০১৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ব্যাংকের Sundry Deposit Accountএ ৩১ কোটি ২৮ লক্ষ ৫১ হাজার ৪৯৫ টাকা বৈদেশিক রপ্তানী আয় থেকে জমা হয় এবং তাহার বিপরীতে ব্যাংক ৩০ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮৩৯ টাকা উত্তোলন, করে। এই পরিমাণ টাকা ব্যাংক তাহার বিভিন্ন ঋণ বাবদ সমন্বয় করে তার মধ্যে পি.এস.সি লোনগুলোও অন্তর্ভুক্ত। ২০১২ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত আসামীর Sundry Deposit Account এ ৪ কোটি টাকা জমা হয় এবং ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে তার পি.এস.সি লোন সহ অন্যান্য লোন সমন্বয় করার জন্য এই টাকা থেকে উইথড্রো করে। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুর করা বকেয়া ঋণ ৫০০ শতকেরও বেশি জমির জামানত দ্বারা সুরক্ষিত আছে যা ২০১৫ সালের অর্থ ঋণ মামলা নং ৯৩-এর তফসিল "খ"-তে অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিজ্ঞ আদালত আপীলকারীদ্বয়ের গাজীপুর, ফেনী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত তফসিল ১,২,৩.৪.৫,৬,৭ ও ৯ সম্পত্তি উল্লিখিত ৩৩৭ দশমিক ভূমি নিলামের জন্য বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, এজাহার থেকে দেখা যাচ্ছে যে অভিযুক্ত- আপীলকারীদ্বয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন ব্যবসার উদ্দেশ্যে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আপীলকারীদ্বয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন এবং মামলা দায়েরের সময় নিয়মিত সমস্ত কিস্তি পরিশোধ করেছিলেন। আপীলকারীদ্বয় যথাযথভাবে পণ্য রপ্তানি করেছেন এবং ব্যাংক উক্ত রপ্তানির বিপরীতে বিক্রয় আয় পেয়েছেন। আপীলকারীদ্বয়ের রপ্তানি আয় নিয়মিতভাবে Sundry Deposit অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছে এবং ব্যাংক তার বকেয়া ঋণ সমন্বয় করার জন্য নিয়মিতভাবে সেই অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ উত্তোলন করেছেন। এমনকি ২৪.০৩.২০১৪ পর্যন্ত আপীলকারীদ্বয়ের Sundry Deposit অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স ছিল ৪১ লক্ষ ৫০ হাজার ৬৫৭ টাকা এমনকি ২০১২ সালে ব্যাংকিং লেনদেনের বন্ধ করার পরেও ব্যাংকের কাছে থাকা মাস্টার এল/সি-এর বিরুদ্ধে রপ্তানি আয় হিসাবে কোম্পানির Sundry Deposit অ্যাকাউন্টে ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা জমা করা হয়েছিল। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, এটা স্বীকৃত যে, আপিলকারীদ্বয় ঋণের আংশিক পরিশোধ করেছেন. আপীলকারীদ্বয় পিএসসি লোন নিয়েছেন ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা এবং আপিলকারীদ্বয় ইতিমধ্যে ১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৫ হাজার ৯৫৩ টাকা ব্যাংকে পরিশোধ করেছেন এবং ব্যাংকের বকেয়া ঋণ এর পরিমাণ ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৪৭ টাকা । যেহেতু অভিযুক্ত- আপীলকারীদ্বয় ঋণের কিছু অংশ ব্যাংককে পরিশোধ করেছেন, তাই বলা যায় না যে অভিযুক্ত- আপিলকারীদ্বয় বাকী ঋণ পরিশোধ না করে ব্যাংকের সাথে প্রতারণা করার প্রাথমিক অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, মামলার উপরোক্ত তথ্য ও আইনগত দিকগুলি ছাড়াও এটি স্পষ্ট যে অভিযুক্ত- আপীলকারীদ্বয় কখনোই ব্যাংকের ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে অস্বীকার করেননি। অভিযুক্ত- আপীলকারীদ্বয় ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার পরে ব্যাংকের আংশিক ঋণ পরিশোধ করেছেন এবং অভিযুক্ত- আপীলকারীদ্বয় ব্যাংক ঋণের অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করতে অস্বীকার করেননি। তবে আপীলকারীদ্বয়ের কিছু বকেয়া ঋণ ছিল এবং সোনালী ব্যাংক ইতিমধ্যেই ২০১৫ সালের অর্থ ঋণ মামলা নং ৯৩ দায়ের করেছেন যা বিজ্ঞ আদালত দ্বারা ডিক্রি করা হয়েছে এবং ২০২০ সালের মানি এক্সিকিউশন মামলা নং- ১৭১ এর সংযুক্ত সম্পত্তি নিলাম বিক্রয়ের জন্য রয়েছে। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে প্রসিকিউশন আপীলকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। P.W.-1 অভিযোগ করেছেন যে আপীলকারীদ্বয় মিথ্যা পি.এস.সি নথি ব্যবহার করে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন এবং উলেস্নখিত পি.এস.সি নথির

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিপরীতে কোনও চালান রপ্তানি করা হয়নি। কিন্তু প্রসিকিউশন দ্বারা জব্দ করা নথিগুলি থেকে এটি স্পষ্ট যে রপ্তানীকারক যথাযথভাবে চালানটি রপ্তানী করেছিলেন এবং বিক্রয়ের অর্থ আপীলকারীদ্বয়ের Sundry Deposit অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, যখন একজন রপ্তানীকারক তার **পন্য** রপ্তানি করেন তখন রপ্তানির আয় ব্যাংকে রক্ষিত সেই রপ্তানীকারকের Sundry Deposit অ্যাকাউন্টে জমা হয়। আপীলকারীদ্বয়ের দ্বারা Sundry Deposit অ্যাকাউন্ট থেকে তহবিল স্থানান্তর বা উত্তোলনেরও কোনো সুযোগ **নাই**। যদি রপ্তানীকারক এর কোনো ঋণ থাকে , তবে ব্যাংক Sundry Deposit অ্যাকাউন্ট থেকে বকেয়া ঋণ সমন্বয় করার জন্য আইনগতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, ২০১২ সালে ব্যাংকিং লেনদেন বন্ধ হওয়ার পরেও ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা কোম্পানির Sundry Deposit অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছিল মাস্টার LC এর বিপরীতে রপ্তানি আয় হিসাবে, ব্যাংক নিয়মিতভাবে তার বকেয়া ঋণ সমন্বয় করতে সেই অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ উত্তোলন করেছে। ০১.০১.২০১৩ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন **যখন** মামলা দায়ের করে **তখন** ব্যাংক চূড়ান্ত নোটিশ জারি করে করেনি। এমনকি ২৪.০৩.২০১৪ পর্যন্ত আপীলকারীর Sundry Deposit অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স ছিল ৪১ লক্ষ ৫০ হাজার ৬৫৭ টাকা । ডিএন স্পোর্টস দ্বারা প্রাপ্ত ক্রেডিট সুবিধাগুলি নিয়মিত ছিল এবং অপরিশোধিত ঋণ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়নি। সোনালী ব্যাংক উক্ত কোম্পানিকে ২৮.০৮.২০১৪ তারিখে আইনি নোটিশ পাঠায় এবং ০৩.০৪.২০১৪ তারিখে চূড়ান্ত নোটিশ পাঠায় এবং অবশেষে ১৫.০২.২০১৫ তারিখে উল্লিখিত PSC ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য আপিলকারীদের বিরুদ্ধে ২০১৫ সালে অর্থ ঋণ মামলা নং ৯৩/২০১৫ দায়ের করে। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ অর্থ ঋণ আদালত (১ম আদালত, ঢাকা) অর্থ ঋণ আদালত মামলা নং- ৯৩/২০১৫এ ০১.১০.২০১৯ তারিখের রায় এবং ডিক্রির মাধ্যমে বাদী ব্যাংকের পক্ষে মামলাটি ডিক্রি প্রদান করেছে। অর্থ ঋণ আদালত মামলা নং ৯৩/২০১৫-এ রায় প্রদানের পর, সোনালী ব্যাংক ০৩.১০.২০১৯ তারিখে ডিক্রি কার্যকর করার জন্য বিজ্ঞ অর্থ ঋণ আদালতে (১ম আদালত, ঢাকা) জারি মামলা নং ১৭১/২০২০ দায়ের করে। বিজ্ঞ নির্বাহী আদালত গাজীপুর, ফেনী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত তফসিল নং ১,২,৩.৪.৫,৬,৭ এবং ৯- এ উল্লিখিত ৩৩৭ দশমিক ভূমি নিলামের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেন। চট্টগ্রামের খুলশীতে অবস্থিত ৭ তলা ভবনসহ ৬ কাঠা জমি নিলামে তোলার প্রক্রিয়াও শুরু করেন বিজ্ঞ আদালত। সেসব সম্পত্তির বাজার মূল্য ১০০ কোটি টাকারও বেশি। আপিলকারীরা সেই জমির টাইটেল

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ডিড ঋণের জামানত হিসাবে ব্যাংকের কাছে হস্তান্তর করেছেন। সুতরাং ব্যাংকের বকেয়া ঋণ সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত ছিল। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ আদালত বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে মামলা দায়েরের সময় আপীলকারীদ্বয় কোন ঋণ খেলাপি ছিলেন না। অধিকন্তু, আপীলকারীদ্বয় কখনই ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত PSC ঋণের দায় পরিশোধ করতে অস্বীকার করেননি। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জব্দ তালিকা থেকেও স্পষ্ট যে আপীলকারীদ্বয় টাকা ঋণ নিয়ে ছিলেন এবং মামলা দায়েরের সময় ব্যাংক তা পরিশোধের দাবি করেনি। তাই, তথ্যদাতা আপীলকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যাভাবে পূর্বোক্ত মামলা দায়ের করেন। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, অপরাধ সংঘটনের সময় PW-২ এবং PW-৩৫ সোনালী ব্যাংকের শেরাটন শাখায় নিযুক্ত ছিল এবং তারা আদালতে জবানবন্দি দিয়ে সরাসরি সাক্ষ্য দেয়। বিজ্ঞ আদালত PW-২ এবং PW-৩৫ -এর সেই জবানবন্দি মোটেই বিবেচনা করেননি। PW-২ বলেছেন যে বাজেয়াপ্ত তালিকার ক্রমিক নং ৫(ক) এ চারটি PSC আছে এবং সেই PSC-এর বিপরীতে বকেয়া ৫৫ লক্ষ টাকা LC এর মাধ্যমে রপ্তানী আয় থেকে যথাযথভাবে সমন্বয় করা হয়েছিল। বাজেয়াপ্ত তালিকার ক্রমিক নং ৫(ক) এ উল্লিখিত PSC নং ৬,৭,৮,৯, এবং ১০ এর বিপরীতে ১ কোটি ৪০ লাখের বকেয়া যথাযথভাবে সমন্বয় করা হয়েছিল। জব্দ তালিকার ক্রমিক ১২ এ উল্লিখিত পিএসসি থেকে ২০ লাখ সমন্বয় করা হয়েছে। PW-২ স্বীকার করেছেন যে বাজেয়াপ্ত তালিকার ক্রমিক ৫(খ) এর ক্রমিক নং ১৮,১৯,২৩- এ উল্লেখিত ১ কোটি ১ লাখ টাকা আপিলকারীদ্বয় কারেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে Sundry Deposit অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছে । বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ বিশেষ জজ আদালত নং ৬, ঢাকা ২০১৪ সালের বিশেষ মামলা নং ০৬-এ ২৬.১২.২০২১ তারিখের রায় এবং আদেশের মাধ্যমে আপীলকারীদ্বয়ের দন্ডবিধির ৪০৬ এবং ৪২০ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। বিজ্ঞ আদালত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে প্রসিকিউশন দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ধারা ৫(২) এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ধারা ৪ এর অধীনে কোনো অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিজ্ঞ আদালত ব্যাংকের কর্মকর্তা/আসামীদের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের সাক্ষ্য প্রমাণ রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থাপন না করায়, দন্ডবিধির ৪০৯ ধারায় বর্ণিত অপরাধের উপাদান পাওয়া যায় নাই বলে সিদ্ধান্তে উপনিত হন।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ আদালত আরো সিদ্ধান্ত দেন যে অত্র মামলায় ব্যাংক কর্মকর্তা/আসামীগণ জ্ঞাত আয়ের উৎসের সাথে অসঙ্গতিপুর্ণ অর্থ সম্পদ বা সম্পত্তির মালিক বা দখলকার হয়েছেন তা রাষ্ট্রপক্ষে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিজ্ঞ আদালত ব্যাংক কর্মকর্তা/ আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অভিযোগ হতে অব্যাহতি দেন যেহেতু তাদের বিরুদ্ধে, অর্থ আত্মসাৎ বা অপরাধমুলক অসদাচরণ এর কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু বিজ্ঞ আদালত অত্যন্ত অন্যায়ভাবে এবং বেআইনীভাবে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে আপিলকারীদ্বয় দন্ডবিধির ৪০৬ ধারার অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের দায়ে দোষী সাব্যস্ত যেখানে তিনি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে ব্যাংক কর্মকর্তাগণ কোনো ধরনের বিশ্বাস ভঙ্গের সাথে জড়িত নয়। ব্যাংক কর্মকর্তাগণ যদি বিশ্বাস ভঙ্গের সাথে জড়িত না থাকেন তাহলে ঋণ গ্রহীতা আপিলকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গের কোনো অভিযোগের উপাদান থাকে না। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, আপিলকারীদ্বয়কে বেআইনি ভাবে দন্ডবিধির ধারা ৪০৬ এবং ৪২০ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে যা ন্যায়বিচারের গুরুতর লঙ্ঘন ঘটিয়েছে। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, **দন্ডবিধির ৪০৬ ধারার অধীনে অপরাধঃ** অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধ দন্ডবিধির ৪০৫ ধারায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল : ১. অভিযুক্তকে সম্পত্তি বা সম্পত্তির উপরে কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয় এবং ২. সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ, অভিযুক্ত) নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে যেকোনো একটি কাজ করে: (ক) অসৎভাবে সেই সম্পত্তি আত্মসাৎ বা তার নিজের ব্যবহারে রূপান্তরিত করে, বা (খ) অসৎভাবে সেই সম্পত্তি ব্যবহার বা বিক্রয় করে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে তা করতে ইচ্ছাকৃতভাবে সহায়তা করে, যা লঙ্ঘন করে: (অ) যেকোনো আইনের নির্দেশনা বা যেভাবে সেই বিশ্বাস পালন করা হবে, বা (আ) যে কোন আইনি চুক্তি যা বিশ্বাসের পালন সম্পর্কিত। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, দন্ডবিধির ৪০৫ ধারায় ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ শব্দটি হল **"অসৎভাবে"** অর্থাৎ আসামীর অবশ্যই Mens Rea বা দুষ্ট মন

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		থাকতে হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি আইন লঙ্ঘন করে অসৎ উদ্দেশ্যে চুক্তি লঙ্ঘন না করলে কোন অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ হয় না। দ্বিতীয় তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হল "আত্মসাৎ" যার অর্থ প্রকৃত মালিকের সম্মতি ছাড়া অন্যায় ভাবে তাহার জিনিস নিজের জন্য ব্যবহার করা । অতএব, অভিযুক্তের উপর অর্পণ এবং তাহার দ্বারা অসাধুভাবে আত্মসাৎ বা অভিযুক্তের দ্বারা নিজের ব্যবহারে রূপান্তর উভয় প্রমাণ করা প্রসিকিউশনের জন্য বাধ্যতামূলক। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধের প্রথম উপাদান হল অভিযোগকারীর দ্বারা অভিযুক্তকে সম্পত্তি বা সম্পত্তির উপর কর্তৃত্ব অর্পণ করা। এজাহার, চার্জশিট এবং সাক্ষীদের জবানবন্দি থেকে এটা স্পষ্ট যে অভিযুক্ত-আপিলকারীর কোম্পানি ব্যাংক থেকে ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা জন্য PSC ঋণ বাবদ নিয়েছিলেন। এটি আইনের একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি যে, একটি ঋণ চুক্তির অধীনে ঋণের অর্থের লেনদেন দন্ডবিধির ধারা ৪০৫ এর অধীনে অর্পণ হিসাবে কাজ করে না। অর্থাৎ, যখন কোনো দায়িত্বই অর্পণ করা হয় নাই, তখন কোনো বিশ্বাস ভঙ্গেরও কারণ থাকতে পারে না। বিশ্বাস না থাকলে অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের প্রশ্নই উঠতে পারে না। ঋণের লেনদেনের ক্ষেত্রে, ঋণদাতা ঋণের পরিমাণের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ রাখেন না এবং এটি বিশ্বাসের লঙ্ঘন করে না। চুক্তির কোন লঙ্ঘন হলে, দেওয়ানী মামলায় তাহার প্রতিকার রয়েছে এবং ঋণ চুক্তির শর্তাবলী লঙ্ঘনের জন্য ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যায় না। শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন, প্রতিজ্ঞা বা চুক্তি ভংগের জন্য দন্ডবিধির ধারা ৪০৫ -এ বর্ণিত অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধ হবে না। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, শামসুল আলম এবং অন্যান্য বনাম এ.এফ.আর. হাসান এবং অন্যান্য (৪০ DLR ৪৬) যা দন্ডবিধির ধারা ৪০৬ এবং ৪২০ এর অধীনে একটি মামলায়, যেখানে প্রশ্ন উঠেছিল যে 'ঋণ প্রদানের টাকা' ধারা ৪০৫ এ বর্ণিত " অর্পণ বা ন্যস্ততা" কিনা। এই মামলায় বলা হয় যে, ঋণের লেনদেনে ঋণদাতা ঋণের পরিমাণ বা সম্পত্তির উপর কোন নিয়ন্ত্রণ রাখেন না এবং এটি ঋণগ্রহীতার ব্যক্তিগত অর্থে পরিণত হয়। ঋণগ্রহীতা বা তার এজেন্ট তার নিজেদের অর্থের ব্যাপারে বিশ্বাসের লঙ্ঘন করতে পারে না। ঋণগ্রহীতার দ্বারা চুক্তির শর্তাবলীর কোন লঙ্ঘন হলে যে চুক্তির অধীনে ঋণ নেওয়া হয়েছে তার দায়বদ্ধতার ব্যাপারে দেওয়ানী আদালতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং কোন অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ বা অন্য কোনো অপরাধের জন্য ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, আইনের উল্লিখিত নীতিটি

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		রিয়াজউদ্দিন আহমেদ (মো.) বনাম রাষ্ট্র এবং অন্যান্য 49 DLR (AD) ৬৪-এ মাননীয় আপিল বিভাগ কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়েছে। ঋণগ্রহীতা ঋণ নেওয়ার পরে উক্ত ঋণের টাকা ঋণগ্রহীতার সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং চুক্তি অনুযায়ী ঋণ পরিশোধ করা ঋণগ্রহীতার দেওয়ানী বাধ্যবাধকতা। ঋণগ্রহীতার উপর উল্লিখিত অর্থ ঋণ দাতা কতৃক ন্যস্ত বা অর্পণ করার প্রশ্নই ওঠে না। আইনের এই নীতিটি মাননীয় হাইকোর্ট বিভগের 64 DLR 146, 74 DLR 171, 2022 ALR(HCD) 270 এ রিপোর্ট কৃত মামলাগুলিতে ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা হয়। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, গোপালকৃষ্ণান বনাম কেরালা 2009 (4) KLT 525 (Ker) মামলায় কেরালা হাইকোর্ট বিভাগ বলেছে যে ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে যেহেতু কোন সম্পত্তির অর্পণ হয় না সেহেতু ধারা ৪০৬ এর অধীনে বর্ণিত বিশ্বাসভঙ্গ এর অপরাধ সংগঠিত হয় না । ভারতের অন্যান্য মামলাগুলিতে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে ঋণ পরিশোধে নিছক ব্যর্থতা অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ গঠন করবে না (Commercial Bureau v NR Ghosal, AIR 1948 Cal 1, p 2: 48 Cr LJ 552; Bihar State Khadiand Village Industrises Board v Daud Tppo, 1972 BLJR 448; Hit Narain Mahton v Bed Narain Mistry AIR 1946 Pat 125: 48 Cr LJ 107). বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, চার্জশিট থেকে এটা স্পষ্ট যে আপীলকারী ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা PSC লোন নিয়েছিলেন যার মধ্যে ১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৫ হাজার ৯৫৩ টাকা ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা হয়েছে এবং ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৪৭ টাকা বকেয়া রয়েছে। সুতরাং এটি কেবল অর্থ ঋণের মামলার বিষয়বস্তু এবং এটি কোনো ফৌজদারি অপরাধ গঠন করে না। অধিকন্তু, ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত বকেয়া ঋণ ৫০০ শতকেরও বেশি জমির জামানত দ্বারা সুরক্ষিত আছে যা ২০১৫ সালের অর্থঋণ মোকাদ্দমা নং ৯৩-এর তফসিল “খ”-তে অন্তর্ভুক্ত আছে। গাজীপুর, ফেনী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত আপীলকারীদ্বয়ের তফসিল ১,২,৩.৪.৫,৬,৭ এবং ৯ সম্পত্তির উল্লিখিত ৩৩৭ দশমিক ভূমির নিলামের কার্যক্রমও চলমান। প্রসিকিউশন স্বীকার করেছে যে সোনালী ব্যাংক আপীলকারীদ্বয়ের কোম্পানীর বরাবরে PSC লোন বাবদ ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা মঞ্জরী করেন যার মধ্যে কোম্পানীটি ইতি মধ্যে ১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৫ হাজার ৯৫৩ টাকা পরিশোধ করেছে। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, প্রসিকিউশনের স্বীকৃত মতে অত্র

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মামলটি আপীলকারীদ্বয়ের বরাবরে সোনালী ব্যাংক কর্তৃক ঋণ প্রদান সম্পর্কিত। ঋণ প্রদানের পরে সোনালী ব্যাংকের ঋণের টাকার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং এটি ঋণগ্রহীতার ব্যক্তিগত অর্থে পরিণত হয়েছিল। ঋণগ্রহীতা তার নিজের অর্থের ব্যাপারে বিশ্বাসের লঙ্ঘন করতে পারে না। ঋণগ্রহীতার দ্বারা ঋণ চুক্তির শর্তাবলীর কোন লঙ্ঘন করলে সোনালী ব্যাংক দেওয়ানী আদালতে যথাযথ প্রতিকার পেতে পারে। এ ক্ষেত্রে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ বা অন্য কোনো অপরাধের জন্য ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়া বেআইনি। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, উপরে উল্লিখিত আইনের নীতির পরিপ্রেক্ষিতে, এটা সুস্পস্ট যে অভিযুক্ত- আপীলকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে ফৌজদারি বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধের কোনো উপাদান নেই, সেহেতু আপীলকারীদ্বয়ের বিনীত নিবেদন এই যে আপীলকারীদ্বয়কে অন্যায় ভাবে দন্ডবিধির ৪০৬ ধারায় বর্ণিত অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধে দন্ডিত করা হয়েছে। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, **দন্ডবিধির ধারা ৪২০ এর অধীনে অপরাধঃ** দন্ডবিধির ধারা ৪২০ এর অধীনে একটি অপরাধ গঠন করতে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি নিম্নরূপ: (ক) অভিযুক্তের দ্বারা অবশ্যই প্রতারণা (দন্ডবিধির ৪১৫ ধারায় বর্ণিত) সংগঠিত হতে হবে; এবং (খ) উল্লিখিত প্রতারণার মাধ্যমে অভিযুক্তকে অবশ্যই অসৎভাবে অভিযোগকারীকে প্ররোচিত করতে হবে, যেন অভিযোগকারী (অ) কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি প্রদান করে, বা (আ) মূল্যবান সিকিউরিটি বা স্বাক্ষরিত বা সিল করা, যা একটি মূল্যবান জামানতে রূপান্তরিত হতে সক্ষম এমন কিছুর সম্পূর্ণ বা কোন অংশ তৈরি, পরিবর্তন বা ধ্বংস করে। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, ***অর্থাৎ দণ্ডবিধির ধারা ৪২০ এর অধীনে একটি অপরাধ গঠনের জন্য প্রাথমিক প্রতারণা অবশ্যই সংঘটিত হতে হবে। দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারা প্রতারণার অপরাধ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রসিকিউশনকে প্রমাণ করতে হবে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ করার উদ্দেশে প্রতারণামূলকভাবে বা অসৎভাবে অভীযোগকারীকে কোনো সম্পত্তি প্রদান করতে প্ররোচিত করেছিল। অতএব, প্রতারণার অপরাধ গঠনের জন্য প্রতারণামূলক বা অসৎ উদ্দেশ্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান***। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, (1) Md. Anwar Ali vs.

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		State, 30 DLR 327, (2) Syed Ali Mir vs. Syed Omor Ali, 10 BLD (AD) 168. (3) Hridaya Rangan Pd. Verma vs. State of Bihar, 2000 (2) SCR 859, (4) Prof. Dr. Motior Rahman vs. The State, 3 SCOB.AD 1, 64 DLR 146 মামলায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত এই সিদ্ধান্ত নিয়ে দিয়েছেন যে শুধুমাত্র চুক্তি লঙ্ঘন করে প্রতারণার জন্য ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যাবে না। ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে হলে সেই লেনদেনের শুরুতে প্রতারণামূলক বা অসৎ উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকতে হবে। অন্য কথায়, প্রতারিত ব্যক্তিকে অসাধুভাবে বা জালিয়াতি করে প্ররোচিত করে প্রতারণা করা অবশ্যই সম্পত্তি বিতরণের পূর্বে সংঘঠিত হতে হবে। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, আসামী কর্তৃক প্রতারণার অভিপ্রায় মামলার ঘটনা এবং তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি থেকে প্রতীয়মান হতে হবে। যেখানে প্রথম থেকেই অভিযুক্তের প্রতারণামূলক উদ্দেশ্য নেই, সেখানে প্রতারণার প্রশ্নই উঠতে পারে না। দুষ্ট মন বা অপরাধ করার ইচ্ছার অনুপস্থিতিতে, শুধুমাত্র চুক্তি লঙ্ঘন করা প্রতারণার অপরাধ গঠন করতে পারে না। একটি প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি পূরণ করতে অক্ষমতা প্রতারণার সমান নয়। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, **মাহবুবুল আলম গাজী ওরফে মাহবুব আলম বনাম সরকার 5 BLC 380=8 BLT 358** মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে প্রতারণার জন্য কাউকে দোষী সাব্যস্ত করতে হলে প্রতারণার প্রাথমিক অভিপ্রায়টি অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে। প্রতারণার অপরাধ গঠনের জন্য, এটি অবশ্যই প্রমানিত হতে হবে যে অভিযুক্তের প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে কাউকে সম্পত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে বা তার পরিবর্তে কিছু ফেরত দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যা পরবর্তীতে দেওয়ার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, **আব্দুল রউফ বনাম স্টেট 53 DLR 283-**এর মামলায় বলা হয়েছে যে যেহেতু অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা কিছু অর্থ পরিশোধ করা হয়েছিল, তাই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতারণার কোনো প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল না বলে প্রতিয়মান হয়। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, **দেওয়ান ওবায়দুর রহমান বনাম রাষ্ট্র 19 BLD (AD) 128 = 4 BLC (AD) 167** মামলায় মাননীয় আপীল বিভাগ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে যেহেতু আপীলকারীদ্বয় ইতিমধ্যেই অভিযোগকারীকে চুক্তির

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		একটি অংশের অর্থ পরিশোধ করেছেন সুতরাং অভিযোগকারীকে বাকি পরিমাণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থতা কোনো ফৌজদারি অপরাধে দন্ডিত করা যাবে না কারণ চুক্তির অধীনে বাধ্যবাধকতা দেওয়ানী প্রকৃতির। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, **রফিক বনাম সৈয়দ মোরশেদ হোসেন 50 DLR (AD) 163** মামলায় মাননীয় আপিল বিভাগ বলেছেন যে অভিযুক্তরা বাকি অর্থ পরিশোধ করতে অস্বীকার না করায় প্রতারণার প্রাথমিক অভিপ্রায় প্রসিকিউশন দ্বারা প্রমাণিত করা যায় নি। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, **জামান বনাম দিলীপ কুমার সাহা ওরফে দিলীপ** বদু 4 BLT (AD) 231 মামলায় মাননীয় আপিল বিভাগ বলেন যে যেহেতু প্রসিকিউশন টাকা দিতে অস্বীকার করার জন্য অভিযুক্ত আসামীর Mens Rea বা দুষ্ট মনের উপস্থিতি প্রমান করতে পারে নাই এবং উক্ত বিরোধটি দেওয়ানি প্রকৃতির হওয়ায় কোন ফৌজদারি ব্যবস্থা তার উপর প্রয়োগ করা যাবে না। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, সৈয়দ আলী মীর 10 BLD (AD) 168 যা দন্ডবিধির ৪২০ ধারার অধীনে একটি মামলা, উক্ত মামলায় সর্বোচ্চ আদালত বলেছেন,যেহেতু অর্থ আদায়ের দাবিটি কোনো একটি নির্দিষ্ট লেনদেন থেকে উদ্ভূত নয় বরং পক্ষগুলির মধ্যে নিয়মিত ব্যবসার পরে বছরের শেষ হিসাবের পরে উদ্ভূত হয়েছিল, সেহেতু যদি মেয়াদ শেষে হিসাব নিষ্পত্তির সময়, কিছু অর্থ এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষের কাছে বকেয়া পড়ে এবং অন্য পক্ষ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তাহলে এই ধরনের দায়কে ফৌজদারি দায় বলা যাবে না। আসামী কতৃক অসৎভাবে বকেয়া বৃদ্ধির অভিযোগ ৪০৬ বা ৪২০ বা অন্য কোনও ধারার অধীনে কোনও অপরাধকে সংগঠিত করে না। যদি এই ধরনের অভীযোগে ফৌজদারী মামলা করা হয় ,তবে তা ব্যবসায়িক লেনদেনের বাস্তবতাকে উপেক্ষা করবে এবং কথিত বকেয়া পুনঃপ্রদানের জন্য চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দেওয়ানি দাবিগুলিকে ফৌজদারি আদালতে আনার জন্য উৎসাহিত করার সামিল হবে। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, এম.এ শুক্কুর বনাম মোঃ জহিরুল হক এবং অন্যান্য (3 ADC (2006) 934) মামলায় আপীলকাদ্বয়ের শিল্প ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন এবং তিনি ঋণের অর্থ পরিশোধে খেলাপি হন। অভিযুক্ত-আপীলকারীদ্বয়কে ঋণ পরিশোধের সুবিধার্থে তাকে ১২টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে বকেয়া পরিশোধ সহ কিছু সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। আপীলকারীদ্বয় দুটি চেক জারি করেছেন,

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		যার একটি অপর্যাপ্ত তহবিলের কারণে একাধিকবার বাউন্স হয়েছিল, অন্যটি গৃহীত হয়েছিল। আসামীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪২০ ধারার অধীনে চার্জ গঠন করা হয়েছিল। মহামান্য হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে আপীলকারীদ্বয়কে প্রদত্ত অর্থ থেকে বিরোধের উদ্ভব হয়েছে এবং এর ফলে এটি প্রতীয়মান হয় যে আপীলকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যধারা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার। যেহেতু বিরোধটি একটি দেওয়ানী প্রকৃতির বিরোধ এবং অভিযোগকারী-ব্যাংক ইতিমধ্যেই আপীলকারীদ্বয়ের কাছ থেকে বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য দেওনী মামলা দায়ের করেছেন সেহেতু অত্র ফৌজদারী মামলা চলতে পারে না। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, অত্র মামলার অভিযোপত্র থেকে ইহা সুস্পষ্ট যে অভিযুক্ত-আপীলকারীদ্বয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন ব্যবসার উদ্দেশ্যে। এটা প্রমাণিত যে আপীলকারীদ্বয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছিলেন এবং মামলা দায়েরের সময় নিয়মিত সমস্ত কিস্তি পরিশোধ করেছিলেন। আপীলকারীদ্বয় যথাযথভাবে পণ্য রপ্তানি করেছেন এবং ব্যাংক উক্ত রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানী আয় পেয়েছেন। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, জব্দ কৃত লেজার বুক (ledger book) এর ৮ টি পাতা থেকে এটা প্রমানিত যে ১৭ টি PSC ঋণ এর বিপরীতে লিয়েনকৃত L/C এর পন্য যথাযথ ভাবে রপ্তানি হয়েছে এবং PSC ঋণ সমন্বয় হয়েছে। জব্দ তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে সব গুলো এল.সি জেনুইন ছিল এবং উক্ত এল.সি গুলো লিয়েন করা ছিল, এবং লেজারে দেখা যাচ্ছে যে এল.সির বিপরীতে পেমেন্ট যথাযথ ভাবে এসেছে, আসামীর কাছে ব্যাংক এর যে পরিমাণ টাকা পেত তা ২০১২ সাল পর্যন্ত সমন্বয় করা ছিল। কিন্তু ২০১৩ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ব্যাংকের Sundry Deposit account এ জমাকৃত অপীলকারীদ্বয়ের রপ্তানী আয় থেকে সমন্বয় না করার কারণে আসামীর বিরুদ্ধে পাওনা দেখানো হয়েছে। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, আপীলকারীদ্বয়ের রপ্তানী আয় নিয়মিতভাবে Sundry Deposit অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছে এবং ব্যাংক তার বকেয়া ঋণ সমন্বয় করার জন্য নিয়মিতভাবে সেই অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ উত্তোলন করেছিল। এমনকি ২৪.০৩.২০১৪ পর্যন্ত আপীলকারীর Sundry Deposit অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স ছিল ৪১ লক্ষ ৫০ হাজার ৬৫৭ টাকা। ২০১২ সালে ব্যাংকিং লেনদেন হওয়ার পরেও ব্যাংকের কাছে থাকা মাস্টার এল/সি-এর বিপরীতে রপ্তানি আয় হিসাবে কোম্পানির Sundry Deposit অ্যাকাউন্টে ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা জমা হয়েছিল।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তবে আপীলকারীদ্বয়ের কিছু বকেয়া ঋণ ছিল এবং সোনালী ব্যাংক ইতিমধ্যেই ২০১৫ সালের অর্থ ঋণ মামলা নং ৯৩ দায়ের করেছেন যা বিজ্ঞ আদালত দ্বারা ডিক্রি করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ব্যাংক ২০২০ সালের অর্থ জারি মামলা নং- ১৭১ এ ব্যাংক কর্তৃক দায়ের কৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে মাননীয় আদালত আপীলকারীদ্বয়ের সংযুক্ত সম্পত্তি নিলাম বিক্রয়ের জন্য আদেশ দিয়েছেন। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, প্রসিকিউশন দ্বারা এটা স্বীকৃত যে আপিলকারীদ্বয় ঋণের আংশিক পরিশোধ করেছেন. আপিলকারীদ্বয় পিএসসি লোন নিয়েছেন ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা এবং আপিলকারীদ্বয় ইতিমধ্যে ১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৫ হাজার ৯৫৩ টাকা ব্যাংকে পরিশোধ করেছেন এবং ব্যাংকের বকেয়া ঋণ এর পরিমাণ ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৪৭ টাকা। সুতরাং, যেহেতু অভিযুক্ত- আপিলকারীদ্বয় ঋণের কিছু অংশ ব্যাংককে পরিশোধ করেছেন, তাই অভিযুক্ত- আপিলকারীদ্বয় বাকী ঋণের পরিমাণ পরিশোধ না করে ব্যাংকের সাথে প্রতারণা করার প্রাথমিক অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন সেটা কোনো ভাবেই প্রমাণিত হয় না। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, মামলার উপরোক্ত তথ্য ও আইনগত দিকগুলি ছাড়াও এটি স্পষ্ট যে অভিযুক্ত- আপিলকারীদ্বয় কখনই ব্যাংকের ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে অস্বীকার করেননি। অভিযুক্ত-আপিলকারীদ্বয় ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার পরে ব্যাংকের আংশিক ঋণ পরিশোধ করেছেন। এটিও প্রমানিত যে অভিযুক্ত-আপিলকারীদ্বয় ব্যাংক ঋণের অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করার অভিপ্রায় জানিয়ে বহুবার ব্যাংকে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু ব্যাংক কোনো ধরণের উত্তর দেননি। আপিলকারীদ্বয় বিভিন্ন সময়ে ব্যাংকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানায় তাদের একাউন্ট সমন্বয় করে তার কত দায়-দেনা থাকে তার হিসাব তাকে জানানোর জন্য কিন্তু ব্যাংক কখনোই উক্ত চিঠিগুলোর কোনো জবাব প্রদান করেন নাই বরং ২০১২ সালের মে মাস থেকে ব্যাংক ঋণ গ্রহীতার সাথে সকল ধরনের বানিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়ার কারণে ঋন গ্রহীতা সকল ধরনের পণ্য রপ্তানী করতে ব্যর্থ হয় যার দরুণ ঋণ গ্রহীতা অপূরণীয় ক্ষতির সমুক্ষীণ হয়। পণ্য সময় মত রপ্তানী না করার কারণে ক্রেতা ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করার হুমকি দেয়। আপীলকারীদ্বয় ৩১ই জুলাই ২০১২ তারিখের পত্রের মাধ্যমে তাদের ঋণ হিসাবটি সমন্বয় করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন বিতরণকৃত ঋণের পরিমান এবং বৈদেশিক রপ্তানি আয়ের পরিমাণ জানানোর জন্য অনুরোধ করেছিল. আপীলকারীদ্বয় পূনরায় ৪ই সেপ্টেম্বর ২০১২ সালের পত্রের মাধ্যমে ব্যাংকে ব্লকেজ প্রত্যাহার এবং রপ্তানী শুরু করার জন্য অনুরোধ করে। সর্বশেষ আপীলকারীদ্বয় গত ৩রা

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জুলাই ২০২২ ইং তারিখে তাদের বকেয়া ঋণ সমন্বয় করার জন্য পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু □্যাংক কখনই আপীলকারীদ্বয়ের কোন চিঠির উত্তর দেয়নি এ□ং আপীলকারীদ্বয়কে তাদের ঋণ হিসে□ কোন তথ্য লিখিত ভা□ জানায় নি । অভিযুক্ত-আপিলকারীদ্বয় এবং অন্যরা, অর্থ ঋণ মামলা নং ৫৭-এর ২০০২-এর বিচারাধীন অবস্থায় আছেন। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, দন্ডবিধির ধারা ৪২০ আকৃষ্ট করার জন্য প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে এটি প্রমাণ করা বাধ্যতামূলক যে অভিযুক্তরা ঋণ নেওয়ার সময় ব্যাংকের সাথে প্রতারণা করেছে বা তারা অসততা বা প্রতারণামূলক কাজ করেছে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মাননীয় আদালত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে আপীলকারীদ্বয় প্রতারণার অপরাধ করেছেন। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, সমরেন্দ্র নাথ দাস (নালু) বনাম মো. আতিক 6 ADC 436 মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যাবসায়িক উদ্দেশ্যে অভিযোগকারীর কাছ থেকে লাভ সহ অর্থ ফেরত দেওয়ার শর্তে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নেয়। অভিযুক্তরা একটি চেক ইস্যু করে যা অপর্যাপ্ত তহবিলের কারণে অসম্মান করা হয়েছিল। এটি ধরে নেওয়া হয়েছিল যে অভিযুক্ত তার কথিত আচরণের দ্বারা অপর্যাপ্ত তহবিল সম্বলিত একটি চেক ইস্যু করে অভিযোগকারীর সাথে প্রতারণা করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিল। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, মোঃ শফিকুল আনোয়ার বনাম রাষ্ট্র এবং অন্যান্য 11 ADC 863 মামলায় অভিযোগকারী যিনি অভিযুক্তের জামাতা ছিলেন তিনি অভিযুক্তকে বিভিন্ন তারিখে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ঋণ হিসাবে দিয়েছেন এবং পুরো টাকা পরিশোধের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলেও টাকা পরিশোধ করা হয়নি। সুপ্রিম কোর্ট মামলাটি বাতিল করতে অস্বীকার করে। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, শ্রী গোপাল চন্দ্র বর্মণ বনাম মোঃ নাসিরুল হক 1 SCOB (AD) 35 মামলায় অভিযোগকারী ৬ লক্ষ টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে অভিযুক্তকে পাঠিয়েছিলেন যে তিনি ঈদের সময় কম দরে কাপড় সরবরাহ করবেন। অভিযুক্ত স্বীকার করেছেন যে সে টাকা গ্রহণ করেছেন তবে সে অভিযোগকারীর কাছ থেকে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করেছেন। সর্বোচ্চ আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছেন, "তথ্য এবং পরিস্থিতি প্রাথমিকভাবে প্রমাণ করে যে

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আপীলকারীদ্বয়ের অভিযোগকারীকে একই পরিমাণ সরবরাহ করার জন্য কোন ইচ্ছা ছিল না যেহেতু উল্লিখিত পরিমাণ টাকা আপিলকারী তার নিজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন"। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, **প্রসিকিউশন আপিলকারীদ্বয় কর্তৃক কোনো ধরনের প্রতারণামূলক বা অসৎ উদ্দেশ্যে কোনো কার্য সম্পাদন হয়েছে তা প্রমাণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে :** (ক) এজাহার এ অভিযোগ করা হয়েছে যে আপিলকারীদ্বয় মিথ্যা মাস্টার LC এর ভিত্তিতে ব্যাংক থেকে PSC লোন নিয়েছিলেন, কিন্তু PW-2 এর জবানবন্দি থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে সবগুলো LC ছিল সঠিক। সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে প্রমানিত যে, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড মাস্টার LC লিয়েন রেখে আপীলকারীদ্বয়ের প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট (PSC) ঋণ মঞ্জুর করেছেন। এজাহার ও চার্জশিট থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাংক জালিয়াতির অপরাধে অভিযুক্ত- আপীলকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করেনি। বরং ব্যাংক তাদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪০৬/৪২০ ধারায় মামলা করেছে। (খ) চার্জশিট এবং বাজেয়াপ্ত তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট যে ৭ টি মাস্টার LC এবং সেলস কন্ট্রাক্টই সঠিক ছিল এবং সেই মাস্টার LC এবং সেলস কন্ট্রাক্টের জামানত হিসেবে নিয়ে পিএসসি লোন দেওয়া হয়েছিল। আাপীলকারীদ্বয় ৪ টি মাস্টার LC এর অধীনে পণ্য রপ্তানি করেছেন এবং উক্ত মাস্টার LC থেকে বিক্রয় আয় ব্যাংকের বিভিন্ন Sundry Deposit অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছে। (গ) (PW-2 স্পষ্টভাবে জবানবন্দি দিয়েছে যে PSC ঋণের অধিকাংশই অভিযুক্তদের রপ্তানী আয় থেকে সমন্বয় করা হয়েছিল। PW-2 বলেছেন যে বাজেয়াপ্ত তালিকার ক্রমিক নং ৫(ক) এ চারটি PSC আছে এবং সেই PSC এর বিপরীতে ৫৫ লাখ টাকা LC এর বিপরীতে বিক্রয় আয় থেকে যথাযথভাবে সমন্বয় করা হয়েছে। PSC নং ৬,৭,৮,৯, এবং ১০ এর বিপরীতে বকেয়া ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত তালিকার ক্রমিক নং ৫(ক) এ উল্লিখিত LC এর বিপরীতে বিক্রয় আয় থেকে যথাযথভাবে সমন্বয় করা হয়েছে। টাকা জব্দ তালিকার ক্রমিক নং ১২ তে উল্লিখিত PSC থেকে ২০ লক্ষ টাকা সমন্বয় করা হয়েছে। PW-2 স্বীকার করেছে যে আপীলকারীদ্বয়ের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে ১ কোটি ১ লাখ টাকা Sundry Deposit অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছে যেমনটি বাজেয়াপ্ত তালিকার ক্রমিক

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৫(খ) এর ক্রমিক নং ১৮,১৯,২৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে। কোম্পানীর Sundry Deposit অ্যাকাউন্ট থেকে এটা স্পষ্ট যে কোম্পানির রপ্তানি আয় হিসাবে ৩১ কোটি ২৮ লক্ষ ৫১ হাজার ৪৯৫ টাকা কোম্পানির Sundry Deposit একাউন্টে জমা হয়েছে। সোনালী ব্যাংক এর ঋণ সমন্বয় করতে কোম্পানির Sundry Deposit অ্যাকাউন্ট থেকে ৩০ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮৩৯ টাকা উত্তোলনের বিষয়টিও স্পষ্ট। ২৪.০৩.২০১৪ পর্যন্ত উলিস্নখিত Sundry Deposit অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স হল ১ কোটি ৫০ লক্ষ ৬৫৭ টাকা যা সোনালী ব্যাংক তার বকেয়া ঋণ সমন্বয় করতে পারত। (ঘ) অধিকন্তু ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত বকেয়া ঋণ ৫০০ শতকেরও বেশি জমির জামানত দ্বারা সুরক্ষিত ছিল যা ২০১৫ সালের অর্থ ঋণ মোকাদ্দমা নং ৯৩-এর তফসিল "খ"-তে অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিজ্ঞ নির্বাহী আদালত গাজীপুর, ফেনী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত আপীলকারীদ্বয়ের তফসিল ১,২,৩.৪.৫,৬,৭ এবং ৯ সম্পত্তির ৩৩৭ শতক ভূমির নিলামের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেছে। চট্টগ্রামের খুলশীতে অবস্থিত ৭ তলা ভবনসহ ৬ কাঠা জমি নিলামে তোলার প্রক্রিয়াও শুরু করেছে বিজ্ঞ আদালত। সেসব সম্পত্তির বাজার মূল্য ১০০ কোটি টাকারও বেশি। (ঙ) মামলার উপরোক্ত তথ্য ও আইনগত দিকগুলি ছাড়াও এটি স্পষ্ট যে অভিযুক্ত-আপিলকারীদ্বয় কখনোই ব্যাংকের ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে অস্বীকার করেননি। অভিযুক্ত-আপিলকারীদ্বয় ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার পরে ব্যাংকের আংশিক ঋণ পরিশোধ করেছেন এবং অভিযুক্ত-আপিলকারীদ্বয় ব্যাংক ঋণের অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করতে অস্বীকার করেননি। তবে আপীলকারীদ্বয়ের কিছু বকেয়া ঋণ ছিল এবং সোনালী ব্যাংক ইতিমধ্যেই ২০১৫ সালের অর্থ ঋণ মামলা নং ৯৩ দায়ের করেছেন যা বিজ্ঞ আদালত দ্বারা ডিক্রি করা হয়েছে এবং ২০২০ সালের মানি এক্সিকিউশন মামলা নং- ১৭১ এর সংযুক্ত সম্পত্তি নিলাম বিক্রয়ের জন্য রয়েছে। (চ) মামলার বাস্তবতা ও পরিস্থিতি এবং উপরে উদ্ধৃত আইনের প্রস্তাবনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, এটি বলা যায় যে প্রতারণার প্রাথমিক অভিপ্রায়ের এমন কোন উপাদান নেই যা অভিযুক্ত-আপীলকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে প্রতারণার অপরাধ গঠন করে। **অপরদিকে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ ওমর ফারুক, দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।** **অত্র ফৌজদারী আপীল মেমো এবং নথী পর্যালোচনা করলাম। আসামী-আপীলকারীদ্বয় পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট শাহ্ মঞ্জুরুল হক এবং দুর্নীতি দমন**

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ ওমর ফারুক এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ বিশেষ জজ, আদালত নং-০৬, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং-০৬/২০১৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৬.১২.২০২১ তারিখের রায় ও আদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"মোসাঃ সেলিনা আখতার মনি, সহকারী পরিচালক, দূর্নীতি দমন কমিশন, সেগুনবাগিচা, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। বর্তমানে-Assistant Director Anti Corruption Commission Dhaka Head office. এই মর্মে এজাহার দায়ের করেন যে, গত ২৩/৯/২০১২ ইং তারিখ সোনালী ব্যাংক লিঃ হোটেল শেরাটন শাখার বিষয়ে প্রধান কার্যালয় সোনালী ব্যাংক লিঃ থেকে সি ই ও কর্তৃক প্রাপ্ত একটি অভিযোগের ভিত্তিতে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১২/৭/১২ ইং তারিখে প্রাপ্ত আরও একটি অভিযোগের ভিত্তিতে দুদক কর্তৃক একটি অনুসন্ধানী টীম গঠন করা হয়। উক্ত টীম ৬ সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করা হয়। উক্ত টীমের প্রধান ছিল ডেপুটি ডাইরেকটর জনাব জয়নাল আবেদীন শিবলী সাহেব। উক্ত টীম কর্তৃক অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে ০৯/১২/১২ ইং তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশন বরাবরে অনুসন্ধান রিপোর্ট দাখিল করেন। তৎপ্রেক্ষিতে দুদক প্রধান কার্যালয়ের এর স্মারক দুদক/ বিশেষ অনুসন্ধান/ মানি লন্ডারিং/৩২-২০১২/৩৫৭০৯ তাং ২৭/১২/২০১২ মূলে আসামী মোতাহার হোসেন চৌধুরী, শফিকুর রহমান, জনাব মিসেস ফাহমিদা আখতার শিখা, হুমায়ুন কবির, একে এম আজিজুর রহমান, সাইফুল হাসান, মোঃ আঃ মতিন, মীর মহিদুর রহমান ননী গোপাল নাথ, সবিতা সিরাজ, আশরাফ আলী পাটোয়ারী, মাইনুল হক, মাশরুল হুদা সিরাজী, শেখ আলতাফ হোসেন, মোঃ শফিজউদ্দিন আহম্মেদ ও কামরুল ইসলাম খান এর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অনুমতি দুদক কর্তৃক প্রদান করা হয়। উহার প্রেক্ষিতে রমনা মডেল থানার মামলা নং-২৫ তাং ১/১/২০১৩ দায়ের করেন। এস আই নাজমুল ইসলাম মামলাটি রেকর্ড করেন। আমার দায়েরী মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ডিএন,এস, স্পোর্টস লিঃ কে সোনালী ব্যাংক লিঃ হোটেল শেরাটন শাখা কর্তৃক ৭টি এলসি অথবা কন্ট্রাকট এর ভিত্তিতে রপ্তানী এল সি (FOB) এর ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১৫% এর ভিত্তিতে ৭০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও প্রিসিপমেন্ট ক্রেডিট (পিএসসি) কর্তৃক ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয় যাহা উক্ত মঞ্জুরী থেকে ৬৭% কেটে টাকা বেশী ছিল। এভাবে ডি,এন,এস, স্পোর্টস এর চেয়ারম্যান মোতাহার চৌধুরী ম্যানেজিং ডাইরেকটর জনাব শফিকুর রহমান জন এবং পরিচালক ফাহমিদা আখতার শিখা কর্তৃক আত্মসাৎ করা হয় ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। উক্ত ৭টি এল সি ও কন্ট্রাকট এর কোন অস্তিত্ব বাস্তবে ছিল না। শুধু মাত্র ভুয়া পি এস সি নম্বর ব্যবহার করা হয় এবং মালামাল রপ্তানীর কোন তথ্য প্রমান পাওয়া যায় নাই। এক্ষেত্রে হোটেল শেরাটন শাখা সোনালী ব্যাংক লিঃ এর ডিজিএম একে এম আজিজুর রহমান, এজিএম মোঃ সাইফুল হাসান, এক্সিকিউটিভ অফিসার আঃ মতিন তাহাদের আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করে ১কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা আত্মসাতে সহায়তা করে। অনুসন্ধানকালে আরও জানা যায় যে, সোনালী ব্যাংক লিঃ হোটেল শেরাটন শাখাটি প্রধান কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন থাকা ছাড়াও জিএম অফিস ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। অক্টোবর ২০১১ সাল থেকে মে ২০১২ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জি এম অফিস এর দায়িত্বে মীর মহিদুর রহমান দায়িত্বে ছিলেন উহার পর ০২.০১.২০১২ থেকে মে ২০১২ পর্যন্ত উক্ত একই পদে ছিল জি এম ননী গোপাল নাথ। ডিজি এম পদে ছিলেন সমিতা সিরাজ, এজিএম পদে আশরাফ আলী পাটোয়ারী। ব্যাংকের বিধান অনুযায়ী জি এম অফিস কর্তৃক তাহার নিয়ন্ত্রনাধীন শাখা সমূহ পরিদর্শন (ইনসপেকশন) করার কথা ছিল। উল্লেখিত জি,এম, দ্বয় সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন হোটেল শাখার পরিদর্শন করেছিলেন। কিন্তু আমদানী রপ্তানী ও পি এস সি বাবদ অস্বাভাবিক দায় দেনার বিষয়টি জেনেও তাহারা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই এছাড়াও এফ-১২ এবং কলাম ৮৫ এর মাধ্যমে শাখার আমদানী ও রপ্তানী, ঋণ দান, পি এসসি সংক্রান্তে তথ্যাদি জি এম অফিসে রিপোর্ট যেত। সেখানে অস্বাভাবিক তা লেনদেনের কথা

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		থাকলেও তাহারা কোন পদক্ষেপ গ্রহন করে নাই। এইভাবে দায়িত্বে অবহেলা ও ক্ষমতা অপব্যবহারের মাধ্যমে আসামীগণ ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা আত্মসাতে সহায়তা করেছে। অনুসন্ধান কালে আরও জানা যায় যে, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট (আইটিএফডি) রপ্তানী শাখার মাধামে বৈদেশিক বাণিজ্যিক সংক্রান্তে যাবতীয় তথ্যাদি অগ্রীম নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করার বিধান আছে কিন্তু ডি এন এস স্পোর্ট লিঃ কে ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে বিপুল পরিমান অর্থাৎ ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা পি এস সি সুবিধা প্রদান করলে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। উপরোক্ত শাখা অর্থাৎ সোনালী ব্যাংক লিঃ হোটেল শেরাটন শাখা হইতে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক ভিত্তিতে বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আইটিএফডিতে নিয়মিত যাইত কিন্তু তাহারা অস্বাভাবিক লেন দেনের বিষয় গুলো খতিয়ে না দেখে আসামী গণকে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিতে পরস্পর সহযোগীতা করেছে। তখন আইটিএফডি এর দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন ডিএমডি হিসেবে মোঃ মাইনুল হক, জি এম হিসেবে আ ন ম মাশরুল হুদা সিরাজী, ডি জি এম হিসেবে শেখ আলতাফ হোসেন এবং এজিএম হিসেবে জনাব শফিজ উদ্দিন আহমেদ। অনুসন্ধানকালে আরও জানা যায় যে, প্রধান কার্যালয়ের অডিট ও ইন্সপেকশন ২ বিভাগের শাখা পরিদর্শক মোঃ কামরুল হোসেন খান সোনালী ব্যাংক লিঃ হোটেল শেরাটন শাখাটি পরিদর্শনে যান। পরিদর্শনে যাওয়ার পর তিনি উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে শাখার কার্যক্রম কে সন্তোষজনক মর্মে রিপোর্ট প্রদান করেন। এবং ডি জি এম একেএম আজিজুর রহমান সম্পর্কে তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও ব্যাংকিং জ্ঞান দিয়া শাখাটিকে যথাযথভাবে পরিচালনা করছেন। উক্ত পরিদর্শন রিপোর্ট এর ভিত্তিতে শাখাটিকে লো রিস্ক শাখা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। যার কারনে পরবর্তী নিরীক্ষা কার্যক্রম বিলম্বিত হয়। উক্ত বিলম্বিত নিরীক্ষা কার্যক্রমের অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করে মোঃ কামরুল হেসেন খান শাখা পরিদর্শক পি এস সি বাবদ ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ সহায়তা করেছে। অনুসন্ধান কালে আরও জানা যায় যে, জুলাই/২০১১ সাল থেকে প্রতিটি অথোরাইজড ডিয়েলার বা এডি শাখা প্রত্যেক শাখায় আমানত অগ্রীম প্রদান, আমদানী রপ্তানী হ্রাস বৃদ্ধির পরিমান এফ-১২ এবং কলাম ৮৫ এর মাধ্যমে একটি বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়ে প্রেরণ করা হইত। উক্ত কলাম ৮৫ ও এফ-১২ এর ভিত্তিতে ম্যানেজিং ডাইরেকটর এর সভাপতিত্বে সকল এডি শাখায় ম্যানেজার সংশ্লিষ্ট শাখার ডিজিএম থেকে ডি এমডি ও ঢাকা জি এম অফিস এর জি এম পর্যন্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতি মাসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় প্রতিটি শাখার আমানত ঋণ দান আমদানী ও রপ্তানী সংক্রান্তে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আমার রেকর্ড পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কলাম ৮৫ এবং এফ-১২ এর হোটেল শেরাটন শাখার আমদানী ও রপ্তানী এবং আসল থেকে ঋণ দানের পরিমানে অস্বাভাবিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উহা সত্বেও উক্ত সভায় হোটেল শেরাটন শাখা সম্পর্কে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগসাজসে পি এসসি বাবদ বর্ণিত মোট ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা আত্মসাতে সহায়তা করে। উক্ত সময়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন মোঃ হুমায়ুন কবির। তাহাড়া এমডি সাহেব হোটেল শেরাটন শাখায় ডি জি এম একে এম আজিজুর রহমানকে নিয়ম বহির্ভুত ভাবে ৫ বছর যাবৎ শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে অন্যত্র বদলী না করে অবৈধ কার্যক্রমে পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এমতাবস্থায় (১) মোতাহার হোসেন চৌধুরী (২) মোঃ শফিকুর রহমান জন (৩) ফাহমিদা আক্তার শিখা (৪) মোঃ হুমায়ুন কবির (৫) এ.কে.এম আজিজুর রহমান (৬) মোঃ সাইফুল হাসান (৭) মোঃ আঃ মতিন, (৮) মীর মহিদুর রহমান (৯) ননী গোপাল নাথ (১০) সবিতা সিরাজ (১১) আশরাফ আলী পাটোয়ারী (১২) মোঃ মাইনুল হক (১৩) আনম মাশরুল হোসেন সিরাজী (১৪) শেখ আলতাফ হোসেন (১৫) মোঃ শফিজ উদ্দিন আহমোদ ও (১৬) মোঃ কামরুল হোসেন খানদের বিরুদ্ধে কমিশনের অনুমতি ক্রমে কম্পিউটার কম্পোজ কৃত এজাহার গত ০১/১/২০১৩ ইং তারিখে রমনা থানার মামলা নং- ২৫ রুজু করেন। এস আই মোঃ নাজমুল হোসেন ডিউটি অফিসার হিসাবে অত্র মামলা রেকর্ড করেন।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

উক্ত এজাহারের প্রেক্ষিতে বিগত ০১.০১.২০১৩ খ্রিঃ তারিখে রমনা থানার ২৫নং মামলা রুজু করা হয়। মামলার তদন্তভার মোঃ নাজমুচছাদাত, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা এর উপর অর্পণ করা হয়। তিনি মামলার তদন্তভার গ্রহণ করিয়া সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলের সূচীপত্র সহ খসড়া মানচিত্র অংকন করেন। মোকদ্দমায় সংশ্লিষ্ট আলামত জব্দ করেন। বাদী এবং সংশ্লিষ্ট সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মোতাবেক রেকর্ড করেন। তার তদন্তে ও সাক্ষ্য প্রমাণে আসামীগণের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামীগণের বিরুদ্ধে বিগত ২২.০৫.২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আসামী ১. মীর মহিদুর রহমান ২. শেখ আলতাফ হোসেন ৩. মোঃ সফিজ উদ্দিন আহম্মদ ৪. মোঃ মাইনুল হক ৫. মোঃ সফিকুর রহমান ৬. সাইফুল হাসান ৭. ননী গোপাল নাথ ৮. মোঃ কামরুল হোসেন খান ৯. মোঃ হুমায়ন কবির ১০. মোঃ মোতাহার উদ্দিন চৌধুরী ১১. মিসেস ফাহমিা আক্তার শিখা এর বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৬/৪০৯/৪২০/১০৯ দন্ডবিধি এবং ১৯৪৭ সনের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় তৎসহ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪ ধারায় রমনা (ডিএমপি) থানার ১৫৭ নং অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

মামলাটি বিচারের জন্য প্রেরিত হলে বিগত ১৫.১১.২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আসামী ১ মীর মহিদুর রহমান ২. শেখ আলতাফ হোসেন ৩. মোঃ সফিজ উদ্দিন আহম্মদ ৪. মোঃ মাইনুল হক ৫. মোঃ সফিকুর রহমান ৬. সাইফুল হাসান ৭. ননী গোপাল নাথ ৮. মোঃ কামরুল হোসেন খান ৯. মোঃ হুমায়ন কবির ১০. মোঃ মোতাহার উদ্দিন চৌধুরী ১১. মিসেস ফাহমিদা আক্তার শিখা এর বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৬/৪০৯/৪২০/ ১০৯ দন্ডবিধি এবং ১৯৪৭ সনের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা তৎসহ মানি লন্ডারিং আইন ২০১২ এর ৪ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। গঠিত অভিযোগ আসামীগণকে পড়ে শোনানো হলে উপস্থিত আসামীগণ নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করেন। অতঃপর বিচারামলে প্রসিকিউশন পক্ষে ৪৪ জন সাক্ষীকে আদালতে পরীক্ষা করা হয়।

রাষ্ট্র পক্ষে সাক্ষী গ্রহণ শেষে উপস্থিত আসামীগণকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা কালে হাজির আসামীগণ নিজেদেরকে পূনরায় নির্দোষ দাবী করেন। আসামী মোতাহার উদ্দিন চৌধুরী সাফাই সাক্ষী হিসাবে (ডি ডব্লিউ-১) নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং নিদোর্ষ দাবী করেন। অপর আসামীগণ কোন সাফাই সাক্ষী দিবেন না তবে লিখিত বক্তব্য দাখিল করবেন মর্মে আদালতকে অবহিত করেন। অপর আসামী ১. মোঃ সফিকুর রহমান জন ২. সাইফুল ইসলাম ৩. ননী গোপাল নাথ ৪. মোঃ হুমায়ন কবির পলাতক থাকায় তাদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারামতে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। অতপর উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনানি শেষে রায় প্রচারের জন্য দিন ধার্য করা হয়।

বিচার্য বিষয়ঃ

১। আসামীগণ দন্ডবিধির ৪০৬/৪০৯/৪২০/১০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা তৎসহ মানি লন্ডারিং আইন ২০১২ এর ৪ ধারার অপরাধ সংঘটন করেছে কিনা?

২। প্রসিকিউশন পক্ষ আসামীগণের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪০৬/৪০৯/৪২০/১০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা তৎসহ মানি লন্ডারিং আইন ২০১২ এর ৪ ধারার আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানে সক্ষম হয়েছে কিনা?

৩। আসামীগণ দন্ডভোগের উপযুক্ত হয়েছে কিনা?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহঃ

ধার্য বিচার্য বিষয়গুলির আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহনকালে মামলার নথিসহ এজাহার, অভিযোগপত্র, অভিযোগের পোষকে দাখিলী ও প্রদর্শিত কাগজাদিসহ সাক্ষীদের জবানবন্দি ও জেরা পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় ধার্য বিচার্য বিষয়স্বয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত প্রতীয়মান হওয়ায় আলোচনার জন্য নিম্নে একত্রে গ্রহন করা হলো।

মামলার এজাহারকারী মোসাঃ সেলিনা আখতার মনি, সহকারী পরিচালক, দূর্নীতি

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দমন কমিশন, সেগুনবাগিচা, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা পি ডব্লিউ ১ হিসাবে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বর্তমানে- Assistant Director Anti Corruption Commission Dhaka Head office. এই মামলার এজাহারকারী হিসাবে এই মর্মে এজাহার দায়ের করেন যে, গত ২৩/৯/২০১২ ইং তারিখ সোনালী ব্যাংক লিঃ হোটেল শেরাটন শাখার বিষয়ে প্রধান কার্যালয় সোনালী ব্যাংক লিঃ থেকে সি ই ও কর্তৃক প্রাপ্ত একটি অভিযোগের ভিত্তিতে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১২/৭/১২ ইং তারিখে প্রাপ্ত আরও একটি অভিযোগের ভিত্তিতে দুদক কর্তৃক একটি অনুসন্ধানী টীম গঠন করা হয়। উক্ত টীমটি ৬ সদস্যের সমন্বয়ে গঠন করা হয়। উক্ত টীমের প্রধান ছিল ডিপুটি ডাইরেকটর জনাব জয়নাল আবেদীন শিবলী সাহেব। উক্ত টীম কর্তৃক অনসন্ধানের প্রেক্ষিতে ০৯/১২/১২ ইং তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশন বরাবরে আমরা অনুসন্ধান রিপোর্ট দাখিল করি। তৎপ্রেক্ষিতে দুদক প্রধান কার্যালয়ের এর স্মারক দুদক। বিশেষ অনুসন্ধান/ মানি লন্ডারিং /৩২-২০১২/৩৫৭০৯ তাং ২৭/১২/২০১২ মুলে আসামী মোতাহার হোসেন চৌধুরী, শফিকুর রহমান জনাব মিসেস ফাহমিদা আখতার শিখা, হুমায়ুন কবির। একে এম আজিজুর রহমান, সাইফুল হাসান, মোঃ আঃ মতিন। মীর মহিদুর রহমান ননী গোপাল নাথ, সবিতা সিরাজ, আশরাফ আলী পাটোয়ারী, মাইনুল হক মাশরুল হুদা সিরাজী, শেখ আলতাফ হোসেন, মোঃ শফিজউদ্দিন আহম্মেদ ও কামরুল ইসলাম খান এর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অনুমতি দুদক কর্তৃক প্রদান করা হয়। এই সেই স্মারক টি আদালতে দাখিল করিলাম। (প্রদ-১) উহার প্রেক্ষিতে আমি বাদী হিসেবে রমনা মডেল থানার মামলা নং-২৫ তাং ১/১/২০১৩ দায়ের করি। এস আই নাজমুল ইসলাম মামলাটি রেকর্ড করেন। আমার দায়েরী মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ডি,এন,এস, স্পোর্টস লিঃ কে সোনালী ব্যাংক লিঃ হোটেল শেরাটন শাখা কর্তৃক ৭টি এল সি অথবা কন্ট্রাকট এর ভিত্তিতে রপ্তানী এল সি (এফ ও বি) এর ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১৫% এর ভিত্তিতে ৭০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা থাকালেও প্রিসিপমেন্ট ক্রেডিট (পিএসসি) কর্তৃক ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয় যাহা উক্ত মঞ্জুরী থেকে ৬৭% কেটে টাকা বেশী ছিল। এভাবে ডি.এন.এস, স্পোর্টস টি এর চেয়ারম্যান মোতাহার চৌধুরী ম্যানেজিং ডাইরেকটর জনাব শফিকুর রহমান জন এবং পরিচালক ফাহমিদা আখতার শিখা কর্তৃক আত্মসাৎ করা হয় ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। উক্ত ৭টি এল সি ও কন্ট্রাকট এর কোন অস্তিত্ব বাস্তবে ছিল না। শুধু মাত্র ভুয়া পি এস সি নম্বর ব্যবহার করা হয় এবং মালামাল রপ্তানীর কোন তথ্য প্রমান পাওয়া যায় নই। এক্ষেত্রে হোটেল শেরাটন শাখা সোনালী ব্যাংক লিঃ এর ডি জিএম একে এম আজিজুর রহমান এজিএম মোঃ সাইফুল হাসান। এক্সিকিউটিভ অফিসার আঃ মতিন তাহাদের আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করে ১কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা আত্মসাতে সহায়তা করে। অনুসন্ধানকালে আরও জানা যায় যে, সোনালী ব্যাংক লিঃ হোটেল শেরাটন শাখাটি প্রধান কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন থাকা ছাড়াও জি এম অফিস। ঢাকা এর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। অক্টোবর ২০১১ সাল থেকে মে ২০১২ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জি এম অফিস এর দায়িত্বে মীর মহিদুর রহমান দায়িত্বে ছিলেন উহার পর ২/১/১২ থেকে মে ২০১২ পর্যন্ত উক্ত একই পদে ছিল জি এম ননী গোপাল নাথ। ডি জি এম পদে ছিলেন সমিতা সিরাজ, এজিএম পদে আশরাফ আলী পাটোয়ারী। ব্যাংকের বিধান অনুযায়ী জি এম অফিস কর্তৃক তাহার নিয়ন্ত্রনাধীন শাখা সমূহ পরিদর্শন (ইনসপেকশন) করার কথা ছিল। উল্লেখিত উক্ত জি,এম, দ্বয় সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন হোটেল শাখার পরিদর্শন করেছিলেন। কিন্তু আমদানী রপ্তানী ও পি এস সি বাবদ অস্বাভাবিক দায় দেনার বিষয়টি জেনেও তাহারা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই এছাড়াও এফ-১২ এবং কলাম ৮৫ এর মাধ্যমে শাখার আমদানী ও রপ্তানী, ঋণ দান পি এসসি সংক্রান্তে তথ্যাদি জি এম অফিসে রিপোর্ট যেত। সেখানে অস্বাভাবিক তা লেনদেনের কথা থাকলেও তাহারা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। এহভাবে দায়িত্বে অবহেলা ও ক্ষমতা অপব্যবহারের মাধ্যমে আসামীগণ ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা আত্মসাতে সহায়তা করেছে। অনুসন্ধান কালে আরও জানা যায় যে, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট (আইটিএফডি) রপ্তানী শাখার মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যিক সংক্রান্তে যাবতীয় তথ্যাদি অগ্রীম নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করার বিধান আছে কিন্তু ডি এন এস

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		স্পোর্ট লিঃ কে ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে বিপুল পরিমান অর্থাৎ ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা পি এস সি সুবিধা প্রদান করলে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। উপরোক্ত শাখা অর্থাৎ সোনালী ব্যাংক লিঃ হোটেল শেরাটন শাখা হইতে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক ভিত্তিতে বৈদাশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আইটিএফডিতে নিয়মিত যাইত কিন্তু তাহারা অস্বাভাবিক লেন দেনের বিষয় গুলো খতিয়ে না দেখে আসামী গণকে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিতে পরস্পর সহযোগীতা করেছে। তখন আইটিএফডি এর দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন ডিএমডি হিসেবে মোঃ মাইনুল হক জি এম হিসেবে আ ন ম মাশরুল হুদা সিরাজী ডি জি এম হিসেবে শেখ আলতাফ হোসেন। এবং এজিএম হিসেবে জনাব শফিজ উদ্দিন আহমেদ। অনুসন্ধানকালে আরও জানা যায় যে, প্রধান কার্যালয়ের অডিট ও ইন্সপেকশন ২ বিভাগের শাখা পরিদর্শক মোঃ কামরুল হোসেন খান সোনালী ব্যাংক লিঃ হোটেল শেরাটন শাখাটি পরিদর্শনে যান। পরিদর্শনে যাওয়ার পর তিনি উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে শাখার কার্যক্রম কে সন্তোষজনক মর্মে রিপোর্ট প্রদান করেন। এবং ডি জি এম একেএম আজিজুর রহমান সম্পর্কে তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও ব্যাংকিং জ্ঞান দিয়া শাখাটিকে যথাযথভাবে পরিচালনা করছেন। উক্ত পরিদর্শন রিপোর্ট এর ভিত্তিতে শাখাটিকে লো রিস্ক শাখা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। যার কারনে পরবর্তী নিরীক্ষা কার্যক্রম বিলম্বিত হয়। উক্ত বিলম্বিত নিরীক্ষা কার্যক্রমের অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করে মোঃ কামরুল হেসেন খান শাখা পরিদর্শক পি এস সি বাবদ ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ সহায়তা করেছে। অনুসন্ধান কালে আরও জানা যায় যে, জুলাই/২০১১ সাল থেকে প্রতিটি অথোরাইজড ডিলার বা এডি শাখা প্রত্যেক শাখায় আমানত অগ্রীম প্রদান, আমদানী রপ্তানী হ্রাস বৃদ্ধির পরিমান এফ-১২ এবং কলাম ৮৫ এর মাধ্যমে একটি বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে ব্যবস্থা পনা পরিচালনকের সচিবালয়ে প্রেরণ করা হইত। উক্ত কলাম ৮৫ ও এফ-১২ এর ভিত্তিতে ম্যানেজিং ডাইরেকটর এর সভাপতিত্বে সকল এডি শাখায় ম্যানেজার সংশ্লিষ্ট শাখার ডিজিএম থেকে ডি এমডি ও ঢাকা জি এম অফিস এর জি এম পর্যন্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতি মাসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় প্রতিটি শাখার আমানত ঋণ দান আমদানী ও রপ্তানী সংক্রান্তে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আমার রেকর্ড পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কলাম ৮৫ এবং এফ-১২ এর হোটেল শেরাটন শাখার আমদানী ও রপ্তানী এবং আসল থেকে ঋণ দানের পরিমানে অস্বাভাবিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উহা সত্ত্বেও উক্ত সভায় হোটেল শেরাটন শাখা সম্পর্কে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগসাজসে পি এসসি বাবদ বর্ণিত মোট ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা আত্মসাতে সহায়তা করে। উক্ত সময়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন মোঃ হুমায়ুন কবির। তাছাড়া এমডি সাহেব হোটেল শেরাটন শাখায় ডি জি এম একে এম আজিজুর রহমানকে নিয়ম বহির্ভুত ভাবে ৫ বছর যাবৎ শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে অন্যত্র বদলী না করে অবৈধ কার্যক্রমে পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এমতাবস্থায় (১) মোতাহার হোসেন চৌধুরী (২) মোঃ শফিকুর রহমান গণ (৩) ফাহমিদা আক্তার শিখা (৪) মোঃ হুমায়ুন কবির (৫) এ.কে.এম আজিজুর রহমান (৬) মোঃ সাইফুল হাসান (৭) মোঃ আঃ মতিন, (৮) মীর মহিদুর রহমান ননী গোপাল নাথ (১০) সবিতা সিরাজ (১১) আশরাফ আলী পাটোয়ারী (১২) মোঃ মাইনুল হক (১৩) আনম মাশরুল হোসেন সিরাজী (১৪) শেখ আলতাফ হোসেন (১৫) মোঃ শফিজ উদ্দিন আহম্মেদ ও (১৬) মোঃ কামরুল হোসেন খানদের বিরুদ্ধে কমিশনের অনুমতি ক্রমে কম্পিউটার কম্পোজ কৃত এজাহার গত ০১/১/২০১৩ ইং তারিখে রমনা থানার মামলা নং- ২৫ রুজু করি। এস আই মোঃ নাজমুল হোসেন ডিউটি অফিসার হিসাবে অত্র মামলা রেকর্ড করেন। আসামী মীর মহিদুর রহমান এর পক্ষে জেরা কালে তিনি বলেন যে, অত্র মামলা দায়েরের পূর্বে আমরা অনুসন্ধান করেছিলাম। আমাদের অনুসন্ধান টীমে প্রথমে একজন জনাব জয়নুল আবেদীন শিবলীকে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে আরও ৪জনকে অনুসন্ধান টীমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সর্বশেষ আমাকে অনুসন্ধান টীমে অর্ন্তভূক্তি করা হয়। বর্তমানে অনুসন্ধান-এ ৬জন আছে। প্রথমে ১ জন পরবর্তীতে আরও ৭জন মোট ৮ জনকে অনুসন্ধান টীমে অন্তর্ভুক্ত হয়। উক্ত অনুসন্ধান টীম হইতে ২জনকে বদলী করে দেয়। ফলে

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অনুসন্ধান টীমে ৬ সদস্য ছিল। আমাদের টীম প্রধান ছিল ডি ডি মীর মোঃ জয়নুল আবেদীন শিবলী। মীর মহিদুর রহমান সাহেব বিগত ৩১/১/১২ পর্যন্ত জি এম অফিস, ঢাকাতে জি এম হিসেবে কর্মরত ছিল। জি এম অফিস সোনালী ব্যাংক ঢাকা ইহতে শেরাটন হোটল শাখার কোন ঋণ মঞ্জুরী প্রদান করা হয় না ইহা সত্য নহে। মীর মহিদুর রহমান সাহেব জি এম অফিস এ জি এম হিসেবে দায়িত্ব পালন কালে টেস্ট ইন্সপেকশন এর আওতায় ছিল না ইহা সত্য নহে। সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগ-২ এর পরিপত্র নং প্রকা অঃনিবি-২/পশিসি/এগু১১২৯ তাং ২০/৭/২০০৮ তারিখে আমি পেয়ে ছিলাম। ১/২/২০১২ ইং তারিখে অত্র আসামী জি এম অফিস ঢাকা হইতে বদলী হইয়া যাওয়ার পরে সোনালী ব্যাংক শেরাটন শাখাটি কর্পোরেট শাখা হিসেবে উন্নীত হয়। আমরা তদন্তে কালে আসামী মহিদুর রহমানকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়াছিলাম। ২৯/৮/২০১২ইং তারিখে আসামী মহিদুর রহমান ২৫ পাতার ডকুমেন্ট আমাদের টীম প্রধানের কাছে জমা দেয় কিনা উহা আমি রেকর্ডপত্র দেখে বলিতে পারিব। মীর মহিদুর রহমান জি এম থাকা কালে ৯ পাতার বিশেষ প্রতিবেদন সোনালী ব্যাংক শেরাটন শাখা এ ব্যাপারে দাখিল করে এবং উহা আমরা অনুসন্ধানকালে জব্দ করি ইহা সত্য নহে। হোটেল শেরাটন শাখার বিষয়ে আসামী মীর মহিদুর রহমান সাহেব অনেক বিষয় উদঘাটন করে উহা অডিট রিপোর্ট এ আসে উহা আমি অনুসন্ধানে পাই নাই। এফ-১২ ও কলাম ৮৫ সম্পর্কে আমার ধারনা আছে। এফ-১২ ও কলাম-৮৫ এর পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়ার এখতিয়ার জি এম এর নাই ইহা সত্য নহে কলাম-৮৫ ও এফ-১২ হইতে কোন শাখায় অনিয়মিত ঋণ আছে কিনা উহা জি এম জানার সুযোগ নাই। ইহা সত্য নহে। জি,এম অফিসের কাজ হলো প্রিন্সিপাল শাখা কর্পোরেট শাখা ইহতে মাসিক ফর্ম এফ-১২ কলাম-৮৫ সংগ্রহ করে প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ এম/এস স্টেটিসটিক ডাইরেকটর ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অফিসের প্রেরণ করা হয়। মর্মে আমি জানি। ইহা সত্য নহে যে, জি এম সাহেব যথাযথ ভাবে উক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। এফ- ১২ পর্যালোচনা করে কোন শাখার বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগের ছিল কিনা উহা জানি না। মহিদুর রহমান ১/২/২০১২ ইং তারিখে জিএম অফিস ঢাকা থেকে বদলী হইয়া যায় অন্যত্র। মীর মহিদুর রহমান সাহেব সর্ব প্রথম হল মার্কের ঘটনাটি উদঘাটন করে উহা আমার অনুসন্ধানের পূর্বের ঘটনা। এফ-১২ ও কলাম-৮৫ অনুযায়ী মীর মহিদুর রহমান যথাযথভাবে কাজ করা সত্বেও মিথ্যা ভাবে মামলায় তাহাকে জড়িত করি ইহা সত্য নহে। আসামী শেখ আলতাফ হোসেন এর পক্ষে জেরা কালে তিনি বলেন যে, সোনালী ব্যাংক শেরাটন শাখাটি টীম গঠন করে অনুসন্ধান করা হয়। আমরা টীমের সদস্যরা টীম ওয়ার্কের ভিত্তিতে অনুসন্ধান কাজ করেছি। অনুসন্ধানকালে প্রধান কার্যালয়ের ৬টি ডিপার্টমেন্ট এর অনুসন্ধান করেছি। ডিপার্টমেন্ট গুলো হইল CAD, TMD,MD. Gi Secretariat, vigilance & Controlling department Personal Management Division, Inspection & Audit Division-1 & 2. ITF Division ITF Division সম্পর্কে আমার ধারনা আছে। আই টি এফ ডিভিশন এর কার্যক্রম Import section Export section Ges Ad Branches inspection & Monitoring cell এর মাধ্যমে পরিচালিত ITF Division পরিদর্শন কালে আমরা উক্ত বিভাগের বিভিন্ন- ও পরিপত্র আমি দেখেছি। ITFD তে AD Branch Gi Inspection I Monitoring করার ক্ষমতা ৪ মাস অন্তর অন্তর অছে। অত্র মামলার ঘটনার সময় ২০/৭/১১ ইং তারিখে ITFD এর Inspection Monitoring Cell এর দায়িত্বে ডি জি এম মোঃ নুরুল হক ছিল উহা আমি জানি। তিনি ২২/১১/২০১১ ইং তারিখ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে কিনা উহা আমি জানি না। ২২/১১/২০১১ ইং তারিখের থেকে ডি জি এম আবু জাফর সাহেব Inspection ও Monitoring Cell এর দায়িত্ব পালন করেন। অত্র মামালটি Pre-Shipment Credit সংক্রান্তে। Pre-Shipment Credit দেওয়ার যে নিয়ম কানুন আছে উহা ঋণ সুবিধা দেওযার পূর্বে অনুসরণ করা হয় নাই।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		শেরাটন ঋণ সুবিধা দেওয়ার নিয়ম কানুন অনুসরণ ছিল কিনা উহা দেখার দায়িত্ব ইনসপেকশন মনিটরিং সেল এর ছিল ইহা সত্য নহে। ঋণ সুবিধা দেওয়ার বিষয়টি দেখার দায়িত্ব আইটিএফডি এর এক্সপোর্ট ডিভিশন এর ছিল কিনা উহা আমি কাগজ না দেখে বলতে পারিব না। এফ-১২ ও কলাম ৮৫ হোটেল শেরাটন শাখা হইতে জি এম অফিস এ প্রেরণ করা হয়। এফ-১২ জি এম অফিস থেকে প্রধান কার্যালয়ের সিএডিতে পাঠানো হয় উক্ত বিষয়ে এজাহারে কোন কিছু উল্লেখ নাই। কলাম ৮৫ বিবরণী এমডি সেক্রেটারীয়েট শেরাটন শাখা হইতে জি এম অফিস থেকে এমডি অফিস এ যায়। এফ-১২ ও কলাম কখনও শেরাটন হইতে আইটিএফডিতে পাঠানো হয় না ইহা সত্য নহে। এফ-১২ ও কলাম ৮৫ বিবরণী ব্যাংকের আইটিএফডিতে আসে না- ইহা সত্য নহে। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগ-২ এর শাখা পরিদর্শক শেরাটন শাখাটি পরিদর্শন করে ৩০/৩/২০১১ ইং তারিখে সন্তোষ জনক রিপোর্ট প্রদান করেন। তিনি পরিদর্শন করেন শাখাটি এবং লো রিস্ক শাখা হিসাবে প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন পরবর্তীতে এফ-১২ ও কলাম-৮৫ বিবরণীর প্রেক্ষিতে এমডি সাহেব জিএম ও ডিজিএম ও শাখা প্রধানদের নিয়ে সভা করেন। উক্ত সভায় হোটেল শেরাটন শাখার আমদানী ও রপ্তানীর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এমডি সাহেব সভা করার পরে হোটেল শেরাটন শাখার বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। এমডি সাহেব শেরাটন শাখার ডিজিএম একে এম আজিজুর রহমানকে বদলী না করে উক্ত শাখায় বহাল রেখে অবৈধ কার্যক্রম করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ইহা সত্য নহে যে, আসামী শেখ আলতাফ হোসেন অত্র মামলার ঘটনার সহিত জড়িত নয়। ইহা সত্য নহে যে, শেরাটন শাখার কার্যক্রম তদারকি করার বিষয়ে আইটিএফডি এর এক্সপোর্ট ও ইমপোর্ট ডিভিশন কোন ভাবে জড়িত ছিল না। ইহা সত্য নহে যে, আসামী শেখ আলতাফ হোসেন এর উপর যে দায়িত্ব ছিল না সেই দায়িত্ব তাহার উপর দেখাইয়া মিথ্যা মামলায় জড়িত করা হয়। ইহা সত্য নহে যে, আইটিএফডি এর নির্দেশ মতে ব্যক্তিদের অত্র মামলায় আসামী করা হয় নাই। ইহা সত্য নহে যে, আসামী আলতাফ হোসেন অত্র মামলার ঘটনার সহিত কোনভাবে জড়িত নহে। আসামী মোঃ শফিজ উদ্দিনের পক্ষে জেরা কালে তিনি বলেন যে, সোনালী ব্যাংক আঞ্চলিক শাখা গুলো জি এম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঘটনার সময় আসামী শফিজ উদ্দিন (২৪/৫/২০১০ ইং তারিখে) আইটিইএিফডি এর এক্সপোর্ট শাখার এজিএম হিসেবে দায়িত্বে ছিল। আইটিএফডি এর এক্সপোর্ট সেকশন এর শাখা পরিদর্শনের কোন ক্ষমতা নাই। শাখা গুলোর কোন অডিট রিপোর্ট আইটিএফডিতে আসে না। এফ-১২ ও কলাম ৮৫ বিররণ আইটিএফডি তে পাঠানো হয় না ইহা সত্য নহে। এজিএম শফিজ উদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে ও সদস্যের একটি টীম শেরাটন শাখা তদন্তে বিগত ৪/৪/২০১২ ইং তারিখে যায় মর্মে আমি জানি। শফিজ উদ্দিন সাহেবের তদন্তের পর হেটেল শেরাটন শাখায় বিষয়ে অনিয়ম বের হয় এবং হাই রিসক হিসেবে গন্য করা হয়। আসামী শফিজ উদ্দিন সাহেব এর তদন্তে র ফলে শেরাটন শাখার অনিয়ম গুলো বের হওয়ায় আমাদের মামলা করতে উক্ত তথ্য গুলো সহাযতা হয়। শফিজ উদ্দিন সাহেবের টিম এ আরও ২ জন ছিল ইহা সত্য নহে যে, আসামী শফিজ উদ্দিন অত্র মামলায় জড়িত নয়। ইহা সত্য নহে যে, আমি ব্যাংকিং আইন অনুসরণ করে তদন্তে করি নাই। শফিজ উদ্দিন সাহেবের প্রতিবেদনটি অনুসন্ধান কালে দেখি নাই। শফিজ উদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে ৩ সদস্যের কমিটি ডিএমডি সাহবের নির্দেশে গঠিত হয় মর্মে আমি জানি। মফিজ উদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত টীম শেরাটন শাখায় ৩ হাজার ৬ শত ৪৮ কোটি টাকার অনিয়মের বিষয়টি উদঘাটিত হয় উহা আমি জানা সত্বেও গোপন রাখি ইহা সত্য নহে। সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয় থেকে জনাব শওকত হোসেন এজিএম হিসেবে শেরাটন শাখাটি সোনালী ব্যাংককে তদন্ত করেছিল। এজিএম শওকত হোসেন সাহেব শেরাটন শাখাটি লো রিস্ক হিসেবে উল্লেখ করা হয় মর্মে আমি জানি না। ইহা সত্য নহে যে, আসামী শফিজ উদ্দিন সাহেব অত্র মামলার ঘটনার সহিত জড়িত না হওয়া সত্বেও অদৃশ্য হাতের ইশারায় তাহাকে মিথ্যা মামলায় আসামী করি। আসামী মাইনুল হক সাহেব পক্ষে জেরাকালে তিনি বলেন যে, আসামী মইনুল হক ডিএমডি হিসেব কৃষি ব্যাংক থেকে সোনালী ব্যাংক লিঃ এ বিগত ১০/৩/২০১১ ইং

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তারিখে যোগদান করে। আসামী মইনুল হক ডিএমডি হিসেবে সোনালী ব্যাংক লিঃ এর আইটিএফডি বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয় ১৭/৮/২০১১ ইং তারিখে প্রিন্সিপাল অফিস রমনা ও ঢাকা জিএম অফিস সোনালী ব্যাংক লিঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখা তদারকি ও নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিল। ইহা সত্য নহে যে, ডিএমডি সাহেবের শাখা তদারকির দায়িত্ব ছিল না। এজিএম জনাব কামরুল হোসেন খাঁন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগের ২ এর হইতে সোনালী ব্যাংক শেরাটন শাখাটি ৩০/৩/২০১১ ইং তারিখে নিরীক্ষা করে উক্ত শাখায় কার্যক্রম খুবই সন্তোষজনক মর্মে প্রসংশা পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করে এবং যাহার ভিত্তিতে উক্ত শাখাটি লো রিস্ক শাখা তালিকা ভুক্ত হয়। আসামী কামরুল হোসেন খান এর Laches ছিল বিধায় তাহাকে আমরা অত্র মামলায় আসামী করেছি। ইহা সত্য নহে যে, শেরাটন শাখা সোনালী ব্যাংক লিঃ তদারকির দায়িত্ব আমার ছিল না। সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখাটি ডিজিএম আবুজাফর তদন্ত করার কথা ছিল। ইহা সত্য নহে-যে, তিনি উক্ত কাজে দক্ষ নয় মর্মে উল্লেখে জানায়। ডিজিএম আবুজাফর সাহেবকে ডিএমডি সাহেব লিখিত ভাবে জানায় কিনা উহা আমি জানি না। ০৪/৪/১২ ইং তারিখে ডিএমডি মাইনুল হক সাহেবের নির্দেশে হাই প্রোফাইল অডিটি টিম গঠিত হয়। শফিজ উদ্দিন এজিএম সাহেবের নেতৃত্বে দাখিলী রিপোর্ট এর মাধামে সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখার অনিয়ম বের করে সর্ব প্রথম এমডি জনাব হুমায়ুন সাহেব ২০১২ সালের সোনালী ব্যাংক লিঃ গুলশান শাখা ও লোকাল অফিস অডিট করার জন্য লিখিত নির্দেশ প্রদান করে কিনা উহা আমি লিখিত ভাবে অনুসন্ধান কালে পাই নাই। এমডি সাহেবের নির্দেশের পরে ০১/২/২০১২ ইং তারিখে মনিটরিং সেল এর ডিজিএম জনাব আবু জাফর লোকাল অফিস ও গুলশান শাখা প্রথমে অডিট করার নির্দেশ দেয় ০১/২/২০১২ ইং তারিখে ডিজিএম আবু জাফর সাহেব গুলশান শাখা ও লোকাল অফিস আলাদা ভাবে অডিট করার নির্দেশ প্রদান করে কিনা উহা আমি জানি না। গুলশান শাখা ও লোকাল অফিস অডিট করার কারনে শেরাটন শাখা সোনালী ব্যাংক লিঃ অডিট করতে ২ মাস দেরী হয়। শওকত আলী ঘটনার পূর্বে সাসপেন্ড হয় কিনা উহা আমি জানি না। শওকত আলী সাহেব ক্যান্টনমেন্ট সোনালী ব্যাংক লিঃ শাখায় ৬০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার বিষয়ে আমি কিছু জানি না। সিএডিতে আমি অনুসন্ধান এর সময় গিয়েছিলাম। সিএডি এর জিএমডি ও জিএম কে জিজ্ঞাসাবাদ করি কিনা উহা এই মুহূর্তে আমার স্মরণ নাই। কলাম ৮৫ ও এফ-১২ স্টেটমেন্ট সম্পর্কে সিএডি তে আমি তদন্ত কালে খোজ খবর নিয়া ছিলাম। কলাম ৮৫ অব্যাহতি দেয় কিনা উহা আমি জানি না। ইহা সত্য নহে যে, আইটিএফডি এর অত্র মামলায় সংশ্লিষ্টতা না থাকা সত্ত্বেও আমি সঠিক ভাবে অনুসন্ধান না করে অত্র আসামীকে মামলায় জড়িত করি ইহা সত্য নহে যে, আমার এজাহারে ডিএমডি মাইনুল হক সাহেবের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সঠিক ছিল না। ইহা সত্য নহে যে, ডিএমডি সাহেবের কর্ম তৎপরতার কারনে অত্র মামলা ঘটনা উদঘাটিত হয়। ইহা সত্য নহে যে, আমি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিলাম। আসামী মোতাহার চৌধুরী ও ফাহমিদা আখতার শিখার পক্ষে জেরাকালে তিনি বলেন যে, আমি অত্র মামলার বাদিনী। অত্র মামলার এজাহার আমি নিজে প্রস্তুত করি। আসামীদের বিরুদ্ধে অন্য মামলার এজাহার আমি নিজে প্রস্তুত করি নাই। তবে অত্র মামলার এজাহার আমি নিজে প্রস্তুত করেছি। অভিযোগ যাচাই ও এফ-১২ স্টেটমেন্ট এর বিষয়ে সিএডি এর ডিএমডি ও জিএমকে জিজ্ঞাসাবাদ করি কিনা সারণ নাই সিএডি তে অনুসন্ধান কালে কলাম-৮৫ ও এফ-১২ স্টেটমেন্ট দেখায় কিনা উহা স্মরণ নাই। আমার তদন্তকালে এমডি সাহেবের সেক্রেটারী সাহেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করি কিনা উহা ডকুমেন্ট না দেখে বলতে পারিব না। সিএডি থেকে আমার অনুসন্ধান কালে এফ-১২ এর ব্যাপারে তথ্যাদি দিয়াছিল কিনা উহা রেকর্ড না দেখে বলতে পারবো না। ইহা সতা নহে যে এফ-১২ এর তথ্যাবলী সিএডি সরবরাহ না করায় আমি সিএডি এর কাউকে আসামী করি নাই। কলাম-৮৫ এর বিষয়ে আমাকে সিএডি কোন তথ্য না দেওয়া সত্বেও এমডি সাহেবের সেক্রেটারীকে আমি আসামী করি নাই ইহা সত্য নহে। আইটিএফডি এর জিএম জনাব মাসরুর হুদা সিরাজী সরাসরি ডিএমডি মাইনুল হক সাহেবের অধীন ছিল। আইটিএফডি

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এর জিএম মাসরুর হুদা সিরাজী নির্দোষ বিধায় তাহাকে আই ও সাহেব বাছাই করার জন্য প্রথমে ১ সদস্য পরে ৬ সদস্য সদস্যের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়। ৬ সদস্য কমিটির প্রধান ছিলেন উপ- পরিচালক জনাব মীর জয়নুল আবেদীন শিবলী। অভিযোগটা ১২/৭/১২ ইং তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পাই। কমিটি গঠন করা হয় ১৫/৭/১২ ইং তারিখে এবং অনুসন্ধান প্রতিবেদন ৯/১২/২০১২ ইং তারিখে দাখিল করি। অনুসন্ধান কমিটিতে আমি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে সব সময়ই ছিলাম ২০১২ সালের জুন মাসে আমি অত্র আসামীদের ডিএনএস স্পোর্টস ফ্যাক্টরীতে গিয়েছিলাম। আমি উক্ত ডিএনএস স্পোর্টস এ গিয়ে ফ্যাক্টরীর কার্যক্রম দেখেছিলাম। আমি ফ্যাক্টরীতে গিয়ে কোন প্রোডাকশন দেখি নাই। আমি আসামীদের ডিএনএস ফ্যাক্টরীতে গিয়ে স্টোর এ পাই নাই। ডিএনএস লিঃ সোনালী ব্যাংক হোটেল শেরাটন শাখা থেকে প্রিসিপমেন্ট ক্রেডিট বাবদ ৭টি এলসি অব কন্ট্রাকট প্রদর্শন করে। এলসি টাকার উপরে ১৫% টাকা ঋণ অগ্রীম পিএসসি ঋণ ব্যাংক থেকে নিতে পারে। ৭টা এলসি এর ফেস ভ্যালু কত ছিল উহা আমি স্মরণ করতে পারছি না। ফেস ভ্যালু ১৭ কোটি ৭১ লক্ষ ১৩ হাজার ১শত ১৯১ টাকা ১০ পয়সা ছিল না উহা আমি এল সি না দেখে বলিতে পারিব না। ফেস ভ্যালু এর ১৫% পিএসসি লোন তুলতে পারবে। বিধি মোতাবেক অত্র আসামীরা ঋণ উত্তোলন করলে উহা সঠিক আছে। অত্র আসামীরা সোনালী ব্যাংক শেরাটন শাখা থেকে পি এস সি বাবদ ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা উত্তোলন করে বে-আইনী ভাবে অত্র আসামীরা পি এস সি বাবদ ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ঋণ উত্তোলন করে। ইহা সত্য নহে যে, ৭টি এল সি ফেস ভ্যালু অনুযায়ী ১৫% পি এস সি ঋণ উত্তোলনের জন্য ২ কোটি ৬৫ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯শত ৭৮ টাকা ৬৮ পয়সা উত্তোলন করার অধিকারী ছিল। অত্র আসামীরা ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ঋণ উত্তোলন করে কতটি ভাউচার এর মাধ্যমে উত্তোলন করে উহা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারিব না। ইহা সত্য নহে যে, আমি প্রাথমিক অনুসন্ধান করলে ৭টি এলসি পাইতাম। ইহা সত্য নহে যে, আমি প্রাথমিক অনুসন্ধান সঠিকভাবে করি নাই। আমি কোন ভাউচার এর এল সি নং বলতে পারিব না। অনুসন্ধান কমিটির সকল সদস্যের স্বাক্ষর এফ আই আর এর মধ্যে নাই। ইহা সত্য নহে যে, আমি সঠিক ভাবে এফ আই আর করি নাই। ইহা সত্য নহে যে, আমি মন গড়া ভাবে অত্র মামলার এজাহার দায়ের করি। ইহা সত্য নহে যে, অত্র আসামীরা মালামাল রপ্তানী করে সোনালী ব্যাংক শেরাটন শাখার সানড্রাই একাউন্ট এ টাকা আছে। অত্র আসামীদের সানড্রাই একাউন্ট এ কত টাকা ছিল আমার অনুসন্ধান কালে উহা আমি বলিতে পারিব না। ইহা সত্য নহে যে, আমি অনুসন্ধানে গেলে ৪টি এল সি এর টাকা সানড্রাই একাউন্ট এ জমা হয়েছে মর্মে দেখতে পাইতাম। ইহা সত্য নহে যে, আমি সঠিক ভাবে প্রাথমিক অনুসন্ধান করি নাই। ইহা সত্য নহে যে, আমি অত্র আসামীরা পিএসসি বাবদে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা উত্তোলন করেছিল। উহা আমি দেখাইতে পারিব না। ইহা সত্য নহে যে, প্রাথমিক অনুসন্ধান হয় নাই বিধায় সি এস এর মধ্যে কোন অনুসন্ধান কমিটির সদস্যের স্বাক্ষর নাই। আমি প্রাথমিক অনুসন্ধান কালে অত্র আসামীদের নোটিশ করি নাই। ইহা সত্য নহে যে, নোটিশ করলে আসামীরা আমাকে যাবতীয় কাগজপত্র দেখাইতে পারিত। ইহা সত্য নহে যে, আমি সঠিকভাবে তদন্ত করলে কাগজপত্র সঠিক ও সত্য পাওয়া যাইত। ইহা সত্য নহে যে, আমি আসামীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে লাভবান হইতে না পারিয়া মিথ্যা ভাবে এফআইআর দায়ের করি। পি ডব্লিউ ২ হিসাবে মোঃ আবুল হাশেম, ডিজিএম, সোনালী ব্যাংক, শেরাটন শাখা, ঢাকা। বর্তমানে DGM Currency Department প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ০১/১/২০১৪ ইং তারিখে বিকাল ৩ ঘটিকার সময় দুদক প্রধান কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক ও তদন্তকারী কর্মকর্তা মোঃ নাজমুস সায়াদাত আমার অফিসে আসে এবং মামলা সংক্রান্ত জব্দ তালিকা ৫(ক) থেকে ৫(ছ) পর্যন্ত ক্রমিকে আমার উপস্থাপন মতে উক্ত কাগজ পত্র জব্দ করে এবং সেই জব্দ তালিকা এবং উহাতে আমার ১টি স্বাক্ষর আছে মোঃ আবুল হাশেম নামে আছে। (প্রদঃ-৩, ৩/১) উক্ত জব্দকৃত আলামত আমার জিম্মায় তদন্তকারী কর্মকর্তা দিয়া যায় এই সেই জিম্মানামা এবং উহাতে আমার স্বাক্ষর (প্রদঃ ৪, ৪/১) পাতা আদালতে দাখিল করিলাম। (বস্তু প্রদর্শনী ক সিরিজ) ইহাই

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আমার জবানবন্দি। আসামী মাইনুল হক পক্ষে জেরাকালে তিনি বলেন যে, আজকে আদালতে দাখিলী কাগজ পত্রে আসামী মাইনুল হক সাহেবের কোন স্বাক্ষর নাই। আসামী মীর মহিদুর রহমান পক্ষে জেরা কালে তিনি বলেন যে, আমার দাখিলী কাগজপত্রে আসামী মীর মহিদুর রহমান এর কোন স্বাক্ষর নাই। আসামী শেখ আলতাফ হোসেন এর পক্ষে জেরাকালে তিনি বলেন যে, আসামী দাখিলী কাগজ পত্রে আসামী শেখ আলতাফ হোসেনের কোন স্বাক্ষর নাই। আসামী শফিজ উদ্দিন আহমেদ এর পক্ষে জেরা কালে তিনি বলেন যে, আমার দাখিলী কাগজ পত্রে আসামী শফিজ উদ্দিন আহমেদের কোন স্বাক্ষর নাই। আসামী মোতাহার হোসেন চৌধুরী ও ফাহমিদা আখতার শিখা এর পক্ষে জেরা কালে তিনি বলেন যে, আমি সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন হোটেল কর্পোরেট শাখার যাবতীয় কাগজপত্র উপস্থাপন করেছি। জব্দ তালিকা ৫(ক) নং ক্রমিকের টেবিলে ৪ টি PSC নং আছে। উক্ত ৪টি PSC তে টাকার পরিমান ৫৫ লক্ষ টাকা সমন্বয়কৃত। ৬,৭,৮, ৯. ১০ নং ক্রমিকের ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা সমন্বয় আছে। Serial ১২ তে ২০ লক্ষ টাকা সমন্বয় আছে। ৪টি এল/সি ও ৩টি Sale Contract এর মধ্যে ৩টিতে Stock Lot হয় কি না উহা আমি বলিতে পারিব না। ইহা সত্য নহে যে, সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন হোটেল শাখায় আসামীদের কাছে কোন দেনা পাওনা নাই। Sundry Account থেকে Back to Back এর টাকা সমন্বয় করতে পারে। ৫(খ) এর ১(, ১৮, ১৯, ২৩ নং ক্রমিকের DN sport Gi Account থেকে ১ কোটি ১ লক্ষ টাকা Sundry Account G Transfer করে। ইহা সত্য নহে যে, আসামীদের কাছে PSC বাবদে ব্যাংকের কোন টাকা পাওনা নাই। ইহা সত্য নহে- যে, আমি অত্র মামলার কাগজপত্র সঠিক ভাবে যাচাই বাছাই করি নাই। অর্থঋণ আদালতে অত্র মামলার কাগজ পত্র ছাড়া আরও কাগজ দাখিল করে কি না উহা আমি জানি না। ইহা সত্য নহে যে, আমি সত্য গোপন করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। ইহা সত্য নহে যে, আসামীদের কাছে ব্যাংকের কোন দেনা নাই। ইহা সত্য নহে যে, বিধি বহিভূত ভাবে টাকা গ্রহন করি Chicest এর কাছ থেকে ইহা সত্য নহে যে, আমি সত্য গোপন করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। পি ডব্লিউ-৩ হিসাবে স্বপন কুমার ঘোষ, ডিজিএম, সোনালী ব্যাংক, শেরাটন হোটেল কর্পোরেট শাখা, ঢাকা। তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বর্তমানে Vice Preset. Bangladesh Commerce Bank Ltd. ঢাকা। গত ০১/১/২০১৪ ইং তারিখে দুদক এর সহকারী পরিচালক জনাব নাজমুস সায়াদাত সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন হোটেল ব্যাংক লিঃ শেরাটন হোটেল কর্পোরেট শাখায় উপস্থিত হইয়া ডিজিএম জনাব মোঃ আবুল হাশেম এর উপস্থাপন মতে জব্দ তালিকা ৫(ক)-৫ (ছ) নং ক্রমিক পর্যন্ত বর্ণিত আলামত আমার সম্মুখে জব্দ করে। এই সেই জব্দ তালিকা এবং উহাতে স্বপন কুমার ঘোষ নামীয় স্বাক্ষরটি আমার (প্রদঃ ৩/২) জব্দকৃত আলামত একই দিনে ডিজিএম জনাব আবুল হাশেম সাহেব এর জিম্মায় প্রদান করা হয়। জিম্মানামায় আমার স্বাক্ষর আছে (প্রদঃ ৪/২) ইহাই আমার জবানবন্দি। আসামী মাইনুল হক, মীর মহিদুর রহমান শেখ আলতাফ হোসেন ও শফিজ উদ্দিন পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমার স্বাক্ষরিত জব্দ তালিকা ও জিম্মা নামায় আসামী মাইনুল হক শেখ আলতাফ হোসেন মীর মহিদুর রহমান ও মোঃ শফিজ উদ্দিন সাহেবের কোন স্বাক্ষর নাই। আসামী মোতাহার চৌধুরী ও ফাহমিদা আকতার শিখা পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, ডিজিএম আবুল হাশেম সাহেব সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন হোটেল শাখা এর থেকে কাগজপত্র আইও সাহেবের কাছে উপস্থাপন করে। ডিজিএম সাহেব যে সকল কাগজপত্র উপস্থাপন করে সেই বিষয়ে আমার জ্ঞান আছে। অত্র মামলায় ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৪৭ টাকা সংক্রান্তে। অত্র মামলাটি Pre-Shipment Credit (PSC) সংক্রান্ত মামলা হয়। অত্র মামলায় ডিজিএম সাহেব ৫টি এল/সি জব্দ করে এবং দুইটি Contract জব্দ করে। উক্ত L/C I Contract গুলো DN Sports এর নামে আসে। Expert

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		L/C Gi Net FOB Value এর উপর ১৫% Loan নিতে পারে। ৫(ক) এর টেবিল এর মধ্যে ১৭ টি নম্বর ও ১৭ টি টাকার ও আছে। আমরা ১৭ টি PSC এর মধ্যে ১৪ টি PSC পেয়েছি আর ৩টি PSC Voucher পাই নাই, ১৭ টি PSC Voucher এর PSC Voucher Value দেখানো হয় ২ কোটি ৮২ লাখ টাকা, ৩টি Scroll নং ৫, ১১ ও ১৬ নং হয়। উক্ত Scroll এর Voucher এবং আবেদন পাওয়া যায় নাই। ইহা সত্য নহে যে, আমরা Scroll ৫, ১১, ১৬ মিথ্যা ভাবে দেখাইয়াছি। ইহা সত্য নহে যে, আসামীদের নিকট থেকে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা Sundry Account থেকে সমন্বয় হয় ইহা সত্য নহে। Remittance আসছে কিন্তু কতো টাকা Remittance আসছে উহা আমি না দেখে বলিতে পারিব না। ইহা সত্য নহে যে, Exp না দেখায় ১টি এল/সি ও ২টি Sale Contract এর মালামাল Stock লট হইয়া যায়। ৪টি এল/সি এর Export Value ছিল ১০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা উহা আমি কাগজ না দেখে বলতে পারিব না। ইহা সত্য নহে যে, Stock Lot হওয়ায় পরে ও PSC এর থেকে টাকা কেটে রাখে ব্যাংক। ৫ টা এল/সি ও ২টি ঝধষব Contact এর Face Value ১৬ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ছিল কি না উহা আমি না দেখে বলিতে পারিব না। ইহা সত্য নহে- যে, আসামীরা Face Value অনুযায়ী টাকা তুলেছিল। ইহা সত্য নহে যে, আসামীদের কাছে PSC বাবদে কোন পাওনা ব্যাংকের নাই। ইহা সত্য নহে যে, আসামীরা ব্যাংকের দেনা পরিশোধ করার পরে ও আসামীদের Sundry Account এ অনেক টাকা আছে। জব্দ তালকায় ৫(খ) এর ১৮ নং Serial Gi Scroll নং দিয়া ৩০ লক্ষ টাকা Sundry Account এ Transfer করা হয়। ১৯ নং Serial এর ৩২ লক্ষ টাকা ব্যাংক DN Sport Gi Sundry Account এ transfer করে (২৩) নং ক্রমিকে উল্লেখিত ৪০ লক্ষ টাকা ব্যাংক DN Sports এর Sundry Account এ transfer করেছে। Sundry Account এ টাকা Short থাকলে Client Gi Intimation ছাড়া ব্যাংক Sundry Account এ Transfer করিতে পারে- ইহা সত্য নহে। Customer এর Intimation দেওয়া থাকলে ব্যাংক Sundry Account থেকে টাকা ব্যাংক টাকা Adjust করতে পারে। Sundry Account থেকে Customer কোন টাকা উত্তোলন করিতে পারে না। মামলা দায়েরের সময় অত্র আসামীদের Sundry Account এ ৪০ লক্ষ টাকা ছিল কি না উহা দেখে বলিতে পারিব না। ইহা সত্য নহে যে, আসামী দের কাছে সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন হোটেল কর্পোরেট শাখার কাছে কোন দেনা না থাকা সত্বেও দুদকের ভয়ে মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। ইহা সত্য নহে- যে, আমি আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশে মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। পি ডব্লিউ ৪ হিসাবে মোঃ রাশেদুজ্জামান রনজু, Executive Officer সোনালী ব্যাংক শেরাটন হোটেল কর্পোরেট শাখা, ঢাকা। গত ০১/১/২০১৪ ইং তারিখে বেলা ১৫.০০ ঘটিকার সময় দুদক প্রধান কার্যালয় সেগুন বাগিচা ঢাকা এর সহকারী পরিচালক নাজমুস সায়াদাত সাহেব সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন হোটেল কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ডিজিএম জনাব আবুল হাশেম এর উপস্থাপন করে কাগজ পত্র জব্দ করে এবং জব্দ তালিকার ২নং ক্রমিকে আমার স্বাক্ষর (প্রদঃ-৩/৩)। উক্ত জব্দকৃত আলামত সমুহ ৫(ক)-৫(ছ) ক্রমিকে বর্ণিত সহকারী পরিচালক সাহেব জনাব আবুল হাশেম এর জিম্মায় দিয়া যায়। উক্ত জিম্মানামার ২নং ক্রমিকে আমার স্বাক্ষর আছে (প্রদঃ ৪/৩) ইহাই আমার জবানবন্দি। আসামী মোতাহার হোসেন চৌধুরী শেখা আখতার শিখা এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, অত্র মামলায় যে সকল কাগজ পত্র জব্দ করা হয় সেই সকল কাগজ পত্র এর Photo Copy Attest করে অর্থঋণ আদালতে দাখিল করি। আমি মূল কপি দেখে, কাগজ গুলো সত্যায়িত করেছি। আমি অর্থঋণ আদালতে যে সকল কাগজ পত্র Attest করে দাখিল করি সেই সকল কাগজ পত্র অত্র মামলায় দাখিল আছে কিনা উহা আমি না দেখে বলিতে পারিব না। অর্থঋণ আদালতের মামলায় আমি সাক্ষী নাই। ইহা সত্য নহে যে, আমি (অপাঠ্য) পড়ে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। আসামী মাইনুল হক শেখ আলতাফ হোসেন, মীর মহিদুর রহমান ও শফিজ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উদ্দিন আহমেদ পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, জব্দকৃত কাগজ পত্রের মধ্যে অত্র আসামীদের কোন স্বাক্ষর নাই। পি ডব্লিউ ৫ হিসাবে মোঃ মাসুদুল ইসলাম, এজিএম শৃংখলা ও আপীল বিভাগ, সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বর্তমানে-শৃংখলা ও আপীল বিভাগ, সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। গত ০৯/১/২০১৪ ইং তারিখ বিকাল ৩ টার সময় দুদক প্রধান কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক নাজমুস শাহাদাৎ সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ৬ষ্ঠ তলায় শৃংখলা ও আপীল বিভাগে আসে এবং তাহার চাহিদা মোতাবেক জব্দ তালিকায় ৯/১/২০১৪ ইং তারিখে কাগজপত্র ৫(১)-৫ (৯) নং ক্রমিকের উপস্থাপন করি এবং উহা তিনি জব্দ করেন। উক্ত জব্দকৃত ৫(১)-৫(৯) নং ক্রমিকের কাগজপত্র রমনা থানার ৮ (১০)/১২ নং মামলায় জব্দ করা আছে। জব্দ তালিকার সিগনেচার এবং উহাতে আমার অফিসের সীল আছে (প্রদ-৫, ৫/১), ইহাই আমার জবানবন্দি। আসামী মোতাহার চৌধুরী ও ফাহমিদা আকতার শিখা এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, জব্দ তালিকায় উল্লেখিত ৫(১)- ৫(৯) নং ক্রমিকে উল্লেখিত কাগজপত্র আদালতে দাখিল করি নাই। On re-call. পূণঃ জবানবন্দিতে তিনি বলেন যে, ০৯/১/২০১৪ ইং তারিখের বিকাল ৩টায় দুদক প্রধান কার্যালয়ের এডি নাজমুস সাহাদাৎ সাহেব আমি শৃংখলা ও আপীল বিভাগে কর্মরত থাকা অবস্থায় আমার নিকট উপস্থিত হন। আমি তাহার চাহিদা মোতাবেক জব্দ তালিকার ৫(১)-৫ (৯) নং ক্রমিকে উল্লেখিত কাগজপত্র জব্দ করে এবং আমার জিম্মায় প্রদান করে। এই সেই জব্দ তালিকা থাকা কাগজপত্র। (প্রদ-II সিরিজ)। আসামী মোতাহার চৌধুরী ও শিখার পক্ষে পূণঃ জেরা কালে তিনি বলেন যে, জব্দ তালিকায় উল্লেখিত কাগজপত্র তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে সত্যায়িত ছায়ালিপি উপস্থাপন করেছিলাম। মুল কপি আদালতে দাখিল করি নাই। দাখিলী কাগজপত্র ৫(১)-৫ (৯) নং ক্রমিকের উক্ত সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নামা ও অভিযোগ বিবরণী হয়। আমার দাখিলী কাগজপত্রে মোতাহার হোসেন চৌধুরী ও শিখার বিষয়ে কোন বক্তব্য নাই। আসামী মাইনুল হক এবং শফিজ উদ্দিন পক্ষে জেরা কালে তিনি বলেন যে, জব্দকৃত কাগজগুলো সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন হোটেল শাখার অনিয়ম সংক্রান্তে। দাখিলী কাগজপত্রে আসামী মাইনুল হক সাহেবের কোন স্বাক্ষর নাই। আসামী শফিজ উদ্দিন সাহেব সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখায় কখনও কাজ করে নাই। আসামী শফিজ উদ্দিন সাহেবের কোন স্বাক্ষর দাখিলী কাগজপত্রের মধ্যে নাই। আসামী শেখ আলতাফ হোসেন পক্ষে জেরা কালে তিনি বলেন যে, আদালতে দাখিলী খসড়া অভিযোগ নামায় জি এম জনাব মিসবাহুল হক আইটিএফডি শাখার প্রধান হিসেবে স্বাক্ষর করেছিল। অভিযোগগুলো সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখা সংক্রান্ত ছিল (ক)-(ন) পর্যন্ত ক্রমিকে। উক্ত অনিয়মগুলো সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখা সংক্রান্ত অনিয়ম ছিল। আসামী শেখ আলতাফ হোসেন সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখায় কখনও কর্মরত ছিলেন না। আসামী আলতাফ হোসেন এর কোন স্বাক্ষর আমার দাখিলী কাগজের মধ্যে নাই। আসামী মীর মহিদুর রহমান পক্ষে জেরা কালে তিনি বলেন যে, আমার দাখিলী কাগজপত্রের মধ্যে আসামী মীর মহিদুর রহমানের কোন স্বাক্ষর নাই। আসামী শেরাটন হোটেল সোনালী ব্যাংকে কখনও কাজ করে নাই। দাখিলী কাগজপত্র গুলো সোনালী ব্যাংক লিঃ এর অনিয়ম সংক্রান্তে কার্যক্রম ছিল। পি ডব্লিউ-৬ হিসাবে মনসুরুল হক, এক্সিকিউটি অফিসার, সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বর্তমানে-সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। আমি এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসাবে সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, ম্যানেজিং ডাইরেকটর সাহেবের সেকরেটারিয়েট এ কর্মরত ছিলাম। গত ০৯/১/২০১৪ ইং তারিখে দুদক প্রধান কার্যালয়ের এডি জনাব নাজমুস সায়াদাত সাহেবের

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		চাহিদা মতে জব্দ ৫(ক)-৫(খ) নং ক্রমিকের উল্লিখিত কাগজপত্র আমি উপস্থাপন করি এই সেই ৫(ক)-৫(খ) নং ক্রমিকে উল্লেখিত কাগজপত্র আদালতে দাখিল করি। জি.এম, অফিস ঢাকার অধীন বিভিন্ন সোনালী ব্যাংকের শাখায় ডিপোজিট এবং এডভান্স সহ বিভিন্ন তথ্যাবলী সম্বলিত শাখাওয়ারী বিসনেস পজেশন জুন/২০১১, সেপ্টেঃ ২০১১, অক্টোঃ ২০১১, ডিসেম্বর ২০১১ থেকে মে ২০১২ পর্যন্ত মোট ৫৪ পাতার সত্যায়িত ছায়া লিপি আদালতে এডভোকেট সাহেব এটেস্ট করে আদালতে দাখিল করিলাম। ৫(ক) এবং ৫(খ) নং ক্রমিকে সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রমান কার্যালয় ঢাকা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এর সাথে জেনারেল ম্যানেজার বৃন্দের মত বিনিময় সভায় কার্যবিবরণী, জুন/২০১১ থেকে আগষ্ট ২০১১, নভেঃ ২০১১, জানুঃ ২০১২, মার্চ ২০১২ ও মে ২০১২ মোট ২২ পাতা আদালতে দাখিল করিলাম। সত্যায়িত কপি আদালতে দাখিল করিলাম। (প্রদ-৩ সিরিজ)। এই সেই জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর ৯/১/২০১৪ ইং তারিখের এবং আমার স্বাক্ষর ও জব্দ তালিকা কাগজ আদালতে আছে (প্রদ-৬, ৬/১)। ইহাই আমার জবানবন্দি। আসামী মোতাহার চৌধুরী ও ফাহমিদা আকতার শিখা এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, দাখিলী ৫ (ক)-৫(খ) নং ক্রমিকে উল্লেখিত কাগজপত্র দুদকের এডি এর কাছে সত্যায়িত কপি দাখিল করেছিলাম। আজকে আদালতে উক্ত কাগজপত্রের এটেসটেড ফটো কপি আদালতে দাখিল করা হয়েছে। উক্ত কাগজপত্রের মধ্যে কি লেখা আছে উহা আমি জানি না বা পড়ে দেখি নাই। রমনা থানার নং-৮ (১০)/২০১২ মামলায় আসামী মোতাহার চৌধুরী ও ফাহমিদা আখতার শিখা আসামী আছে কিনা উহা আমি জানি না। আসামী মাইনুল হক শফিজ উদ্দিন ও মীর মহিদুর রহমান এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমার দাখিলী কাগজপত্রের মধ্যে সোনালী ব্যাংক লিঃ জি,এম, অফিস ঢাকা এর আওতাধীন সকল শাখা ও অফিসের সামগ্রীক ব্যবসায়ীক অবস্থার বিষয়ে উল্লেখ আছে। উহার মধ্যে সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখার ব্যবসায়ীক অবস্থায় উল্লেখ আছে। দাখিলী কাগজপত্রের মধ্যে সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখার ব্যবসায়ীক অবস্থার বিষয়ে কাগজপত্র ছিল। উক্ত শেরাটন শাখা সোনালী ব্যাংক লিঃ সংক্রান্তে কাগজপত্রে আসামীদের কোন স্বাক্ষর নাই। আসামী শেখ আলতাফ হোসেন পক্ষে পূর্বের গৃহীত জেরা অত্র আসামীর পক্ষে এডোপট করা হয়। ৫(খ) ক্রমিকে উল্লেখিত ব্যংকের ম্যানেজিং ডাইরেকটর মহোদয়ের সাক্ষী জেনারেল ম্যানেজার বৃন্দের মত বিনিময় সভার কার্যবিবরণী জব্দ করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণী ব্যাংকের ম্যানেজার ডাইরেকটর সাহেব স্বাক্ষর করেছিল। উক্ত কার্য্য বিবরণী সহ অন্য কাগজপত্রে আসামীর কোন স্বাক্ষর নাই। পি ডব্লিউ-৭ হিসাবে মোঃ আশরাফ উল্লাহ, এজিএম, সোনালী ব্যাংক লিঃ, পারসোনাল ম্যানেজার ডিভিশন, সোনালী ব্যাংক লিঃ, তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বর্তমানে-ডিজিএম, এইচআরডি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। আমি গত ০৯/১/২০১৪ ইং তারিখে ১৩.৩০ ঘটিকার সময় দুদক এর প্রধান কার্যালয়। ঢাকা এর এডি জনাব নাজমুস সাহাদাৎ আমার কার্যালয়ে আসে। তাহার চাহিদা মোতাবেক জব্দ তালিকার ৫নং ক্রমিকের ৫(ক)-৫(৬) উপ ক্রমিকে উল্লেখিত কাগজপত্র আমার কাছে চায় ফলে আমি উক্ত কাগজপত্র আমার উপস্থাপনা মতে জব্দ করে। জব্দ করার সময় জনাব তারেক আনসার আহমেদ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং মোঃ মোতালেব হোসেনদ্বয় উপস্থিত ছিল। ৫(ক)-৫ (৩) পর্যন্ত আদালতের মূল কপি রমনা মডেল থানার মামলা নংগুঃ৮ (১০)/১২ এর মধ্যে আলামত হিসেবে জব্দ করা আছে। উক্ত কাগজপত্রের সত্যায়িত কাগজপত্র আদালতে দাখিল করিলাম। (প্রদ-ওঠ সিরিজ)। উক্ত জব্দ তালিকায় আমার স্বাক্ষর ও সিল অছে। প্রদ-৭,৭/১, ইহাই আমার জবানবন্দি। আসামী মোতাহার চৌধুরী ও ফাহমিদা আকতার শিখা এর পক্ষে জেরা কালে এই সাক্ষী বলেন যে, মুল কপি রমনা থানার মামলা ৮(১০)/১২ এর মধ্যে দাখিল আছে। আমি উক্ত কাগজপত্রের মূল কপি আদালতে দাখিল করি নাই। তবে এটেসটেড ফটোকপি আদালতে দাখিল করেছি। আমি সত্যায়িত ছায়ালিপি আদালতে দাখিল করেছি। আমি দুদকের এডি সাহেবের কাছে ও সত্যায়িত ফটোকপি সরবরাহ করেছিলাম। ৫(ক)-৫(৩)

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নং ক্রমিকে উল্লেখিত কাগজপত্র বদলী ও নিয়োগ সংক্রান্ত ছিল। তবে আসামী মোতাহার চৌধুরী ও শিখার মামলার বিষয়ে নহে। রমনা থানার ৮(১০)/১২ নং মামলা সম্পর্কে আমার জানা নাই বা আমি উক্ত মামলায় সাক্ষী আছি কিনা উহা আমি জানি না। আসামী মাইনুল হক শফিজ উদ্দিন ও মীর মহিদুর রহমান এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, দাখিলী কাগজপত্রের মধ্যে অত্র আসামীদের কোন সম্পৃক্ততা নাই। আমার দাখিলী কাগজে আসামীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে কিনা উহা আমি সুনির্দিষ্ট ভাবে বলিতে পারিব না। আসামী শেখ আলতাফ হোসেন পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমার দাখিলী কাগজপত্রে সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখার ব্যবস্থাপক একেএম আজিজুর রহমানের পদোন্নতি ও বদলী সংক্রান্ত কাগজপত্র আদালতে দাখিল আছে। আমার দাখিলী পদোন্নতি ও বদলী সংক্রান্ত কাগজপত্রের সহিত অত্র আমীর কোন সম্পৃক্ততা নাই। পি ডব্লিউ- ৮ হিসাবে মোঃ আনোয়ার হোসেন, এজিএম, সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। বর্তমানে- পি আর এল। তার জবানবন্দিতে বলেন যে, আমি গত ০৯/১/২০১৪ ইং তারিখে সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ইন্সপেকশন ও অডিট বিভাগ-৩ এ কর্মরত থাকাকালে দুদক প্রধান কার্যালয়ের এডি জনাব নাজমুস সাহাদাৎ আমাদের অফিসে আসে। তাহার চাহিদা মোতাবেক ৫(ক)-৫(খ) নং ক্রমিকে বর্ণিত কাগজপত্র তদন্ত কারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করি। তিনি একটি জব্দ তালিকা প্রস্তুত করে উহাতে আমার স্বাক্ষর নেয়। এই সেই স্বাক্ষর (প্রদ-৮, ৮/১) উক্ত জব্দকৃত কাগজপত্রের এটেসটেড ফটোকপি আদালতে দাখিল করিলাম। (প্রদ-৮সিরিজ)। মূল কপি রমনা ৮(১০)/১২ নং মামলায় জব্দ আছে। আসামী মোতাহার চৌধুরী ও শিখার পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, ৫(ক)-৫(খ) নং ক্রমিকে উল্লেখিত কাগজপত্র এর ফটোকপি আমি আই ও এর কাছে উপস্থাপন করেছিলাম। সত্যায়িত ছায়ালিপির মুলকপি দাখিল ছাড়া আমি আদালতে মূল কপি দাখিল করেছি। আমি দাখিলী কাগজপত্রের কনটেনট বিষয়ে আমি কিছু বলিতে পারিব না। রমনা থানার ৮(১০)/১২ নং মামলায় অত্র আসামীরা আসামী হিসেবে আছে কিনা উহা আমি বলিতে পারিব না। আমি রমনা থানার ৮(১০)/১২ নং মামলায় আসামী কিনা উহা আমি বলিতে পারিব না। আসামী মাইনুল হক শফিজ উদ্দিন ও মীর মহিদুর রহমান, আলতাফ হোসেন খান এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমার দাখিলী আজকের অডিট রিপোর্ট এর মধ্যে কি আছে উহা আমি বলিতে পারিব না। দাখিলী অডিট রিপোর্ট টি ছিল শেরাটন শাখা সোনালী ব্যাংক লিঃ সংক্রান্ত। আমার দাখিলী অডিট রিপোর্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় আসামী আলতাফ হোসেন আইটিএফডিতে কর্মরত ছিল কিনা উহা আমার জানা নাই। আমার দাখিলী কাগজপত্রে আসামী আলতাফ হোসেন এর কোন স্বাক্ষর আছে কিনা উহা আমি বলিতে পারিব না। দাখিলী কাগজপত্রে অত্র আসামী আলতাফ হোসেনের স্বাক্ষর আছে কিনা উহা আমি বলিতে পারিব না। পি ডব্লিউ- ৯ হিসাবে এ,কে,এম, মনসুর রহমান মল্লিক, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার, সোনালী ব্যাংক লিঃ, জেনারেল ম্যানেজার, অফিস, ঢাকা। বর্তমানে-সিনিয়র প্রিনিসপাল অফিসার, জিএম, অফিস, ঢাকা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ০৯/১/২০১৪ ইং তারিখে ১৫.৩০ ঘটিকার সময় সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার, সোনালী ব্যাংক লিঃ জেনারেল ম্যানেজারঅফিস ঢাকায় কর্মরত থাকাবস্থায় দুদকের এডি ও তদন্ত কারী কর্মকর্তা জনাব নাজমুস শায়াদাত আমার অফিসে আসে। আমার থেকে রমনা থানার মামলা নং-২৫(১)/১৩ সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র চান তাহার চাহিদা মোতাবেক জব্দ তালিকার ৫(ক)-৫(ঘ) পর্যন্ত ১৯৮ পাতা ও অতিরিক্ত ৩ পাতা মোট ২০১ পাতা কাগজপত্র উপস্থাপন করি। আমার উপস্থাপনকৃত কাগজপত্র জনাব নাজমুস সায়াদাত জব্দ তালিকা প্রস্তুত করে। উক্ত জব্দ তালিকায় সাক্ষী হিসেবে ছিলেন জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন (এসিসটেন্ড অপাঃ ম্যানেজার) ও জনাব বোরহান উদ্দিন (সিনিয়র অফিসার) উভয় এর কর্মস্থল জি এম অফিস ঢাকা। উক্ত আলামতগুলো রমনা থানার মামলা নং- ৮(১০)/১২ নং

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মামলায় আলামত হিসাবে জব্দ করা আছে। এই সেই জব্দ তালিকা এবং উহাতে আমার স্বাক্ষর (প্রদ-৯, ৯/১) উক্ত কাগজের সত্যায়িত ফটোকপি আমি আদালতে দাখিল করি। প্রদর্শনী-৯ সিরিজ)। আসামী মাইনুল হক ও শফিজ উদ্দিনের পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, কলাম ৮৫ ও এফ-১২ বিবরণী গুলো জিএম অফিস এ সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখা হইতে প্রেরণ করা হয়। উক্ত দাখিলী কাগজপত্রের মধ্যে অত্র আসামীদের কোন স্বাক্ষর নাই। আসামী মীর মহিদুর রহমান এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আসামী মীর মহিদুর রহমানের অফিস থেকে কাগজ জব্দ করা হয় তবে উক্ত কাগজপত্রের মধ্যে অত্র আসামীর অত্র মামলার ঘটনার সহিত সম্পৃক্ততা আছে কিনা উহা আমি বলিতে পারিব না। এফ-১২ ও কলাম ৮৫ পর্যালোচনা করে উক্ত কাগজপত্র আসামী মীর মহিদুর রহমান এর কাছে উপস্থাপন করা হয় কিনা উহা আমি জানি না। তবে এই মুহূর্তে আমার কাছে কোন দালিলিক প্রমান নাই। সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের আসামী মীর মহিদুর রহমানের কাছে উপস্থাপন করা হয় নাই। আসামী আলতাফ হোসেন এর পক্ষে-জেরা কালে বলেন যে, সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখা হইতে এফ-১২ ও কলাম ৮৫ বিবরণী জি এম অফিস ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। এফ-১২ ও কলাম-৮৫ বিবরণী কর্পোরেট শাখা থেকে পাওয়ার পরে এফ-১২ প্রধান কার্যালয়ের সিএডি ও ৮৫ কলামটি মেনেজমেন্ট সিস্টেম ডিভিশন এ পাঠাইতাম। উক্ত কাগজপত্রের মধ্যে অত্র আসামীর কোন স্বাক্ষর নাই। আসামী মোতাহার হোসেন ও শিখার পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, ৫(ক)-৫(ঘ) পর্যন্ত দাখিলী কাগজপত্র আমাদের অফিস এর অভ্যন্তরীন কার্যক্রম সংক্রান্ত হয়। উক্ত দাখিলী কাগজপত্রের মধ্যে অত্র আসামীদের কোন স্বাক্ষর নাই তবে তাহাদের গৃহীত ঋণ সুবিধার ফিগার উহার মধ্যে আছে। উক্ত ৮৫ কলামের মধ্যে ৭৬ নং পৃষ্ঠায় এক্সপোর্ট ফিগার আছে ২০ নং ক্রমিকে উল্লেখ আছে। উহার মধ্যে কাহার এক্সপোর্ট সংক্রান্তে উহা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নাই। অত্র আসামীদের বিরুদ্ধে এফ-১২ ও কলাম ৮৫ এর মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু উল্লেখ নাই। উক্ত দাখিলী কাগজপত্রের মধ্যে অত্র আসামীদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন কিছু উল্লেখ নাই। পি ডব্লিউ- ১০ হিসাবে আবু ইউসুফ মোঃ ইয়াহিয়া, এজিএম, সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। বর্তমানে-পি আর এল তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ১০/২/২০১৪ ইং তারিখে সময় ৩টার দিকে আমি এজিএম হিসেবে সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয় (আরপিএমডি) তে কর্মরত ছিলাম। উক্ত তারিখে কর্মরত অবস্থায় দুদকের এডি জনাব নাজমুস শায়াদাত আমার উক্ত অফিসে এসে রমনার ২৫(১)/১৩ নং মামলা সংক্রান্তে কাগজপত্র চায়। আমি তাহার চাহিদা মতে জব্দ তালিকায় ক্রমিক ৫(ক)-৫(খ) পর্যন্ত মোট ৩১ পাতা কাগজপত্র উপস্থাপন করি। উক্ত কাগজপত্র জব্দ করে একটি জব্দ তালিকা প্রস্তুত করে। সেখানে উপস্থিত ছিল উক্ত ডিভিশন জনাব অশোক কুমার দাস ও সুবোধ কুমার মন্ডল, উভয়ই সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার। উক্ত আদালতের মুল কপি রমনা থানার মামলা নং-৮(১০)/১২ মামলায় জব্দ করা আছে। জব্দ তালিকায় আমার স্বাক্ষর আছে (প্রদ-১০, ১০/১)। উক্ত আদালতের সত্যায়িত ফটোকপি আদালতে দাখিল করিলাম। (প্রদ-৭)। ইহা আমার জবানবন্দি। আসামী মীর মহিদুর রহমান এর পক্ষে জেরা কালে তিনি বলেন যে, আমার উপস্থাপিত কাগজপত্রে অত্র আসামীর কোন সই স্বাক্ষর নাই। আসামী আলতাফ হোসেন খান এর পক্ষে জেরা কালে তিনি বলেন যে, ২০১১/২০১২ সালের সোনালী ব্যাংক লিঃ এর ট্রানজেকশন সংক্রান্ত কাগজপত্র হয়। উক্ত ট্রানজেকশন সংক্রান্ত কাগজপত্র অত্র আসামীর কোন স্বাক্ষর নাই। আসামী শফিজ উদ্দিন এর পক্ষে আসামী আলতাফ হোসেন কর্তৃক গৃহীত জেরা এডোপট করা হয়। আসামী মইনুল হক সাহেবের পক্ষে জেরা ডিকলাইনড হয়। আসামী মোতাহার হোসেন ও শিখার পক্ষে জেরা কালে তিনি বলেন যে, ৫(ক)-

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৫(ঘ) নং ক্রমিকে উল্লেখিত কাগজপত্র দপ্তর সংক্রান্ত অর্থাৎ ব্যাংকের কার্যক্রম সংক্রান্ত উক্ত ৫(ক)-৫(ঘ) নং ক্রমিকে উল্লেখিত কাগজপত্রে অত্র আসামীরা সম্পৃক্ত ছিল না। তাহারা আমাদের ব্যাংকের কোন কর্মকর্তা ও নহে। পি ডব্লিউ-১১ হিসাবে মনির আহম্মদ শিকদার, যুগ্ম পরিচালক, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিল্যান্স বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। বর্তমানে-ডিজিএম, পি আর এল তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ২৮/৩/২০১২ ইং তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের নির্দেশ আমি ও মোহাম্মদ আবদুলাহ আল মামুন সাহেব সহ ৪/৪/১২ ইং তারিখে সোনালী ব্যাংক শেরাটন শাহায় বিশেষ পরিদর্শনে গমন করি। পরবর্তীতে ৮/৪/২০১২ ইং তারিখের মোঃ আনোয়ার হোসেন আমাদের সহিত যোগদান করে সাক্ষী হিসাবে। আমরা ১২ কার্যদিবস আমাদের পরিদর্শন কার্য সম্পন্ন করি। পরিদর্শনের প্রাথমিক প্রতিবেদন হিসেবে একটি প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ বরাবরে দাখিল করি। আমাকে তদন্তকারী কর্মকর্তা ০৪/১২/২০১৩ইং তারিখে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। আসামী মীর মহিদুর রহমান এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমি যে পরিদর্শন কার্য্য পরিচালনা করি উহা সোনালী ব্যাংক শেরাটন শাখা সংক্রান্তে ও ঢাকা জি এম অফিস সংক্রান্তে ছিল। ইহা সত্য নহে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বছরে সাধারণ শাখা, ১ বার ও এডি শাখা ২ বার ইনসপেকশন এর আইন আছে। ২০১১ সালে সোনালী ব্যাংক শেরাটন শাখা সংক্রান্তে অনিয়ম আমি ইনসপেকশন করি নাই। আমি হেড অফিস ইনসপেকশন করি নাই। কারণ অফিস আমাকে উক্ত অফিস ইনসপেকশন এর দায়িত্ব দেয় নাই। আসামী শেখ আলতাফ হোসেন এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমি সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখা পরিদর্শন করি ১২ কার্য দিবসে। আমরা পরিদর্শনে উক্ত শাখায় অনিয়ম আছে মর্মে পেয়েছি। উক্ত শাখার অনিয়ম সম্পর্কে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রতিবেদন দাখিল করি। সেই অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ চিঠি দেয় সোনালী ব্যংকের শেরাটন শাখায় ২০/৫/১২ ইং তারিখে। আমি উক্ত রিপোর্ট দাখিল করি নাই। আমি সোনালী ব্যাংক লিঃজি এম অফিস ১দিন পরিদর্শন করি আমি সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করি নাই। আসামী শফিজ উদ্দিনের পক্ষে জেরা কালে আসামী আলতাফ হোসেন এর পক্ষে গৃহীত জেরা এডোপট হয়। আসামী মইনুল হক এর পক্ষে জেরা ডিকলাইন্ড হয়। আসামী মোতাহার হোসেন ও শিখার পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমি সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখা ও জিএম অফিস পরিদর্শন করে কোন প্রতিবেদন দাখিল করি নাই। ইহা সত্য নহে। ইহা সত্য নহে যে, আমি শুধু পরামর্শ প্রদান করি কোন কাজ করি নাই। পি ডব্লিউ- ১২ হিসাবে মোঃ আনোয়ার হোসেন, উপ-পরিচালক বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা। বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ভিজিলেন্স টীম, বর্তমানে যুগ্ম পরিচালক, একই বিভাগ তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ০৪/৪/২০১২ ইং তারিখে আমি জনাব মনির আহমেদ শিকদারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিলেন্স বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত শেরাটন শাখা ও মহাব্যবস্থাপক কার্যালয়ের পরিচালিত বিশেষ পরিদর্শন ০৮/৪/২০১২ ইং তারিখে অন্তর্ভুক্ত হই। উক্ত পরিদর্শন কাজটি ১২ কর্ম দিবসে সম্পন্ন করি। উহার মধ্যে জিএম অফিস একদিন পরিদর্শন করি। উহার মধ্যে আমি শাখায় ১০ কর্ম দিবস ও জিএম অফিস ১ কর্ম দিবস পরিদর্শন করি। আমি উক্ত টীমের সদস্য ছিলাম। আসামী শেখ আলতাফ হোসেন এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমরা সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখা ও জিএম অফিস সংক্রান্তে একটি প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংক দাখিল করি। আমরা প্রধান কার্যালয়ের কোন বিভাগ পরিদর্শন করি নাই। আসামী শফিজ উদ্দিন এর পক্ষে আসামী শেখ আলতাফের পক্ষে জেরা এডোপট হয়। আসামী মাইনুল হক এর পক্ষে জেরা ডিকলাইন্ড হয়।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামীর মীর মহিদুর রহমানের পক্ষে জেরা কালে তিনি বলেন যে, আমরা শেরাটন শাখা ও জিএম অফিস সোনালী ব্যাংক লিঃ এর অনিয়ম ইনসপেকশন করে পেয়েছিলাম। সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখা জি এম অফিস এর টেস্ট ইন্সপেকশন এর আওতাধীন ছিল কিনা উহা আমি জানি না। জি এম অফিস ইন্সপেকশন করেছিলাম ১দিন তবে ফাইন্ডিং কি ছিল বলতে পারিব না। ইহা সত্য নহে যে, আমি জি এম অফিস ইনসপেকশন করে কোন অনিয়ম পাই নাই। আসামী মোতাহার হোসেন ও শিখার পক্ষে জেরা ডিকলাইন হয়। পি ডব্লিউ-১৩ হিসাবে মো: আনিসুজ্জামান Executive Officer প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। Sr. Principal বর্তমানে (ম্যানেজার) সোনালী ব্যাংক লি: বিরানী বাজার সিলেট তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত November/২০১০ সালের আমি Executive Officer হিসেবে ITFD পরিদর্শন ও মনিটারিং সেল প্রধান কার্যালয়ে যোগদান করি। ১/৪/২০১২ ইং তারিখে আমাকে প্রধান কার্যালয় হইতে স্মারক অ: ও ম সেল/আইটি এফডি/৬৯ মূলে সোনালী ব্যাংক লি: শেরাটন শাখা পরিদর্শনের জন্য আমার অনুকুলে দপ্তর আদেশ প্রদান করা হয় যাহা আমি ০৩/৪/১২ ইং তারিখে ১১ টার দিকে গ্রহন করি। উক্ত পরিদর্শন টীমের দল নেতা ছিল মোঃ শওকত আলী সাহেব (অএগ) আমাদের টীমে ৩ জন ব্যক্তি জসীম উদ্দিন (SEO) এবং মো: রেজানুল ইসলাম (SEO) ছিল। আমরা ০৪/৪/২০১২ ইং তারিখে সোনালী ব্যাংক শেরাটন শাখার পরিদর্শন কার্য্য শুরু করার জন্য ৯.৩০ ঘটিকার সময় বারডেম হাসপাতালে একত্রিত হই এবং হোটেল শেরাটন শাখার কাজ শুরু করার জন্য রওয়ানা হওয়ার আগ মুহূতে ITFD এর জেনারেল ম্যানেজার জনাব নুরুল ইসলাম চৌধুরী পরিদর্শন দলের দলনেতা জনাব শওকত আলীকে শেরাটন শাখায় পরিদর্শন শুরু না করে প্রধান কার্যালয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য DMD জনাব মাইনুল হক সাহেবের নির্দেশ আছে উলেখে ফেরৎ যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তখন আমাদের দলনেতা শওকত আলী সাহেব আমি সহ দলের অন্য সদস্যদের রমনা পার্কের মধ্যে অবস্থান করিতে বলে তিনি প্রধান কার্যালয়ে ফিরে যান। তিনি এগ সাহেবের কাছ থেকে ঘটনার সত্যতা পাওয়ার পর আমাদের প্রধান কার্যালয়ে ফিরে যাই এবং বিষয়টি জানাইয়া প্রধান কার্যালয়ে আবেদন করি। পরবর্তীতে ০৪/৪/২০১২ ইং তারিখে ITFD/রপ্তানী/গার্মেন্টস/৫৪২ নং পত্রের মাধ্যমে ITFD এর AGM সাহেব অর্থাৎ শফিজউদ্দিন আহমেদকে দলনেতা করে এবং ASM Abdul Latif Executive Officer ও আমাকে সহ মোট ৩ জনের পরিদর্শন টীম গঠন করা হয় উক্ত দপ্তর আদেশের প্রেক্ষিতে আমরা ০৮/৪/১২ ইং তারিখ হইতে পরিদর্শন কাজ শুরু করি। পরবর্তীতে ২৩/৫/২০১২ ইং তারিখে DMD সচিলাবয়ের দ: নি/২১৮৮ এর মাধ্যমে পরিদর্শন কাজ আরও কিছু বিষয় অন্তভুক্ত করে দপ্তর আদেশ প্রদান করা হয়। ২৮/৬/২০১২ ইং তারিখ পর্যন্ত পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করে ০৯/৭/২০১২ ইং তারিখে ৫৩৩ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয় বরাবরে দাখিল করি। প্রতিবেদনের মূল report ছিল ৬২ পাতা উক্ত রিপোর্টের মধ্যে সোনালী ব্যাংক লি: শেরাটন শাখার বিষয়ে বিভিন্ন অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। এই সেই Report ০৯/৭/১২ ইং তারিখের ৬২ পাতা উক্ত রিপোর্ট এর মধ্যে একটি স্বাক্ষর ও Forwarding এর মধ্যে ১টি ও Top sheet এর মধ্যে ১টি স্বাক্ষর (প্রদ: VII) আমার প্রতিবেদনের প্রত্যেক পাতায় Series Initial দেওয়া আছে। ইহাই আমার জবানবন্দি। আসামী মইনুল হক সাহেব এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমাদের টীমের প্রথম টীম লিডার AGM শওকত আলীকে কেন পরিদর্শন টীম থেকে বাদ দেওয়া হয় উহা আমি জানি না। ০৪/৪/২০১২ ইং তারিখে AGM শওকত আসামীকে পরিবর্তন করা টীম লিডার ITFD এর Sr.AGM শফিজউদ্দিনকে টীম লিডার করা হয়। উক্ত (পরিবর্তিত) টীমেও আমি ও জনাব আ: লতিফ সাহেব ছিল। আমরা ITFD থেকে নির্দেশ পাই তবে DMD এর Secretarial থেকে কোন নির্দেশ হয় কিনা উহা আমরা জানি না। আমাদের টীমের দ্বারাই শেরাটন হোটেল শাখায় সংগঠিত অনিয়মের বিষয়টি উদঘাটিত হয়। AGM

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		শওকত আলী সাহেব প্রধান কার্যালয়ে যোগদানের পূর্বে কোথায় কাজ করত উহা আমি জানিনা। DMD মাইনুল হক সাহেব সোনালী ব্যাংকে যোগদানের পূর্বে কৃষি ব্যাংকের DMD ছিল কিনা উহা আমি জানি না। ঘটনার পূর্বে AGM শওকত সাহেব ভুয়া ঋণ সৃষ্টি (Foreign Bill Purchase) মাধ্যমে জালিয়াতির জন্য বরখাস্ত হয় কিনা উহা আমি জানি না। AGM শওকত আলী ক্যান্টনমেন্ট শেরাটন শাখায় ৬০ লক্ষ টাকা আত্মসাতের জন্য দুদকের মামলায় পড়ে কিনা উহা আমি জানি না। ইহা সত্য নহে- যে, AGM শওকত সাহেব এর উক্ত দুর্নীতির বিষয় আমি জানা সত্ত্বেও আদালতে গোপন করে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করি। আসামী শেখ আলতাফ হোসেন এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, Nov/২০১০ ইং তারিখে আমি ITFD এর অধীন পরিচালিত AD Branches Inspection and Monitoring cell এ যোগদান করি। সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ৮/৩/২০০৭ ইং তারিখের সিদ্ধান্ত অনুসারে AD Branches Inspection Monitoring cell গঠন করা হয়। ২৬/১/২০১২ ইং তারিখের অনুমোদিত Office Notice এর আলোকে ২৯/১/২০১২ ইং তারিখে Inspection Monitoring cell এর DGM আবু জাফর কে দলনেতা করে একটি Audit team করা হয় কিনা তৎমর্মে আমি কোন আদেশ পাই নাই। পরিদর্শন প্রতিবেদনে হোটেল শেরাটন শাখার অনিয়ম সম্পর্কে তুলে ধরা হয়। আমরা উক্ত রিপোর্ট এর মধ্যে ব্যক্তিগত কার কত গুরু দায়িত্ব ছিল এবং কার কত গুরু দায়িত্বে অবহেলা ছিল উহা তুলে ধরা হয় নাই। আমি যখন ২০১০ সালে ITFD তে যোগদান করি তখন উক্ত শাখায় DGM ছিল জনাব আবু মুছা সাহেব। আসামী শেখ আলতাফ হোসেন ITFD তে কত তারিখে যোগদান করে উহা আমি বলিতে পারিব না। আসামী শফিজউদ্দিন এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, ITFD এর মোট তিনটি শাখা আছে একটি Export শাখা Import শাখা AD Branches & Inspection Monitoring শাখা, বাংলাদেশ এর নির্দেশে ২০০৭ সালে ৪ মাস অন্তর অন্তর AD শাখা সমূহ পরিদর্শনের জন্য AD Branches Inspection Monitoring Cell ITFD এর অধীনে গঠন করা হয়। পরিদর্শন রিপোর্ট পরিবর্তী Follow up গুলো Monitoring ও পরিপালন সংক্রান্তে কাজ গুলো Inspection & Monitoring Cell করে মর্মে জানি। আসামী শফিজউদ্দিন সাহেব ITFD এর রপ্তানী শাখায় কাজ করত মর্মে আমি জানি। Inspection & Monitoring Cell এর দায়িত্বে শফিজউদ্দিন সাহেব ছিল কিনা উহা আমি জানি না। ০৪/৪/২০১২ ইং তারিখে দপ্তর নির্দেশের মাধ্যমে AGM শফিজ উদ্দিন এর নেতৃত্বে ও সদস্যের পরিদর্শন টীম গঠিত হয়। উক্ত টীমে আমি একজন সদস্য ছিলাম। ০৯/৭/১২ ইং তারিখে আমাদের টীম একটি রিপোর্ট প্রদান করে। আমাদের টীম ৩৬০৬ কোটি ৪৮ লাখ টাকার একটি অনিয়ম এর তদন্তে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। আসামী মোতাহার চৌধুরী ও ফাহমিদা আখতার শিকা এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমি অত মামলার তদন্ত কারী কর্মকর্তার কাছে জবানবন্দী প্রদান করেছি। আমি জবানবন্দীর মধ্যে DNS sports এর বিরুদ্ধে সরাসরি কোন অভিযোগ আনায়ন করি নাই। ০৯/৭/১২ ইং তারিখে প্রতিবেদনের ৬২ পাতা সই মোট ৫৩৩ পাতা আদালতে দাখিল করি। ৬২ পৃষ্ঠা হলো মুল প্রতিবেদন এবং ৪৭১ পাতা হইল বিভিন্ন ধরনের Statement মূল report এর মধ্যে অত্র আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। অত্র মামলার ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার বিষয়ে PSC ঋণ অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে গ্রহন করে মর্মে উল্লেখ আছে। PSC মঞ্জুর করে টাকার পরিমান অনুযায়ী Authority নির্ধারিত হয়। প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি ছাড়া PSC ব্যাংক Manager মঞ্জুর করিতে পারে না। PSC এক ধরনের ঋণ। ঋণ মঞ্জুর না হইলে ব্যাংক থেকে গ্রাহকের Account এ টাকা Transfer হয় না। গ্রাহকের নামে ঋণ মঞ্জুর করা হইলে এবং গ্রাহক ঋণ পরিশোধ না করলে উহা আদায়ের জন্য আইনে ব্যবস্থার কথা বলা আছে। আমরা গ্রাহকের

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Statement of Account current Sundry Check করে দেখেছিলাম। আমরা গ্রাহকের কোন FDR পরীক্ষা নিরীক্ষা করি না। ৯/৭/১২ ইং তারিখে গ্রাহকের Sundry Account current Account এ কত টাকা আছে উহা আমি পরীক্ষা করে দেখি নাই। মালামাল এর টাকা অর্থাৎ Proceed বিদেশ থেকে আসলে Sundry Account এ দায় দেনা পরিশোধের পরে বেশ টাকা থাকলে গ্রাহকের current Account এ জমা হয়। PSC হওয়ার পরে Proceed sundry Account এ জমা হয় কিনা উহা আমরা পরীক্ষা করে দেখি। PSC ছিল মোট ১৩টি। ১৩টির মধ্যে কোন Shipment হয় আমার জানা মতে হয় নাই। PSC মালামাল করা না হইলে Foreign Currency না আসলে গ্রাহকের sundry current Account এ জমা হবে। ইহা সত্য নহে যে, PSC অনুযায়ী আসামীদের কাছে কোন টাকা পাওনা নাই। ইহা সত্য নহে যে, Statement of Account অনুযায়ী আসামীদের এ টাকা যথারীতি জমা হয়। ইহা সত্য নহে যে, statement account অনুযায়ী আসামীদের কাছে ব্যাংকের দায় দেনা নাই। ইহা সত্য নহে- আমাদের Department এর তদন্ত অনুযায়ী আসামীরা ব্যাংকের টাকা পাইবে ইহা সত্য নহে যে, আমরা বিভাগীয় তদন্ত কালে গ্রাহকের Sundry current Account যথাযথভাবে অনু সন্ধান করে দেখি নাই। ইহা সত্য নহে যে, আমরা সঠিক ভাবে অনুসন্ধান করলে আসামীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আসত না। ইহা সত্য নহে- যে আমার নিজেদের চাকুরী বাচানোর জন্য আসামীদের বিরুদ্ধে তদন্ত না করে মিথ্যা অভিযোগ আনায়ন করি। ইহা সত্য নহে যে, আমি আদালতে মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। আসামী মহিদুর রহমানের পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, ইহা সত্য- নহে যে, শেরাটন সোনালী ব্যাংক শাখা আসামী মহিদুর রহমানের তদন্ত এর অধীন ছিল না। ৩১/১/২০১২ইং তারিখ পর্যন্ত সোনালী ব্যাংক শেরাটন শাখা corporate শাখা হিসেবে ছিল কিনা উহ্য আমার জানা নাই। শেরাটন শাখা কত তারিখে corporate শাখা হিসেবে ঘোষনা করা হয় উহা আমার জানা নাই। আমাদের টীমের দলনেতা ছিল AGM ছিল কিন্তু রিপোর্ট দাখিলের পূর্বে DGM হয়। দলনেতার সহিত একমত হয়ে আমরা রিপোর্ট দাখিল করি। ইহা সত্য নহে যে, AD শাখা GM Office নিয়ন্ত্রন করে না। শেরাটন শাখা হইতে PSC ও অন্যান্য মাসিক প্রতিবেদন GM Office এ আসে কিনা উহা আমি জানি না। AD শাখা হইতে রিপোর্ট GM Office এর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে যায় কিনা উহা আমি বলিতে পারিব না। আমি দাখিল প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছি যে, AD শাখা হইতে প্রতিবেদনের এবং প্রতি মাসের L/C.TAD.PLC.IBP প্রভৃতি প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ের ITFD তে প্রেরন করা হয়। GM Office থেকে অত্র মামলায় উল্লেখিত কোন ঋণ মঞ্জুর করা হয় নাই। AD শাখায় অনিয়ম উদঘাটনের জন্য প্রধান কার্যালয়ের ITFD এর অধীনে AD Branches Inspection & Monitoring Cell গঠন করা হয়। আমি ২০১০ সালে উক্ত Monitoring Cell এর কর্মকর্তা হিসেবে কোন দিন শেরাটন শাখা Inspection করি নাই। ২৬/১/২০১২ ইং তারিখে MD সাহেবের নির্দেশে ৩টি শাখা Inspection করার নির্দেশ হয় এবং আমি টীমের সদস্য ছিলাম। আমি গুলশান শাখা Inspection করে ছিলাম। ইহা সত্য নহে- যে, আমরা শেরাটন শাখায় Inspection এ বিলম্ব করায় ১৮৬০ কোটি টাকায় অনিয়ম হয়। ইহা সত্য নহে যে, আমি মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। আসামী কামরুজ্জামান খান এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমার বিগত ০৯/৭/২০১২ ইং তারিখে কর্তৃপক্ষ বরাবরে যে রিপোর্ট দাখিল করি উক্ত রিপোর্ট এর মধ্যে কামরুল হোসেনের বিষয়ে কিছু উল্লেখ করি নাই। পি ডব্লিউ- ১৪ হিসাবে এ.এস.এম আঃ লতিফ Executive OfficerAD Branches Inspection & Monitoring cell প্রধান কার্যালয়। বর্তমানে Sr. Principal Officer বিশ্বনাথ থানা সিলেট তার জবানবন্দিতে বলেন যে, আমি গত ০৪/৪/১২ ইং তারিখে Executive Officer হিসেবে AD Branches & Inspection Monitoring Cell এ কর্মরত থাকা অবস্থায় ITFD এর উক্ত তারিখের

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৫৪২ নং দপ্তর আদেশের মাধ্যমে ৩ জন এর একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির প্রধান ছিল AGM শফিজ উদ্দিন আহমদ। আমি ও জনাব মো: আনিসুজ্জামান সদস্য ছিলাম। আমরা গত ০৮/৪/২০১২ ইং তারিখে পরিদর্শন কার্য্যক্রম শুরু করি। উক্ত আদেশটি সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের DMD মাইনুল হক সাহেব প্রদান করেন। আমাদের পরিদর্শন কাজ চলা কালে পরবর্তী ২৩/৫/২০১২ ইং তারিখে DMD মাইনুল হক সাহেব আবার আরও একটি দপ্তর আদেশ ২১৮৮ প্রধান করেন আমরা উক্ত দপ্তর আদেশের প্রেক্ষিতে ৬০ কার্য্য দিবসের পর ০৯/৭/২০১২ ইং তারিখে প্রধান কার্যালয়ে report প্রদান করি। মুল রিপোর্ট ৬২ পাতা এবং সংযুক্ত ৪৭১ পাতা সহ মোট ৫৩৩ পাতা দাখিল করি। উক্ত রিপোর্ট দল নেতা শফিজ উদ্দিনের তত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এই সেই মুল রিপোর্ট এর শেষ পাতা ও প্রথম পাতায় আমার স্বাক্ষর ২টি এবং প্রতি পাতায় আমার Initial আছে। সংযুক্তি কাগজপত্রের প্রথম পাতা ও শেষ পাতায় স্বাক্ষর এবং মধ্যের প্রতি পাতায় initial স্বাক্ষর আছে। এই সেই প্রতিবেদন ও সংযুক্তি আছে। (প্রদ: VIII) series A) আসামী মাইনুল হক সাহেব এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, ০৪/৪/১২ ইং তারিখে গঠিত টীমের আমি সদস্য ছিলাম। উক্ত টামটি DMD মাইনুল হক সাহেবের দাপ্তরিক নির্দেশে উক্ত রিপোর্ট এর মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক লি: শেরাটন শাখায় অনিয়মের বিষয়ে তথ্য উদঘাটিত হয়। আসামী শফিজউদ্দিনের এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, ০৪/৪/১২ ইং তারিখের গঠিত টীমের প্রধান ছিল আসামী শফিজ উদ্দিন। উক্ত টীম সর্ব প্রথম ৩৬০৬ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা অনিয়ম উদঘাটন করে ITFD তে ৪টি শাখা ছিল Export Import Ges AD Branches Inspection & Monitoring, AD শাখার কায্যাক্রম ৪ মাস পর পর পরিদর্শনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ ছিল ২০০৭ সালে। AGM শফিজ উদ্দিন সাহেব রপ্তানী শাখায় কাজ করিত। Inspection এর কাজটি ITFD এর Inspection & Monitoring Cell দেখা শুনা করিত। আসামী শেখ আলতাফ হোসেন এর এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, শফিজ উদ্দিন কর্তৃক জেরা Adopt সই জেরা। আমি নভে/২০০৭ ইং সালে ITFD এর অধীন পরিচালিত AD Branches Inspection & Monitoring শাখায় যোগদান করি আমি D^3 cell এ নভে/২০০৭ ইং সাল থেকে ৫ বছর যাবৎ দায়িত্ব পালন করেছি। নভে/২০০৭ সাল থেকে মে/২০০১ পর্যন্ত ITFD এর DGM ছিল মো: আবু মুছা সাহেব Inspection cell এ কর্মরত কর্মকর্তা গন টীম গঠন করে AD Branches পরিদর্শন করা হইতে ৪ মাস অন্তর অন্তর Inspection করা হইত। ২০০৭-২০১১ ইং তারিখের থেকে DGM নুরুল হক সাহেব inspection & Monitoring Cell এর দায়িত্ব পালন করেন। নভে/২০১১ সাল থেকে উএগ উক্ত সেলের ছিল আবু জাফর সাহেব। পরিদর্শন পরবর্তী AD শাখার সংগঠিত অনিয়ম Follow up Monitoring সংক্রান্তে পরি পালন করি Inspection & Monitoring Cell করত আমরা পরিদর্শন করে শেরাটন শাখার অনিয়ম সংক্রান্তে প্রতিবেদন দাখিল করি। আসামী মোতাহার চৌধুরী ও ফাহমিদা আকতার শিখা এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমি পরিদর্শন টীমের সদস্য ছিলাম। আমাদের টীম লিডার ছিল মো শফিজ উদ্দিন সাহেব। শফিজ উদ্দিন সাহেব মামলার আসামী। আসামী শফিজ উদ্দিন সাহেবকে কেন আসামী করে উহা আমি বলিতে পারিব না। পরিদর্শন কালে টীম প্রধানের মতামতের সহিত একমত পোষন করেই রিপোর্ট দাখিল করি। প্রদর্শনী ৮ স্বাক্ষর এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিল মুল্য প্রত্যাবসিত হইলে অতিরিক্ত আয়কৃত অংশ গ্রাহকের নিজস্ব উৎস হইতে পরিশোধ করা হইয়াছে। আমরা গ্রাহকের হিসাব এর বিষয়ে ৩১/৫/১২ ইং তারিখ পর্যন্ত লিমিট সুবিধা ও উহার বিপরীতে দায় বিষয়ে তদন্তে করেছি। DNS Sports এর Limit হলো ৭০ লাখ এবং মেয়াদ হলো ১৫/১১/২০১২। দায় দেনা পরিশোধের জন্য ১৫/১১/২০১২ পর্যন্ত আমার Limit এর মেয়াদ ছিল। ১৫/১১/২০১২ ইং তারিখের মধ্যে

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		গ্রাহক তাহার দায় দেনা পরিশোধ করে কিনা উহা আমি বলিতে পারিব না। Limit বা মেয়াদ মধ্যে গ্রাহক দেনা পরিশোধ করলে কোন Default হবে না। রিপোর্ট এর মধ্যে আমরা একটা করে সংক্ষেপ দাখিল করি। ইহা সত্য নহে যে, আমরা সঠিকভাবে পরিদর্শন না করে রিপোর্ট দাখিল করি। ইহা সত্য নহে যে, আমরা সঠিক ভাবে পরিদর্শন করি নাই। ইহা সত্য নহে- যে আমরা সঠিক ভাবে পরিদর্শন করলে আসামী দোষী হইত না। আসামী মীর মহিদুর রহমান এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমি সোনালী ব্যাংক লি: শেরাটন শাখা পরিদর্শন করে রিপোর্ট দাখিল করি। আমরা তদন্ত করি ৮/৪/২০১২ ইং তারিখ থেকে ২৮/৬/১২ ইং তারিখ পর্যন্ত। একজন জিএম শুধু Corporate শাখা ৩ মাস অন্তর অন্তর পরিদর্শন করেন কিনা উহা আমি জানি না। ২১/৩/২০১০ থেকে ৩১/১/২০১২ পর্যন্ত শেরাটন হোটেল কর্পোরেট শাখা ছিল না-ইহা সত্য নহে। ২৬/০৮/১২ ইং তারিখে শেরাটন শাখা কর্পোরেট শাখা হয় কিনা উহা আমি জানি না। আসামীর মহিদুর রহমান GM অফিস থেকে বদলী হওয়ার পরে শেরাটন শাখা কর্পোরেট শাখা হিসাবে গন্য হয় কিনা উহা আমি জানি না। GM শাখা থেকে শেরাটন শাখার মামলার বিষয়ে কোন লোন হয় কিনা উহা আমি জানি না। মনিটারিং সেল এর কাজ কি উহা আমি তদন্তে উল্লেখ করি নাই। আমার প্রতিবেদনে শেরাটন শাখার বৈদাশিক বানিজ্য সংক্রান্তে বিষয়ে অনিয়ম ছিল। আমরা তদন্ত কালে আসামী মহিদুরি রহমান সাহেব শেরাটন শাখার কর্মরত ছিলাম। ইহা সত্য নহে যে, আসামী মহিদুর রহমান সম্পূন নির্দোষ। আসামী কামরুল হোসেন এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আসামী মো: কামরুল হোসেন খান এর বিষয়ে আমাদের দাখিলী রিপোর্ট এর মধ্যে কোন বক্তব্য নাই। পি ডব্লিউ- ১৫ মো: ছিদ্দিকুর রহমান মোল্যা। যুগ্ম পরিচালক বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। বর্তমানে DGM বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, আমি গত ১৩/১২/২০১২ ইং তারিখে যুগ্ম পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের বৈদাশিক মুদ্রা বিভাগে কর্মরত থাকাকালে সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন হোটেল কর্পোরেট শাখায় সংগঠিত অনিয়ম পরিদর্শনের জন্য একটি কমিটি উক্ত তারিখে নির্দেশিকা ৫৩৩ মূলে ২ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। আমরা ০১/(ছেড়া)/২০১১ ইং তারিখ থেকে ১৩.১২.২০১২ পর্যন্ত সংগঠিত নিয়ম বিষয়ে পরিদর্শন করে ০৭.০৫.২০১৩ ইং তারিখে রিপোর্ট বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ে দাখিল করি। সংগঠিত অনিয়মের মধ্যে DNS Sport প্যারাগন গ্রুপ DNS Brothers Unit Composite. হল মার্ক গ্রুপ ও খান জাহান আলী কোয়েটার গ্রুপ সম্পর্কিত অনিয়ম তদন্ত করে Pre shipment Certificate (PSC) Payment account Document (PAD) বিধি বহির্ভূতভাবে উক্ত পক্ষজনকে সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়। DNS Sport ও তাহার সহযোগী প্রতিষ্ঠান এর Foreign Bill purchase এর Agariment এ ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা (IBP) Inland Bill purchase খাতে ১.১০ কোটি টাকা PSC খাতে ১.৪৩ কোটি টাকা PAD খাতে ১.১৫ কোটি টাকা অনিয়ম করে সুবিধা গুলো প্রদান করা হয়। সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখার কর্মকর্তা এবং উক্ত ব্যাংকের তদারকি কর্মকর্তাদের সহযোগীতায় উক্ত প্রতিষ্ঠান গুলো টাকা গুলো নিয়া যায়। আমরা উক্ত বিষয়ে ৭.০৫.২০১৩ ইং তারিখে একটি রিপোর্ট প্রদান করি। এই সেই রিপোর্ট ১২৮ পাতা আদালতে দাখিল করিলাম। উক্ত রিপোর্ট এর মধ্যে ২টি স্বাক্ষর ও প্রতি পাতায় initial নাই। (প্রদঃ IX সিরিজ)। আসামী মোতাহার চৌধুরী ও ফাহমিদা আকতার পক্ষে জেরাকালে বলেন যে, DNS Ports এর PSC লোন বাবদ ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা উল্লেখ করেছি। মামলার এজাহার আমি দেখি নাই। এজাহারে মধ্যে PSC Loan এর পরিমান ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা উল্লেখ করে কিনা উহা জানি না। Charge Sheet দাখিল করা হয়। কত টাকার অভিযোগে উহা আমি জানিনা। আমার পরিদর্শন রিপোর্ট এর মধ্যে পিএসসি লোন এর পরিমানের সহিত এজাহার ও চার্জশীট মিল আছে কিনা উহা বলিতে পারিব না। আমরা পিএসসি রিপোর্ট সংক্রান্তে এর মধ্যে ১০ নং পাতায় P.C বিতরনে L/C নং জাহাজীকরণ

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তারিখ মেয়দ ও Volubility যাচাই করা সম্ভব হয় নাই। আমরা P.S বিতরণে L/C জাহাজীকরণ এর তারিখ না পাওয়ায় উহা আমার রিপোর্ট এর মধ্যে উল্লেখ করি নাই। ইহা সত্য নহে যে, আমরা কাগজপত্র যথাযথভাবে যাচাই বাছাই না করে প্রতিবেদন রিপোর্ট দাখিল করি। পূর্বের ঋণ পরিশোধ করার পরে নতুন নতুন ঋণ সৃষ্টি করা হয় পুরাতন ঋণ পরিশোধের পরে নতুন ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে আইনগতঃ কোন বাঁধা নাই। আমি যে রিপোর্ট দাখিল করি উহার মধ্যে অনেকগুলো ফার্মের কথা উল্লেখ করেছি। আমার দাখিলী রিপোর্ট এর মধ্যে সুপারিশ থাকায় DNS ports এর অনিয়মের কথা উল্লেখ করি নাই। আমরা ০১.০১.১১ ইং তারিখ হইতে ১৩.১২.২০১২ ইং তারিখ পর্যন্ত পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করি। DNS ports এর Current ও Sundry Account পরিদর্শন করি নাই। দেনা পাওনার হিসাব গ্রাহকের একাউন্ট এর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। ইহা সত্য নহে যে, আমি DNS ports এর Current Account ও Sundry Account পরিদর্শন করলে মামলা হইত না। DNS ports এর Current Account ও Sundry Account এর মাধ্যমে কোন দেনা ব্যাংকের আছে কিনা উহা আমি জানি না। ইহা সত্য নহে যে, আমি সঠিকভাবে পরিদর্শন করি নাই। আসামী মাইনুল হক এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত পরিদর্শন প্রতিবেদনে শেরাটন হোটেল শাখার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। শেরাটন শাখার সংগঠিত অনিয়মের বিষয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ করি। উক্ত শাখায় সংগঠিত অনিয়মের বিষয়ে শাখার ম্যানেজার জড়িত বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের প্রতিবেদনে সাবেক DMD মাইনুল হক সাহেবের নাম উল্লেখ ছিল না। আসামী ম্যানেজার (মৃত) আজিজুর রহমানকে ৫ বছরের অধিককাল শেরাটন শাখায় বহাল রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন রিপোর্ট এ উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত বিষয়টি সোনালী ব্যাংকের প্রশাসনিক শাখার অধীন হয়। আসামী মাইনুল হক সোনালী ব্যাংকের প্রশাসন শাখায় দায়িত্বে ছিল কিনা উহা জানিনা। আসামী শেখ আলতাফ হোসেন ও শফিক উদ্দিন সাহেব এর পক্ষে জেরাকালে বলেন যে, আমরা ০১.০১.১১ থেকে ১৩.১২.২০১২ পর্যন্ত সময়ে Inspection করি। আমরা ০৭.০৫.১৩ ইং তারিখে রিপোর্ট বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করি। আমাদের প্রতিবেদনে সোনালী ব্যাংক শেরাটন শাখায় পিএসসি অনিয়মের কথা উল্লেখ আছে। হোটেল শেরাটন শাখা কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা লংঘন করে BTB L/C এর বিপরীতে সংগৃহীত পন্য সঠিকভাবে কারখানায় পৌছায় কিনা উহা যাচাই না করে গ্রাহকের পিএসসি সুবিধা দেয় উহা সঠিক PSC Voucher শুধুমাত্র শাখার DGM ও AGM এর যৌথ স্বাক্ষর পাশ করা হয় হোটেল শেরাটন শাখায়। হোটেল শেরাটন শাখা কর্তৃপক্ষ ভূয়া এলসি ও চুক্তি ব্যবহার করে পিএসসি এর নামে আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়। হোটেল শেরাটন শাখা প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি না নিয়া Back to Back L/C খোলেন। আসামী আলতাফ ও শফিজ উদ্দিনের নাম প্রতিবেদনে নাই। আসামী মীর মহিদুর রহমান পক্ষে জেরাকালে বলেন যে, আমরা হোটেল শেরাটন শাখা পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করি। আমরা শেরাটন শাখায় অনিয়মের বিষয়ে পরিদর্শন করেছি। সকল Voucher শেরাটন শাখার কর্মকর্তাগন পাশ করেছে। আসামী মহিদুর রহমান এর বিষয়ে প্রতিবেদনে কোন বক্তব্য নাই। আসামী কামরুল হোসেন খান পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আসামী কামরুল হোসেন খাঁন এর বিষয়ে আমাদের দাখিলী প্রতিবেদনে উল্লেখ নাই। পি ডব্লিউ- ১৬ কাজী আরিফুর রহমান, উপ পরিচালক বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। বর্তমানে যুগ্ম পরিচালক পরিদর্শন বিভাগ ১ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ০৮/১১/২০১২ ইং তারিখে আমি বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত ছিলাম। উক্ত তারিখে বৈদাশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগের জিএম সাহেব এর নির্দেশের প্রেক্ষিতে আমাকে ১৩/১২/২০১২ ইং তারিখে ৫৭৭৬ নং স্মারকে আমাকে ও আমার টীম লিডার জনাব মো: সিদ্দিকুর রহমান মোল্যার সমন্বয়ে ২ সদস্যের টীম গঠন করা হয়। আমরা ১৭/১২/২০১২ ইং তারিখে সোনালী ব্যাংক লিঃ হোটেল শেরাটন শাখায় গমন করি এবং ২১/১২/২০১২ ইং তারিখ পর্যন্ত মোট ৫ কর্ম

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দিবস পরিদর্শন কার্য্যক্রম পরিচালনা করি। আমাদের পরিদর্শনের সময় ছিল ০১/১/২০১১ ইং তারিখ থেকে ১৩/১২/২০১২ ইং তারিখ পর্যন্ত আমরা ০৭/৫/১৩ ইং তারিখে একটি প্রতিবেদন দাখিল করি। মূল প্রতিবেদন ২৮ পাতা এবং সংযুক্ত ছিল ৯৫ পাতা। মোট ১২৩ পাতা উক্ত রিপোর্ট এর মধ্যে প্রথম পাতায় ১ টা স্বাক্ষর মুল প্রতিবেদনের ২৮ পাতায় আরও একটি স্বাক্ষর প্রতি পাতায় initial আছে। (প্রদ: IX সিরিজ A). পি ডব্লিউ-১৭ মো: মোস্তফা কামাল, যুগ্ম পরিচালক বাংলাদেশ ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২, ঢাকা। বর্তমানে DGM (Rtd) তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ২১/৫/২০১২ ইং তারিখে আমি যুগ্ম পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন বিভাগ-২ প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত থাকা কালে ২৩/৫/২০১২ ইং তারিখের স্মারক ডি.বি আই-২ উপ-বিভাগ ০১/০৪/২০১২-৪৬৯ নং মূলে সোনালী ব্যাংক লি: শেরাটন শাখায় সংগঠিত অনিয়ম এর বিষয়ে পরিদর্শনের জন্য ০৫/৬/২০১২ ইং তারিখ মুলে ৩৫ কর্ম দিবসের মধ্যে উক্ত বিষয়ে পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করে ২০/৯/১২ ইং তারিখে এক প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংক পরিদর্শন শাখায় DGM বরাবরে দাখিল করি। মূল রিপোর্ট ৪২ পাতা এবং সংযুক্ত সহ ৭২ পাতা সহ মোট ১১৪ পাতা দাখিল করি। এই সেই রিপোর্ট মূল প্রতিবেদনের মধ্যে ১ টা স্বাক্ষর আছে। বাকী পাতা গুলোর মধ্যে আমার initial আছে (প্রদ: X সিরিজ)। পি ডব্লিউ- ১৮ মো: নুরুল হক, DGM সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। বর্তমানে DGM সোনালী ব্যাংক লি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ০৫/৯/২০১৩ ইং তারিখে আমি সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের Modernization re structuring Division এর DGM হিসেবে কর্মরত থাকা কালে দুদক প্রধান কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক জনাব নাজমুস শায়াদাত সাহেব আমাদের Office এর Modernization re structuring Division global লক্ষ্যমাত্রার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে জানিতে পায়। উহার প্রেক্ষিতে আমি জানাই যে, ২০১১ সালের বিভিন্ন বিভাগে অর্জিত Performance বিভিন্ন Operation বিভাগ থেকে সরবরাহ করা হয় উহার উপর ভিত্তি করে ২০১২ সালের সারা বাংলাদেশের অঞ্চল ভিত্তিক বিভিন্ন খাতে বিশেষ করে ৮টি খাতে আমানত ঋণ ও অগ্রীম শ্রেনীকৃত ঋণ, শ্রেনী কৃত ঋণ থেকে আদায়, আমদানী, রপ্তানী ও লাভ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহিত সোনালী ব্যাংকের স্বাক্ষরিত Memorandum of under standing এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সহিত অর্থ মন্ত্রনালয়ের সহিত সম্পাদিত R.P.1 (Ray performance indicator) এর আলোকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়া লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ পূর্বক উহা বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় জেনারেল ম্যানেজার ও প্রধান কার্যালয়ের সকল ল্যান্ডিং Division এর সকল জিএম লক্ষ্যমাত্রার সহিত সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা মোতাবেক বাস্তবায়ন ও মনিটারিং করার জন্য লক্ষ্যমাত্রা সংক্রান্তে পত্র দিয়া থাকি। ৪৯(১) circular তাং ৩১/১/১২ অনুযায়ী ঋণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন সহায়তা করছে কিনা তৎ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। আমি ৮৫ কলামের মাধ্যমে কোন ঋণ অতিবাহিত করার বিষয়ে তদারকি করা হয় কিনা জিজ্ঞাসা করা হয়। কলাম ৮৫ আমাদের কাছে আসে না উক্ত কলাম ৮৫ শাখা অফিস থেকে জিএম অফিস এর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের hearing Division আছে। আমাদের উপর কোন দায়িত্ব আসবে না। ইহাই আমার জবানবন্দী। আসামী মহিদুর রহমান এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, অত্র মামলার ঘটনাটি ঘটে জুলাই ২০১১ হইতে April/২০১২ থেকে ১৩/৯/২০১২ পর্যন্ত Modernization Division এ কর্মরত ছিলাম। প্রধান কার্যালয় জুলাই ২০১১ সাল থেকে ডিসেম্বর ২০১১ সাল পর্যন্ত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা-১ এ কর্মরত ছিলাম। উক্ত সময়ে AD শাখা সমূহের Audit team এর কাজ আমার উপর ন্যাস্ত ছিলা। কিন্তু Division এর (Terns of reference) নির্ধারণ করা হয় ছিল না। আসামী মীর মহিদুর রহমান সাহেব এর কাছে কলাম ৮৫ ও F-১২ বিবরনী উপস্থাপন করা হয় কিনা উহা আমি জানি না।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামী মাইনুল হক এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, ১১/১২/২০১৩ ইং তারিখে দুদক এর সহ কারী পরিচালকের কাছে জবানবন্দী প্রদান করি। আমার জবানবন্দীতে আমি সোনালী ব্যাংক লি: এর কোন শাখায় অনিয়মের বিষয়ে অভিযোগ করি নাই। আমি কোন আসামীর সোনালী ব্যাংক লি: এর কোন শাখার অনিয়মের সহিত জড়িত মর্মে উল্লেখ করি নাই। আসামী শফিজউদ্দিন ও শেখ আলতাফ হোসেন এর পক্ষে আসামী মাইনুল হক কর্তৃক গৃহীত জেরা Adopt করা হয়। আসামী কামরুল হোসেন খাঁন এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমি ঘটনার বিষয়ে দুদকের তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে কোন সাক্ষ্য প্রদান করি নাই। আসামী মোতাহার হোসেন চৌধুরী ও ফাহমিদা আখতার শিকার পক্ষে জেরা declined হয়। পি ডব্লিউ-১৯ মোঃ রফিকুল ইসলাম খাঁন, Senior Principal Officer Inspector of Branches.সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। বর্তমানে-Agm (Rtd.) তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ০৯/৯/২০০৯ ইং তারিখে আমি Senior Principal Officer হিসেবে Inspector of Branches. সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত থাকাকালে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগ-২ এর উক্ত তারিখে অফিস অর্ডার ২৯১ মূলে হোটেল শেরাটন শাখা সোনালী ব্যাংকে নিরীক্ষা কার্যাক্রম পরিচালনার জন্য আমার নেতৃত্বে ৩ সদস্যে বিশিষ্ট পরিদর্শন দল গঠন করে। আমার দলের অন্য দুই সদস্য হইল জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন অফিসার এবং জনাব রুহুল আমিন মন্ডল অফিসার ছিল। আমরা ২৯/৯/২০০৯ ইং তারিখ থেকে ৮/১০/২০০৯ ইং তারিখ পর্যন্ত মোট ৮ কর্ম দিবস উক্ত শাখার নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করি। আমরা নিরীক্ষা কালে আমাদের পরিদর্শনের আওতাভূক্ত ছিল সাধারন ব্যাংকিং বিভাগ ঋণ ও অগ্রীম, বৈদাশিক বানিজ্যিক বিভাগ। আমরা পরিদর্শন কালে Ditch patch শাখা নিয়মিত নিরীক্ষা করার নিয়ম থাকলেও নিয়মিত ভাবে উহা চেক করা হইত না। Special Deposit Scheme and Medical Deposit Scheme এবং Cash credit হিসেবে Individual Blanca এর সহিত Statement of Affairs এর গড়মিল ছিল (F-12). বৈদাশিক বানিজ্য শাখায় পরিদর্শন কালে ব্যাপক অনিয়ম দেখিতে পাই। যেমন ক্ষমতা বহির্ভূত ভাবে Net FOB (Free on Board) ১৫% এর অধিক Pre Shipment Credit Loan দিয়েছে Back to Back L/C এর আওতায় আমদানীকৃত মালামাল ফ্যাক্টরীতে পৌঁছানোর পর পরিদর্শন না করে Pre-Shipment Credit Loan প্রদান করা হয়। রপ্তানী এল/সি এর Master Copy Lien Mark করে শাখায় সংরক্ষন করার বিধান থাকলে উহা শাখায় সংরক্ষন করা হয় নাই। রপ্তানী বিনিয়োগে নির্ধারিত Pre Shipment বিল হইতে Adjust করা হয় নাই। Shipment date অতিক্রান্ত হওয়ার পরও Pre Shipment Loan প্রদান করা হয়। Pre Shipment ঋণ প্রদান করার পূর্বে Charge document সম্পন্ন করা হয় নাই। Back to Back L/C খোলার সময় Liability Create করা হয় নাই। L/C register এর সম্পূর্ন কলাম গুলো Fill up করা হয় নাই। কোন হিসেবের নিয়মিত Blancing করা হয় নাই। উক্ত বিষয় গুলি উল্লেখ পূর্বক ২৮ (৫) পৃষ্ঠার report প্রদান করি প্রদান কার্যালয়ের ২০/১০/২০০৯ ইং তারিখে ১০৩ পাতার প্রতিবেদন রিপোর্ট দাখিল করি। আমাদের রিপোর্ট এর মধ্যে শেরাটন শাখার ম্যানেজার এর বৈদাশিক বানিজ্য সংক্রান্তে অত্র পর্যাপ্ত জ্ঞানের কথা উল্লেখ করা হয়। উক্ত রিপোর্ট ১০৩ পাতার Attested Photo copy আদালতে দাখিল করিলাম। কতিপয় পাতায় আমার স্বাক্ষর এবং কতিপয় পাতায় Initial স্বাক্ষর আছে (প্রদঃ XI সিরিজ) ইহাই আমার জবানবন্দি। আসামী মাইনুল হক এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, ২০/১০/২০০৯ ইং

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হইতে দেখা যায় যে, ২০০৯ সাল থেকে শেরাটন শাখায় ঋণ এর ক্ষেত্রে অনিয়ম ছিল। আমি উক্ত ২০/১০/২০০৯ ইং তারিখের প্রতিবেদনে শেরাটন শাখার বড়ধরনের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ২০/১০/২০০৯ ইং তারিখে আমি প্রতিবেদন শেরাটন শাখা সংক্রান্তে দাখিলের সময় সাবেক ডিএমডি মাইনুল হক সাহেব উক্ত সময়ে ব্যাংকে কর্মরত ছিল না। তৎকালে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ছিল না। আসামী মির মহিদুর রহমান এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমরা যখন শেরাটন শাখা পরিদর্শন করি তখন উক্ত শাখাটি Principal শাখা রমনার অধীন ছিল। আসামী মির মহিদুর রহমান সাহেব উক্ত শাখার এজিএম হিসেবে কর্মরত ছিল। আমরা পরিদর্শন কালে ২৯/৯/২০০৯ ইং সালে আসামী মির মহিদুর রহমানকেও উক্ত শাখাটি Inspection করতে দেখেছিলাম। শেরাটন শাখায় সংগঠিত অনিয়ম সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আমার রিপোর্ট এর মধ্যে উল্লেখ করার জন্য আসামী মির মহিদুর রহমান সাহেব আমাকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেছিল শেরাটন শাখায় সংগঠিত অনিয়ম আমি প্রতিবেদনে বিস্তারিত উল্লেখ করায় আসামী মির মহিদুর রহমান সাহেব আমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ আমাকে জানাইয়াছিল। আমি রিপোর্ট দাখিল করার পর ৪ সদস্যের একটি টীম নিয়া আসামী মির মহিদুর রহমান শেরাটন শাখা Audit করে মর্মে আমি শুনেছিলাম। আমি প্রতিবেদনটি আমারী Department এ জমা প্রদান করি। আসামী শেখ আলতাফ হোসেন ও শফিজ উদ্দিন এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমি রিপোর্ট দাখিলের সময় সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের নিরীক্ষা বিভাগে কর্মরত ছিলাম আমার দাখিল রিপোর্ট টি হোটেল শেরাটন শাখা সংক্রান্তে অনিয়মের বিষয়ে। ২৯/৯/২০০৯ ইং তারিখ থেকে ৮/১০/২০০৯ ইং তারিখ পর্যন্ত উক্ত শাখা পরিদর্শন করে ২০/১০/২০০৯ ইং তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করি। আমার প্রতিবেদনে হোটেল শেরাটন শাখা সংগঠিত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ আছে। আমি প্রতিবেদন একটি শেরাটন শাখায়। প্রধান কার্যালয়ে ২ সেট Principal অফিসে এক সেট প্রেরন করি। আমার প্রতিবেদন দাখিলের সময় আসামী আলতাফ হোসেন এর কর্মস্থল Principal ও কর্মচারী দের সুসম্পর্ক আছে মর্মে উল্লেখ করেছি। তিনি ২৭/৫/২০০৭ ইং তারিখে উক্ত শাখার দায়িত্ব গ্রহনের পর থেকে শাখার ব্যাংক ব্যবসার উন্নতির জন্য চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। তাহার প্রচেষ্টায় ব্যাংকের ব্যাংকের আলামত ঋণ ও অগ্রীম বিলস রেমিটেন্স সহ অন্যান্য খাতের ব্যবসা এবং মুনাফার পরিমান পূর্ববর্তী বছর গুলোর তুলনায় বহু গুনে বৃদ্ধি পেয়েছে।" আমি পরিদর্শন শেষে উক্ত শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আমরা নিরীক্ষা করার পূর্বে ২০/১০/২০০৮ ইং তারিখে শাখা পরিদর্শক মোঃ শামসুল আলম সাহেব পরিদর্শন করে। আমি শেরাটন শাখা পরিদর্শন কালে আজিজুর রহমান সাহেব AGM ছিলেন উক্ত ব্যাংকে। আমার Audit report এর পর তিনি DGM হয়। উক্ত শাখা ব্যাবস্থাপক্ষের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাব আছে বৈদাশিক বানিজ্যের বিষয়ে উলেখ করি। শাখা ম্যানেজারের ঋণ ও অগ্রীম এবং জেনারেল ব্যাংকিং officer বি-বাড়িয়ায় কর্মরত ছিল। আমরা প্রতিবেদন দাখিল কালীন আসামী শফিজ উদ্দিন সাহেব ITFD তে কর্মরত ছিল না। তিনি নারায়ন সোনালী ব্যাংক কর্পোরেট শাখায় কর্মরত ছিল। আসামী কামরুল হোসেন খান এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমি রিপোর্টটি কত পাতার দাখিল করি উক্ত রিপোর্ট এর মধ্যে পৃষ্ঠার সংখ্যা উল্লেখ নাই। আমার দাখিলী রিপোর্ট এর শেষের পাতা হইল ৫১। ইহা সত্য নহে যে, আমার দাখিলী রিপোর্ট থেকে সংযোজনী কাগজ বের হইয়া গেছে এবং সংযোজন করা হয়েছে। আমার প্রতিবেদনে ২৮ (৫) পাতায় উল্লেখ করা হয় যে, সময় স্বল্পতার কারনে বৈদাশিক বানিজ্য শেকসনের Document সমূহ পুংখানুপুংখরূপে যাচাই করা সম্ভব হয় নাই। আমার দাখিলী প্রতিবেদনের ৪৪নং পৃষ্ঠায় শেরাটন শাখার তৎকালীন ম্যানেজার আজিজুর রহমান সাহেবের অধিনস্থ কর্মকর্তা প্রধান কার্যালয়, ঢাকা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বর্তমানে-SPO কৃষি ঋণ বিতরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ Cell. গত ২০০৩ সাল থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৬ সাল পর্যন্ত সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ে Sr.Office

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Principal Officer, Sr. Principal Officer হিসেবে কর্মরত ছিলাম। আমি Modernization & Re. Structuring Division এ কর্মরত ছিরাম। আমি উক্ত ডিভিশন এ কর্ম কালীন সময়ে প্রথমে Structuring এবং পরবর্তীতে ২০১০ সাল হইতে অন্যান্য কাজের সাথে বাৎসারিক লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ সংক্রান্তে কাজের সহিতও আমি জড়িত ছিলাম। আমাদের ডিভিশন Deposit ও Advance সহ মোট ১০টি খাতে বাৎসারিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে থাকে। লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সকল Principal Office Corporate শাখা আঞ্চলিক কার্যালয় কে জানাইয়া দেওয়া হয়। লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে অর্জন অবস্থা মাসিক এর ক্ষেত্রে তাহার কোন অভিজ্ঞতার অভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। বৈদাশিক বানিজ্যের বিষয়ে আমি অভিজ্ঞ ছিলাম। ইহা সত্য নহে-যে, আমি সত্য গোপন করে সাক্ষ্য প্রদান করি। আসামী মোতাহার চৌধুরী ও ফাহমিদা আকতার শেখ এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমি ২৯/৯/২০০৯ ইং হইতে ৮/৯/০৯ তারিখ পর্যন্ত ৮ কর্মদিবস পর্যন্ত Audit কার্য্যক্রম পরিচালনা করি। অত্র মামলার ঘটনার তারিখ ২৫/৪/১১ থেকে ২৭/০৫/২০১২ পর্যন্ত ছিল। DNS Sport সম্পর্কে আমার তদন্তে কোন বক্তব্যের অবতারনা করা হয় নাই। পি ডব্লিউ- ২০ সুবোধ কুমার মন্ডল, Sr. Principal Officer সোনালী ব্যাংক লিঃ Modernization & Re. Structuring Division ভিত্তিতে Monitor এবং মুল্যায়ন করার জন্য সকল জিএম অফিস, হেড অফিস এর সকল herding Division কে জানাইয়া দিয়া যথাযথভাবে অর্জন অবস্থা ও মনিটর ও মুল্যায়ন করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রধান কার্যালয়ে সকল ডিএমডি দেরকেও অবহিত করে বিষয়টির ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। ২০১১ সালে যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ক্রমে, শাখার আমানত অগ্রীমের অনুপাত ১০০:৭০ হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়। হোটেল শেরাটন শাখা উক্ত শর্তাবলী অনুসরণ করে নাই। যাহা শাখার ব্যবস্থাপকের জন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল। উক্ত বিষয়টি তদারকি ও শাখা ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব ও ছিল জিএম অফিস এর। প্রতি শাখা হইতে প্রতি সপ্তাহে এফ-১২ এবং প্রতি মাসে কলাম ৮৫ প্রতিবেদন জিএম অফিস এ প্রেরনের বিধান আছে। হোটেল শেরাটন শাখা ২০১১ সালে ঋণ বিতরণ সংক্রান্তে নির্দেশনা পরি পালন করেন নাই। উক্ত বিভাগে মনিটরিং এর কোন সুযোগ না থাকায় হোটেল শেরাটন শাখায় ঋণ বিতরনে অনিয়ম সংগঠিত হয় উহার দায় দায়িত্ব Modernization & Re. Structuring Division এর উপর বর্তায় না। আসামী মাইনুল হক এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রা সংক্রান্তে কার্যালয়ে আমার বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ১৯/১/২০১১ ইং তারিখের পত্র নং-২১ এর মাধ্যমে শাখা ব্যবস্থাপককে নির্দেশনা ছিল আমানতের চেয়ে বেশী ঋণ না দেওয়ার কথা সত্য। যদি কেহ উক্ত নির্দেশনা লংঘন করে শাখা ব্যবস্থাপক ঋণ দিলে উহার দায় দায়িত্ব শাখা ব্যবস্থাপকের উপর বর্তাইবে। এফ-১২ কমিটি Central Account Division এ প্রেরন করিতে হয়। উহার মাধ্যমে আমানত ও ঋনের অনুপাত নিয়ন্ত্রন করা হয়। আসামী মির মহিদুর রহমান এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, ঘটনার সময় জুলাই/২০১১ থেকে মে/২০১২ পর্যন্ত শেরাটন শাখার গধহধমব ছিল জনাব আজিজুর রহমান সাহেব ডিজিএম ছিল। উহা জানা নাই। এফ-১২ ও কলামে-৮৫ সিদ্ধান্তের জন্য জিএম এর নিকট উপস্থাপন করা হয় কিনা উহা জিএম অফিস বলতে পারবে আমি জানা নাই। এফ-১২ প্রতি সপ্তাহে এবং কলাম-৮৫ প্রতি মাসে সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রস্তুত হয়। এফ-১২ প্রতি সপ্তাহে সিএডি তে যায় এবং কলাম-৮৫ জিএম অফিস হইয়া হেড অফিস এ যায় কিনা উহা জানি না। এফ-১২ পর্যালোচনা করে শাখার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা সিএডি শাখার কিনা উহা জানি না। জুলাই/২০১১ সালের থেকে এফ-১২ ও কলাম-৮৫ সরাসরি MD Secretariat এ যায় কিনা উহা জানি না। এফ- ১২ ও কলাম-৮৫

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অনুযায়ী MD হুমায়ুন করিব সাহেব স্বয়ং শেরাটন শাখা সহ এডি শাখা তদারকি করত কিনা উহা আমি জানিনা। শেরাটন শাখা সহ সকল এডি শাখার অনিয়ন উদঘাটনের জন্য প্রধান কার্যালয়ে ITFD এর অধীনে AD Branches Inspection & Monitoring cell উহা আমি জানি। উক্ত শাখা ৪ মাস অন্তর Inspection করার দায়িত্ব Inspection & Monitoring cell এর ছিল কিনা উহা জানিনা। আসামী মির মহিদুর রহমানের দায়িত্বকালে সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় কিনা তাহা বলতে পারিব না। সোনালী ব্যাংকের কর্পোরেট শাখা ও জেলা প্রধান শাখায় আমানতের থেকে ঋনের পরিমান বেশী। ইহা সত্য নহে- যে আমি উদ্দেশ্য মুলকভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করি। আসামী আলতাফ হোসেন ও শফিজউদ্দিন আহমেদ এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, ২০১১ সালের আমানত ও ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এর কাছ থেকে অনুমোদন নেওয়া হয়। Advance Deposit Rating (AD.rating) এর মাধ্যমে নিরুপন করে থাকে। AD rating অমান্য করে ঋণ বিতরণ করা হইলে দায় দায়িত্ব শাখা ব্যবস্থাপকের থাকিবে। এফ-১২ জিএম office এর মাধ্যমে CAD তে যায় CAD তে F-12 যায় সেখানে থেকে Statement আকারে ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাহেবের কাছে যায়। শেরাটন শাখা সহ এডি শাখা নিরীক্ষা করে ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব AD Branches Inspection & Monitoring cell এর ছিল। আসামী কামরুল হোসেন খান পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, MRD (Modernization & re- Structuring Division) হইতে পত্রের মাধ্যমে ১০টি খাত ওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। ব্যাংকের কোন শাখা খাত ওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ব্যাংকের Managing Director সাহেব কর্তৃক। Board of Director কর্তৃক লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয় ইহা সত্য নহে। লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন সংক্রান্তে কোন কাগজ বা পত্র Board of Director এর কাছে যায় না। ইহা সত্য নহে যে, লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সংক্রান্তে পত্র পরিচালনা পরিষদের কাছে যায়। ২০১১ সাল পরে গজউ থেকে লক্ষ্যমাত্রা সংক্রান্তে চিঠি দেওয়া হয় নাই- ইহা সত্য নহে। ইহা সত্য নহে- যে, বার্তা গোপন করে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করিলাম। আসামী মোতাহার হোসেন ও শিখার পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, DNS Sports এর বিষয়ে আমি কিছু জানিনা। পি ডব্লিউ- ২১ মোঃ মুখলেছুর রহমান, Sr. Executive Officer আন্তর্জাতিক অর্থায়ন বিভাগ সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। বর্তমানে-AGM মাইক্রো ক্রেডিট Division সোনালী ব্যাংক লি: ঢাকা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ২৪/৬/২০১১ সাল থেকে ০৯/৬/২০১২ ইং তারিখ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অর্থায়ন বিভাগ সোনালী ব্যাংক লি: প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত ছিলাম। আমদানী রপ্তানী সংক্রান্ত ঋণে তথ্য সংক্রান্তে নোট সিট উপস্থাপন করি। বিভিন্ন শাখা হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদি আমি কর্তৃপক্ষের নিকট নোট সিট আকারে উপস্থাপন করিলাম। সোনালী ব্যাংক শেরাটন শাখা হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদিও একইভাবে উপস্থাপন করতাম। জুলাই ২০১১ থেকে মার্চ/২০১১ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি যথানিয়মে কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হয়। আমি শুধু বিভিন্ন শাখা হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদি কর্তৃপক্ষ বরাবরে উপস্থাপন করা আমার দায়িত্ব ছিল। আমি তথ্যাদি উপস্থাপন করার পর উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের ছিল। ইহাই আমার জবানবন্দী। আসামী মাইনুল হক এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমি ITFD সোনালী ব্যাংক এ S Executive Officer হিসেবে কর্মরত ছিলাম। Performance Note Sheet এর মাধ্যমে আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এজিএম সমীপে শাখা হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করিতাম। ITFD বিভাগে সোনালী ব্যাংক লি: প্রেরিত শাখার Performance Note Sheet কোন ঋণ গ্রহীতা বা প্রতিষ্ঠানের নাম থাকে না বা গ্রাহক ভিত্তিক কোন দায় দেনাও থাকে না। Performance Note Sheet সাময়িকভাবে সকল এডি শাখার বিভাগ মাসের ভুল নয়। শাখার ব্যবসার অগ্রগতির তথ্যাদী থাকে। সেই কারনে প্রকৃত

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পক্ষে Performance Note Sheet কে শাখার Comparative Export & Import Performance of Branches বলে। শাখা থেকে প্রাপ্ত বৈদাশিক বানিজ্য সংক্রান্তে বিভিন্ন বিবরনের তথ্যাদি নির্ধারিত format অনুযায়ী মাসিক ভিত্তিতে নিয়মিত ভাবে ITFD বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরন করা হয় কিনা উহা আমি জানি না। আসামী মির মহিদুর রহমান এর এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, সোনালী ব্যাংক লি: শেরাটন শাখা সহ সকল AD শাখা থেকে প্রাপ্ত বৈদাশিক বানিজ্য ঋণ সংক্রান্তে তথ্যের ভিত্তিতে Performance Note Sheet প্রস্তুত করে উপস্থাপন করিতাম। জুলাই/২০১১ থেকে মার্চ/২০১২ পর্যন্ত PSC এর পরিমান বৃদ্ধি পায় উহা আমি Performance Note Sheet এ উল্লেখ করেছি Performance Note Sheet এর মধ্যে অস্বাভাবিক তথ্য থাকা সত্ত্বেও ITFD এর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ শেরাটন শাখার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য দিক নির্দেশনা আমাদের বরাবরে দেওয়ার বিধান ছিল। আসামী শেখ আলতাফ ও শফিজ উদ্দিন এর এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমি সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ে Export ও Import Section এ কর্মরত ছিলাম। হোটেল শেরাটন শাখা হইতে যে তথ্যাদি আসত উহা compiler করে পরে comparative আকারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ (Managing Director) বরাবরে উপস্থাপন করা হইত। comparative statement দেখে সিদ্ধান্ত প্রদান ও নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষমতা Managing Director সাহেবের ছিল। আমরা শেরাটন শাখার তথ্যাদি পাইয়াছিলাম। তবে specific ভাবে কোন গ্রাহকের দায় দেনা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে না। ITFD তে AD Branches Inspection & Monitering cell নামে আরও একটি শাখা আছে। আমার উক্ত AD Branches Inspection & Monitering cell এর কাজের সহিত আমার কোন সংশিষ্টতা ছিলাম। AD শাখার দায় দেনা দেখার দায়িত্ব Inspection & Monitering cell এর উপর ছিল। আসামী কামরুল হোসেন খাঁন পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমার দায়িত্ব ছিল AD Branches এর আমদানী ও রপ্তানী এর বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যাদি এর ভিত্তিতে Comparative statement কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করি। আসামী মোতাহার চৌধুরী ও ফাহমিদা আকতার শিকা এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, অত্র মামলার বিষয় বস্তুর বিষয়ে আমার সম্যক ধারনা নাই। আসামী মোতাহার হোসেন ও ফাহমিদা আকতারের নামে কোন Specific অভিযোগ আমি পাই নাই। পি ডব্লিউ- ২২ মো: সোহরাব হোসেন, Executive Officer আর্ন্তজাতিক অর্থায়ন বিভাগ সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। বর্তমানে-আন্তজার্তিক অর্থায়ন-১ Sr. Executive তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ১৬/৬/২০০৮ ইং তারিখে আমি সোনালী ব্যাংক লি: আন্তজার্তিক বানিজ্য ও অর্থায়ন বিভাগ এ Executive Officer হিসেবে কর্মরত ছিলাম। আমার উপর সোনালী ব্যাংক লি: এর ৮টি Corporate শাখা হইতে প্রেরিত বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব যাচাই বাছাইপূর্বক উপস্থাপন করিতাম। ইহা ছাড়াও ৪৫টি AD শাখার রপ্তানী সংক্রান্তে বিবরণী একত্রীভূত করার দায়িত্ব আমার উপর ২২/৫/২০১১ ইং সাল পর্যন্ত ছিল। বিভিন্ন AD শাখা থেকে প্রতিবেদন আসার পরে সেগুলো আমি একত্রিত করে Import section এ প্রেরন করতাম। উক্ত report জনাব মুখলেছুর রহমান Sr. Principal Officer এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ বরাবরে উপস্থাপন করা হইত। আমি দায়িত্ব পালন কালে AD শাখা সমূহ হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে কোন অস্বাভাবিক তথ্যাদি আমার দৃষ্টি গোচর হয় নাই। শেরাটন শাখা হইতে প্রেরিত তথ্যাদি যাচাই বাছাই পূর্বক তথ্যাদি কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিতাম। আমার কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সিদ্ধান্ত পাওয়ার সংশ্লিষ্ট শাখাকে অবহিত করিতাম। সোনালী ব্যাংক লি: শেরাটন শাখায় ঋণ সংক্রান্তে যে অনিয়ম হয়েছে উহা দেখার দায়িত্ব ছিল AD শাখার Inspection & Monitering cell এর উপর। উক্ত অনিয়ম ও গুলো দেখার দায়িত্ব ছিল GM Office Principal Office, Commercial Audit ও বাংলাদেশ ব্যাংকের। ইহাই আমার জবানবন্দী।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামী মাইনুল হক এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমি Sr Executive Officer হিসেবে ITFD তে কর্মরত ছিলাম। শেরাটন শাখার সংক্রান্তে অনিয়ম এর বিষয়ে দেখার দায়িত্ব ছিল ITFD এর Inspection & Monitering cell, commercial Audit, GM Office, Principal Office রমনা এর উপর এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর। ঋণ অনিয়ম যাচাই সংক্রান্তে ITFD এর কোন দায়িত্ব ছিল না। আসামী মির মহিদুর রহমান এর এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমি ITFD তে ১৬/৬/২০০৮ থেকে আমি এখনও কর্মরত আছি। ITFD তে আমি Operation Policy তৈয়ারী করার বিষয়ে কাজ করতাম। আমি AD শাখা থেকে APBN, PSC Demand hoar ইত্যাদি বিষয়ে প্রাপ্ত হইয়া Note sheet এ উপস্থাপন করিতাম। আমার দায়িত্ব কালে শেরাটন শাখার Performance এর বিষয়ে কোন অস্বাভাবিক পাই নাই। শেরাটন শাখার Import performance এ অস্বাভাবিক থাকলেও ITFD উহা আমলে নেয় নাই। আসামী শেখ আলতাফ ও শফিজ উদ্দিন এর এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমি সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ITFD এর Export Section এ কর্মরত ছিলাম। ITFD এর অধীনে Export section ছাড়াও Import section এবং AD Branches Inspection & Monitering cell আছে। উক্ত section এর কাজের পরিধি ও জনবল ও আলাদা হয়। হোটেল শেরাটন শাখা হইতে আসা ব্যবসায়িক তথ্যাদি comparative Export & Import Performance of AD Branches এর মাধ্যমে Managing Director বরাবরে উপস্থাপন করা হইত। উক্ত রিপোর্ট মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা Managing Director সাহেবের উপর ছিল। উক্ত Performance report এ উল্লেখিত তথ্যাদি সরেজমিনে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করে খতিয়ে দেখা এবং উক্ত ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহনের দায়িত্ব ছিল AD Branches Inspection & Monitering cell এর উপর আমি রিপোর্ট এ বর্নিত তথ্যাদি যাচাই করার দায়িত্ব এক্সপোর্ট এন্ড ইমপোর্ট শাখায় ছিলাম। AD Branches গুলোর বিভিন্ন প্রস্তাব ব্যাংকের ব্যবসায়িক ও বিনিয়োগ কমিটির প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী প্রদান করত। আসামী কামরুল হোসেন খাঁন এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, ২৩/৫/২০১১ ইং তারিখ পর্যন্ত ১৬/৬/২০০৮ ইং তারিখ থেকে আমার দায়িত্ব কালে AD শাখা সমূহ থেকে প্রেরিত Performance statement এর মধ্যে কোন অনিয়ম পাই নাই। আসামী মোতাহার হোসেন চৌধুরী ও ফাহমিদা আকতার এর পক্ষে জেরা Declined হয়। পি ডব্লিউ- ২৩ মো: আসাদুজ্জামান, Executive Officer আর্ন্তজাতিক অর্থায়ন বিভাগ-২, সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। Sr. Principal Office Sonali Bank Ltd প্রধান ঢাকা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ১৪/৯/১৯৯৮ ইং সালে সোনালী ব্যাংক এ অফিসার হিসেবে যোগদান করি। আমি চকবাজার শাখা ঢাকার প্রথম যোগদান করি। ২০০২ সালে বদলী হয়ে ওরেজ আর্নার কর্পোরেট শাখায় যোগদান করি। ২০০৫ সালে আমি Promotion পাইয়া Sr. Officer হই। ২০১০ সালে Executive Officer হিসেবে আমি পদোন্নতি পেয়ে ২৮/৬/২০১০ সালে প্রধান কার্যালয়ের আর্ন্তজাতিক বানিজ্য অর্থায়ন বিভাগ আমদানী শাখায় যোগদান করি। আমি সেখানে যোগদানের পর অফিস হইতে দপ্তর আদেশ দেওয়া হয়। উক্ত দপ্তর আদেশে সিলেট GM office এর আওতাধীন সকল এডি শাখা এবং ঢাকার চকবাজার গ্রীনরোড সোনালী ব্যাংক AD শাখার আমদানী ঋণ তথ্য Limp LTR ঋণ মঞ্জুরী। নবায়ন বর্ধিত করণ ইত্যাদি সংক্রান্তে প্রস্তাব নথীতে উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। আমি Executive office হিসেবে কর্মরত থাকায় আমি উপস্থাপিত নথীতে স্বাক্ষর করার ক্ষমতা ছিল না। ফলে আমার শাখার Sr. Executive officer (AGM) সাহেব উক্ত

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উপস্থাপিত নথীতে স্বাক্ষর করিত। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সাপ্তাহে আমার বিভাগের ডিজিএম শেখ আলতাফ হোসেন আমাকে তাঁহার চেম্বারে ডেকে নিয়া বলেন যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাহেব বলেছেন যে এখন থেকে সকল এডি শাখা থেকে Foreign Exchange Business Position তৈরী করে দিতে হবে।" তখন আমি ডিজিএম স্যারকে প্রশ্ন করি যে উহা কিভাবে করতে হবে। উনি তখন আমাকে চেম্বারে বসিয়ে সাদা কাগজে ফরমেট এর খসড়া তৈরী করে দেন। উক্ত ফরমেট অনুযায়ী প্রতিদিন শাখার লেনদেন শেষ হওয়ার পরপরই টেলিফোনের মাধ্যমে সকল AD শাখা হইতে তথ্যাদি আনার জন্য মৌখিক নির্দেশাবলী প্রদান করেন। আমি ডিজিএম সাহেবের মৌখিক নির্দেশে আদিষ্ট হইয়া প্রতিদিন বিকাল ৫টায় সকল এডি শাখা হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদি যেমন LIMP, PAD (‡Quov) against document) LTR (Loan against Trust Receipt) Force Loan ABN (Foreign Bill Negotiation) PSC (Pre-shipment Credit) এবং Inland Bill Purchase) ইত্যাদি সংক্রান্তে ঋণ সমূহের OV & due Ges Outstanding Position একই সঙ্গে উক্ত তারিখে এডি শাখা কর্তৃক L/C Payment এর পরিমান ইত্যাদি সংক্রান্তে তথ্যাদি টেলিফোনের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিয়া আসা হইত। টেলিফোনের প্রাপ্ত প্রতিটি AD শাখা ভিত্তিক তথ্যাদি সন্নিবেশিত করে এবং উক্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে Summary sheet প্রস্তুত করা হইত। পরের দিন সকালে সাদা কাগজে Computer হইতে Print করে ৮টি কপি প্রিন্ট করা হইত। ৮ কপি থেকে ৭ কপি বিভাগের তৎকালীন ডিজিএম শেখ আলতাফ হোসনের নিকট দাখিল করিতাম এবং একটি কপি Office Copy হিসেবে সংরক্ষণ করা হইত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আমার জমারত বিবরণী মৌখিক নির্দেশ ডিজিএম শেক আলতাফ হোসেনের থাকার কারনে উক্ত উক্ত বিবরনীতে আমার স্বাক্ষর প্রদানের কোন সুযোগ ছিল না। একই সঙ্গে আমার দাখিল কৃত ডিজিএম সাহেবের নিকট বিবরনী কখনও আমার নিকট ফেরৎ আসত না এবং কর্তৃপক্ষের কোন নির্দেশ ও দেওয়া থাকত না। আমার উক্ত বিষয়ে কোন মতামত প্রদানের সুযোগ ছিল না উক্ত প্রতিবেদনটি ডিজিএম শেখ আলতাফ হোসেনের মৌখিক নির্দেশ এর কারনে ৯ই ফেব্রুয়ারী:/২০১২ সাল থেকে শুরু হয় এবং ১৩/৬/১২ সালে উক্ত প্রতিবেদনের কার্য্য ক্রম সমাপ্ত হয়। ইহাই আমার জবানবন্দী। আসামী মাইনুল হক সাহেব এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, এডি শাখা হইতে Business Position সংক্রান্তে তথ্যাদি ও বৈদাশিক বানিজ্য সংক্রান্তে ঋণ প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ের ডিজিএম IIFD বরাবরে প্রেরিত হয়। আমার জবানবন্দীতে উল্লেখ করেছি যে ব্যবসায়ীক তুলনা মূলক চিত্র উল্লেখ করে ডিজিএম ITFD বরাবর উপস্থাপন করা হইত। উক্ত Business Position বিবরনী সিট এ এডি শাখার বৈদাশিক বানিজ্য সংক্রান্তে grand total figure থাকত। একক প্রতিষ্ঠানের কোন দায় দেনার কথা উল্লেখ থাকে না। উক্ত বিবরনীতে কোন গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নামও থাকে না। আমি সাক্ষ্যে সাবেক DGM মাইনুল হক এর নাম উল্লেখ নাই। আসামী মির মহিদুর রহমান এর এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, ঘটনার সময় আমি প্রধান কার্যালয় ITFD তে কর্মরত ছিলাম। ৯/২/১২ ইং হইতে ১৩/৬/২০১২ ইং তারিখ পর্যন্ত আমি সকল এডি শাখা হইতে বৈদাশিক বানিজ্য ঋণ সংক্রান্তে তথ্যাদি সংগ্রহ করিতাম। আমি প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে ৮ কপি প্রতিবেদন প্রস্তুত করতাম। উক্ত কপির মধ্যে ৭ কপি ITFD এর ডিজিএম এর নিকট জমা দিতাম এবং ১ কপি অফিস কপি হিসেবে রেখে দেওয়া হইত। আমি তথ্যাদি উপস্থাপনের ভিত্তিতে শেরাটন শাখার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ প্রাপ্ত হই নাই। আসামী শেখ আলতাফ হোসেন এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমি ITFD এর Export Section এ কর্মরত ছিলাম। ITFD এর কার্য্যক্রম Export section, Import section এবং AD Branches Inspection & Monitoring এর মাধ্যমে সমন্বিতভাবে পরিচালিত হইত। উক্ত তিনটি section এ কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের ধরন আলাদা ছিল। হোটেল শেরাটন শাখার PSC ঋণ সংক্রান্তে

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মামলা তবে মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল নই। আমি ডিজিএম শেখ আলতাফ হোসেন এর নির্দেশে Business Position তৈয়ারী করা হয়। Business Position প্রতিবেদন ১ কপি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ৫ কপি তৎকালীন ডিএমডি দেরকে সরবরাহ করা হইত। তবে কখনও কখন ডিজিএম শেখ আলতাফ হোসেন ব্যস্ত থাকলে আমাকে নিয়া উক্ত ৫ কপি বিভিন্ন কর্মকর্তার কাছে সরবরাহ করা হইত। উক্ত Business Position প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাহেবের ছিল কিনা উহা আমি বলিতে পারিব না। ঋণ প্রস্তাবনা সমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা বিভাগীয় জিএম ডিএমডি এমডি এবং বোর্ড এফ ডিরেক্টরদের ছিল। ITFD এর ডিজিএম এর ঋণ অনুমোদনের কোন ক্ষমতা নাই। প্রাপ্ত তথ্যাদিতে ঋণ এর দায় দেনা খতিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব AD Branches Inspection & Monitering cell এর উপর ছিল। Business Position এর মধ্যে একক কোন প্রতিষ্ঠানের দায় দেনার উল্লেখ থাকে না। ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাহেবের নির্দেশে তদারকিমূলক কার্যাদি ডিজিএম শেখ আলতাফ হোসেন প্রতিপালন করে। আসামী শফিজউদ্দিন এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আসামী মির মহিদুর রহমান কর্তৃক গৃহীত জেরা Adopt করা হয়। আমি বিভিন্ন এডি শাখা হইতে আমদানী ও রপ্তানী সংক্রান্তে ঋণ এর বিষয়ে দৈনিক যে তথ্যাদি সংগ্রহ করতাম। উহা এজিএম শফিজ উদ্দিন সাহেবের কাছে উপস্থাপন হইত না। আসামী কামরুল হোসেন খাঁন পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমার Controlling Authority ছিল ডিজিএম শেখ আলতাফ হোসেন আমি রিপোর্ট সাদা কাগজে প্রস্তুত করে দিতাম আমি টেলিফোনে যে তথ্যাদি সংগ্রহ করতাম উহার সমর্থনে আমার কাছে কোন প্রমানাদি নাই। ITFD এর কাজ ছিল AD শাখা থেকে আসা আমদানী রপ্তানী সংক্রান্তে ধন প্রস্তাব ITFD এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ বরাবরে উপস্থাপন করা হয়। ইহা সত্য নহে যে আমি সাদা কাগজ এডি শাখার ঋণ সংক্রান্তে কোন রিপোর্ট উপস্থাপন করিতাম না। ইহা সত্য নহে যে, আমি ITFD এর ইমপোর্ট শাখায় যোগদানের পর থেকে দেখেছি সকল এডি শাখার ইমপোর্ট সংক্রান্তে যাবতীয় কার্য্যক্রম Supervise করার দায়িত্ব ITFD এর Import শাখায় উপর ছিল। আসামী মোতাহার হোসেন চৌধুরী ও ফাহমিদা আকতার শিখা এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, Business position প্রতিবেদন সংক্রান্তে ৭টি কপি আমি ডিজিএম বরাবরে জমা দিতাম উহা আদালতে আছে কিনা উহা আমি জানি না। মামলার ঘটনা কত তারিখ থেকে কত তারিখ পর্যন্ত উহা আমি বলিতে পারিব না। মামলাটি কি অভিযোগে দায়ের করা হয় উহা আমি বলিতে পারিব না। Business Position প্রতিবেদনের মধ্যে কোন একক প্রতিষ্ঠানের দায় দেনার বিষয়ে উল্লেখ থাকত না। Business Position প্রতিবেদনের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ ছিল না। পি ডব্লিউ- ২৪ মোহাম্মদ শফিউল আজম Sr. Officer, সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। আর্ন্তজাতিক বানিজ্য অর্থায়ন বিভাগ। বর্তমানে Principal Officer সোনালী ব্যাংক লিঃ ITFD-২ঢাকা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ২২/৫/২০১১ ইং থেকে সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের International Trade Finance Division কর্মরত আছি। আমি ২৩/৫/১১ ইং তারিখের অফিস আদেশ ৬২২ তাং ২৩/৫/২০১১ মূলে Sr. Executive Officer জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান শেখ ও Sr. Executive Officer জনাব মোঃ মোখলেছুর ও Executive Officer জনাব সোহরাব হোসেন সহযোগী হিসেবে কাজ করিতেছিলাম। সোনালী ব্যাংকের বিভিন্ন এডি শাখা থেকে প্রাপ্ত রপ্তানী প্রতিবেদন ABPN, PSC I Force loan, over due accepted bill over due accepted bill. প্রত্যাশিত রপ্তানী বিল আসার পরে আমি নির্দিষ্ট ফর্মে হুবহু তুলে আমি Executive Officer জনাব মোঃ সোহরাব হোসেনের কাছে উপস্থাপন করতাম। তিনি বিধি মোতাবেক পরীক্ষা করে আমার নিকট পুনরায় ফেরৎ দিত। আমি উহার একটি Soft copy আমি রেখে দিতাম এবং অপর একটি কপি

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আমদানী রপ্তানী প্রতিবেদন তৈয়ারী করার জন্য Executive Officer আমদানী শাখায় কর্মরত হানিফ আহমেদ এর কাছে প্রেরন করতাম। আমি উক্ত কাজ গুলো ছাড়াও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অন্যান্য কাজ গুলো করতাম। ইহাই আমার জবানবন্দী। আসামী মাইনুল হক এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমি এডি শাখা সোনালী ব্যাংক লিঃ থেকে প্রাপ্ত বৈদেশিক বানিজ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন বা performance Note sheet উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে উপস্থাপন করতাম। performance Note sheet সামগ্রিকভাবে এডি শাখা সমূহের বিগত মাসের তুলনায় শাখার অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত থাকে। সেই কারনে Comparative Import & Export Performance of AD Branches বলা হয়। performance Note sheet এ কোন একক প্রতিষ্ঠানের দায় উক্ত দেনা থাকে না, performance Note sheet এ কোন ঋণ গ্রহীতা বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও থাকেনা। আসামী মির মহিদুর রহমান এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ITFD এর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কোন দিক নির্দেশনা পাই নাই। আসামী শেখ আলতাফ হোসেন ও শফিজউদ্দিন এর পক্ষে জেরাকালে বলেন যে, আমি ITFD এর Export section এ কর্মরত ছিলাম। ITFD এর অধীন Export section ছাড়াও Import section এবং AD Branches Inspection & Monitoring cell আছে। উক্ত ৩টি section এর কাজ ও জন বল আলাদা ছিল। Comparative Export & Import performance of AD Branches report প্রস্তুতের জন্য Import section এ প্রেরন করতাম। উক্ত Performance report Managing Director বরাবরে পাঠানো হইত। উক্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে Managing Director সাহেব দিক নির্দেশনা দিতেন। ITFD এর পুরা বিভাগকে। উক্ত রিপোর্ট এর এডি শাখার এক গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের দায় দেনা থাকত না। আমাদের Performance report এর ভিত্তিতে সন্নিবেশিত দায় দেনা কি কারনে সৃষ্টি হয়। এবং কিভাবে ও পদ্ধাতিতে দায় দেনা রাশ বৃদ্ধি পায় উহা সরেজমিনে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করে খতিয়ে দেখার দায়িত্ব Inspection I Monitering cell এর উপর ছিল। আসামী কামরুল হোসেন খাঁন এর পক্ষে জেরাতে বলেন যে, আমি মামলার ঘটনার বিষয়ে কিছু জানিনা। আসামী মোতাহার হোসেন চৌধুরী ও ফাহমিদা আকতার শিখার এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমার দপ্তরে আসা এডি শাখা থেকে Export সংক্রান্তে তথ্য সন্নিবেশিত করে একটি copy রেখে দিতাম। উক্ত অফিস কপি সফট কপি হিসেবে রেখে দিতাম। উক্ত কপি আজকে আদালতে নাই। আমি তথ্য গুলো সংগ্রহ করে দিতাম তবে উহার মধ্যে আমার কোন নিজস্ব মতামত প্রদান বা স্বাক্ষর করার ক্ষমতা ছিল না। পি ডব্লিউ-২৫-কে,এম, ওয়াহেদুল হক সজল, AGM আন্তজার্তিক বানিজ্য ও অর্থায়ন বিভাগ, সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। বর্তমানে DGM কৃষি ঋণ বিভাগ, ঢাকা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ০১/১/২০১৪ ইং তারিখ বিকাল ৫.৩০ ঘটিকার সময় দুর্নীতি দমন প্রধান কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক ও তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মো: নাজমুস ছায়াদাত প্রধান কার্যালয় সোনালী ব্যাংকে আসে। রমনা মডেল থানার মামলা নং-২৫, তাং-১/১/২০১৩ সংক্রান্ত ব্যাংকে এসে কিছু কাগজপত্র চায়। তাহার চাহিদা মোতাবেক ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক গত ০৯/১/১৪ ইং তারিখের প্রস্তুত কৃত জব্দ তালিকায় ৫(ক) এ বর্নিত আলামত গুলো উপস্থাপন করি। এবং উহার এক কপি আমি গ্রহন করি। আলামতের জব্দ তালিকা প্রস্তুত করে জব্দ তালিকায় আমার স্বাক্ষর গ্রহন করে। এই সেই জব্দ তালিকা এবং আমার স্বাক্ষর শেষের পাতায় আছে। ৫(ক) নং ক্রমিকে (১) সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয় ঢাকা কর্তৃক হোটেল শেরাটন শাখার গ্রাহক DNS Sports Ltd এর নামে L/C ও PSC এর Limit মঞ্জুরী/নবায়ন সংক্রান্ত নথী মোট ৩১৫ পাতা যাহার মধ্যে অত্র মামলার সংক্রান্তে মঞ্জুরী পত্র

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১ পাতা ও নোট সিট ১৮ পাতা। (ন) DNS Sports Ltd এর পরিচালক ফাহমিদা আকতার কর্তৃক ০৪/১০/২০১২ ইং তারিখে সোনালী ব্যাংক লি:এর MD ও CEO বরাবরে দাখিলকৃত আবেদন পত্র-২ পাতা। ৫(খ) সোনালী ব্যাংক লি: শেরাটন শাখা থেকে প্রেরিত Import business Information Nov/2010 থেকে April/2012 পর্যন্ত রেকর্ডের Attested Photo copy ৬১ পাতা। (গ) সোনালী ব্যাংক লি: হোটেল শেরাটন শাখা সহ অন্যান্য শাখার আন্তজার্তিক বানিজ্য অর্থায়ন বিভাগের Monthly Performance Note sheet জুলাই ২০১০ থেকে April/2012 পর্যন্ত record এর সত্যায়িত Photo copy ১০০ পাতা। (ঘ) Sonali Bank Ltd Sheraton Hotel Branch, Dhaka Monthly export position statement July/2010 থেকে Nov/2011 এবং January/2012 থেকে April/2012 পর্যন্ত record এর সত্যায়িত Photo Copy ১৮১ পাতা। (ঙ) Daily Business Position of Foreign Exchange Branch ৯/২/১২ Feb থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত মোট ৮৫ পাতার Attested Photo copy. (চ) Sonali Bank Ltd Head Office Dhaka এর আন্তজার্তিক বানিজ্য অর্থায়ন বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কার্য্য সম্পাদন দপ্তর আদেশ। স্মারক নং- ITFD/সংস্থাপন তারিখ ২২/৩/২০০৯ ৬ পাতা। স্মারক নং-ITFD সংস্থাপন ১০০২ তাং ১/৮/২০০৯-১ পাতা। স্মারক নং-১০০৮ তাং ৩/৯/২০০৯-১ পাতা। স্মারক নং-১৪২০ তাং ২২/৭/১০-১ পাতা। স্মারক নং-১৭১৭ তাং-২৩/৫/১০-১ পাতা। স্মারক নং-৩০০০ তাং ২০/১২/২০১০-২ পাতা। স্মারক নং-১৭১৮ তাং ২৩/৯/১০-১ পাতা। স্মারক নং-৩০৮০ তাং ২০/১২/১০-১ পাতা। স্মারক নং-১৮১ তাং-০৭/২/২০১১-১ পাতা। স্মারক নং-৩২৮, তাং-২১/৪/১১-১ পাতা। স্মারক নং-৫২৬ তাং-০২/৫/১১-১ পাতা। স্মারক নং-১০১৭, তাং-০৭/৯/২০০৯-১ পাতা। স্মারক নং-৬০২, তাং-১৪/২/২০১০-৪ পাতা। স্মারক নং-৬২২(৩), তাং-২৪/৫/১০-১ পাতা। স্মারক নং-১৪০৮, তাং-১২/১২/১০-১ পাতা। স্মারক নং-৬২২, তাং-২৩/৫/১১-১ পাতা। স্মারক নং-১৭১, তাং-০১/৮/২০১১-২ পাতা। স্মারক নং-৪৯৬, তাং-২৯/৯/১১-১ পাতা। মোট ২৮ পাতার Attested Photo copy আদালতে দাখিল করিতাম। ৫(ছ) Sonali Bank Ltd Gi Delegation of discretionary power book Ltd. নং ৩ তাং ২৪/১/২০১০, ৫০ পৃষ্ঠা (পাতা ২৮)। ৫(জ) Sonali Bank Ltd আন্তজার্তিক বানিজ্য ও অর্থায়ন বিভাগ প্রধান কার্যালয় ঢাকা আমদানী রপ্তানী বানিজ্যের প্রস্তাবনা প্রনয়নের guide line ৬ পাতা Attested Photo Copy. ৫(ঝ) স্মারক নং-৬৬৮, তাং-৩০/১০/২০১১ মূলে AD শাখা সমূহের জন্য অনুসরনীয় নির্দেশনাবলী ৯ পাতা Attested Photo copy. ৫(ঞ) Sonali Bank Ltd Hotel Sheraton Branch ঢাকা এর বৈদাশিক বানিজ্যর লেনদেন অর্থায়ন কার্য্যক্রমের উপর পরিচালিত মো: শফিজ উদ্দিন DGM, ASM Abdul Latip Executive Officer, ও Md. Anisuzzaman

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Executive Office কর্তৃক ০৯/৭/১২ ইং তারিখে general Manager ITFD বরাবর দাখিলকৃত বিশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদন সত্যায়িত Photo copy ৬৫ পাতা। ৫(ট) Sonali Bank Ltd Hotel sheraton শাখার উপর পরিচালিত ফাইকুল শামসুল আলম এন্ড কোম্পানী চার্টার Accountant কর্তৃক ৮/৮/২০১২ তারিখে Chairman Audit committee Sonali Bank Ltd Dhaka বরাবর দাখিলকৃত Functional Audit report সত্যায়িত Photo copy ৪২ পাতা। ৫(ঠ) Bangladesh Bank Head Office ঢাকা ১৮/৮/২০১০ মোতাবেক প্রেরিত Sonali Bank Ltd. Hotel Sheraton Branch ঢাকার ১৩তম বিশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদন ৫২ পাতা। ৫(ড) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয় ঢাকার ২২/১০/২০১২ মোতাবেক প্রেরিত সোনালী ব্যাংক লিঃ হোটেল শেরাটন শাখা ঢাকার উপর ৩১/৩/১২ ইং তারিখ স্থিতি ভিত্তিক ১৪তম বিশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদন ১১৮ পাতা। ৫(ঢ) Sonali Bank Ltd প্রধান কার্যালয় ঢাকার এরঃ- (১) স্মারক নং থেকে (২৫) নং স্মারক ৫৩ পাতা Attested photo copy আদালতে দাখিল করিলাম। (প্রদঃ ১২ সিরিজ) আসামী মাইনুল হক এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমি Sonali Bank Ltd প্রধান কার্যালয়ে ITFD এর AGM ছিলাম। আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে Performance Note sheet এর মাধ্যমে শাখার ব্যবসার অগ্রগতি সংক্রান্তে তথ্যাদি উপস্থাপন করতাম। ITFD কর্তৃক পর্যালোচনাকৃত Performance Note sheet এর মধ্যে বিগত মাসের তুলনায় AD শাখার বৈদাশিক বানিজ্য সংক্রান্তে ব্যবসার অগ্রগতি সংক্রান্তে উল্লেখ থাকে। Performance Note এর মধ্যে কোন একক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোন দায় দেনা থাকে। কোন ঋণ গ্রহীতা ও প্রতিষ্ঠানের নাম ও থাকে না। জব্দ তালিকার মধ্যে এজিএম শফিজউদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে গঠিত এডিট টিম দ্বারা ০৯/৭/২০১২ ইং দাখিলকৃত শেরাটন শাখায় পরিদর্শনের প্রতিবেদন আছে। এজিএম শফিজউদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে গঠিত পরিদর্শন টীম কর্তৃক শেরাটন শাখায় সংগঠিত অনিয়ম উদঘাটিত হয়। আসামী মির মহিদুর রহমান এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমার দাখিলা কাগজপত্রে আসামী মীর মহিদুর রহমানের নাম নাই। আমার দাখিলকৃত কাগজপত্রের মধ্যে জিএম অফিস এর কোন কাগজপত্র নাই। শেরাটন শাখা সোনালী ব্যাংক লিঃ সহ সকল এডি শাখার অনিয়ম এডিট করে উদঘাটন করার জন্য ITFD এর অধীনে Inspection & Monitering cell আছে। প্রতি ৪ মাস অন্তর অন্তর এডিট করার দায়িত্ব মনিটরিং সেল এর ছিল। ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ সাল পর্যন্ত কোন এডিট হয় নাই। আসামী শেখ আলতাফ হোসেন ও শফিজউদ্দিন এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, BTBLC ও PSC এর Limit ITFD এর DGM অনুমোদন করে না ইহা সত্য নহে। Import, Export section থেকে AD শাখা সমূহ হইতে বৈদাশিক বানিজ্য কার্যালয় পরিচালনায় Policy প্রনয়ন করে তদারকি ও মনিটরিং সংক্রান্ত বিষয়ে সময়ে সময়ে Issue কৃত circular ও পরিপত্র আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়। circular এর নির্দেশ মেনে ব্যবসা করছে কিনা উহা সরেজমিনে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করে খাতায় দেখার দায়িত্ব ছিল AD Branches Import & Monitering cell এর দায়িত্ব। ঘটনার সময় জুলাই/২০১১ থেকে তৎপরবর্তীতে আলাদা ২ জন ডিজিএম দায়িত্ব পালন করেন। আলতাফ হোসেন এর সরেজমিনে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনিয়ম দায়িত্ব ছিল না। ২৬/১/২০১২ ইং তারিখে ডিজিএম আবু জাফরকে দলনেতা করে শেরাটন শাখা এডিট করার জন্য team গঠন করা হয়। উক্ত Team Audit team এর ৫ জন সদস্য ছিল। chartered Account কর্তৃক রিপোর্ট এর মধ্যে রিপোর্ট এর মধ্যে বলা আছে যথা সময়ে এডিট না করে কালক্ষেপন করে। আসামী শফিজ উদ্দিন এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আসামী শেখ আলতাফ কর্তৃক জেরা Adopted Hotel Sheraton শাখা সহ সকল এডি শাখা হইতে প্রাপ্ত

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মাসিক বিবরনীর তথ্যাদি সন্নিবেশকরে প্রস্তুত কৃত মাসিক Performance Note Sheet AGM শফিজ উদ্দিন স্বাক্ষর করেন। তাহার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মূল্যায়ন ও নির্দেশনার জন্য উপস্থাপন করেছে। শফিজউদ্দিন আহমেদ ITFD Export Section এ AGM হিসেবে কর্মরত ছিল। শফিজ উদ্দিন সাহেবের AGM হিসেবে প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল না- ইহা সত্য। আসামী কামরুল হোসেন এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আসামী কামরুল হোসেন খাঁন এর Audit report আমি আদালতে উপস্থাপন করি নাই। জব্দকৃত কাগজপত্র ITFD কর্তৃক Related হয়। জব্দ তালিকা আমি প্রস্তুত করি নাই। জব্দ তালিকায় উল্লেখিত কাগজের আমি Maker নই। আসামী মোতাহার হোসেন ও ফাহমিদা আখতার শেখার পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, জব্দ তালিকার ৫(ক) নং ক্রমিকে উল্লেখিত কাগজপত্রের মধ্যে DNS sport এর ঋণ নবায়ন, ঋন মঞ্জুরী সংক্রান্ত কাগজপত্র আছে। আমাদের দপ্তর প্রতিবেদন ও আছে। জব্দ তালিকার ৫(ক) নং ক্রমিকে উল্লেখিত কাগজপত্রের মধ্যে DNS sport এর অনিয়ম সংক্রান্ত কিছু আছে কিনা উহা সবাই বাছাই এর দায়িত্ব আমার নহে। DNS Sport এর পরিচালক ফাহমিদা আখতার PSC Limit ৭০ লক্ষ থেকে বর্ধিত করে ২ কোটি টাকা উন্নতি করার আবেদন করে ৪/১০/১২ ইং তারিখে উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে আমাদের অফিস থেকে পিএসসি লিমিট বর্ধিত করণ বিষয়ে মঞ্জুর বা নামঞ্জুর হওয়ার তথ্য সম্পর্কে আমি কিছু জানিনা। ইহা সত্য নহে। ব্যাংক যথাযথভাবে পিএসসি লিমিট ৭০ লক্ষ থেকে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। ইহা সত্য নহে যে, আমরা মিথ্যা ভাবে আসামীদের মামলায় জড়িত করি। জব্দ তালিকা ৫(ট) নং ক্রমিকে একটা এডিট রিপোর্ট C/A firm কর্তৃক প্রস্তুত কৃত C/A firm কর্তৃক প্রস্তুত কর্তৃক প্রস্তুত এডিট রিপোর্ট এর মধ্যে DNS Sport এর বিষয়ে কোন মন্তব্য আছে কিনা উহা আমি বলতে পারিব না। পি ডব্লিউ-২৬ মো: শফিকুল ইসলাম, Sr. Officer (II) সোনালী ব্যাংক লি: জিএম অফিস জেলা-ঢাকা। বর্তমানে Principal sr. officer সোনালী ব্যাংক লিঃ ক্যান্টনমেন্ট শাখা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, আমি ২০০৫ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত জিএম অফিস সোনালী ব্যাংক লি: ঢাকায় M/S statistic Division এ কর্মরত ছিলাম। আমার দায়িত্ব ছিল জিএম অফিস ঢাকার নিয়ন্ত্রনাধীন বিভিন্ন Principal office হইতে F-12 ও ৮৫ কলাম Statement সংগ্রহ করে কম্পিউটার এর নির্দিষট সফটওয়্যার এন্ট্রি দিয়ে Consolidate করে প্রধান কার্যালয়ের M/S statistic Division এ এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর এর সবিচালয়ে ৮৫ কলাম এর প্রতিবেদন প্রেরন করতাম এবং এফ-১২ Consolidate করে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরন করতাম। উক্ত বিষয়ে কোন কাজ পর্যালোচনায়র জন্য দপ্তর নির্দেশ আকারে জিএম কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনের জন্য কোন নির্দেশ ছিল না। ইহাই আমার জবানবন্দী। আসামী মইনুল হক এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, এফ-১২ জিএম অফিস এর মাধ্যমে Central Accounts Division প্রেরিত হয়। কলাম ৮৫ ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাহেবের সচিবালয়ে প্রেরিত হয়। কলাম-৮৫ ও এফ-১২ Internal Trade Financier Division এ প্রেরিত হয় না। আমি জবানবন্দীতে সাবেক ডিএমডি মাইনুল হক সাহেবের নাম বলি না, তা নয়। আসামী মির মহিদুর রহমান এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমি ঘটনার সময় জিএম অফিস ঢাকায় M/S and statistics section এ কর্মরত ছিলাম। এফ-১২ ও কলাম-৮৫ জিএম অফিস ঢাকা এর নিকট উপস্থাপনের কোন বিধান ছিল না। আসামী শেখ আলতাফ হোসেন ও শফিজ উদ্দিন এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আসামী মাইনুল হক সাহেবের জেরা Adopted হয়। এফ-১২ ও কলাম-৮৫ বিবরনী সম্পর্কে আমার ধারনা আছে। আসামী কামরুল হোসেন খাঁন এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, মামলার ঘটনার তারিখ ও সময়কাল সম্পর্কে আমার ধারনা নাই। আমি আদালতে আজকে কোন কাগজ

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দাখিল করি নাই। মামলার ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানিনা। আমি তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট জবানবন্দী প্রদান করি। আসামী মোতাহার হোসেন চৌধুরী ও ফাহমিদা আখতার শেখার পক্ষে জেরা Declined হয়। পি ডব্লিউ- ২৭ মোঃ সিরাজুল ইসলাম (চৌধুরী)। Sr. Executive Officer সোনালী ব্যাংক লি: GM office Dhaka বর্তমানে AGM সোনালী ব্যাংক শিল্প ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা। অত্র সাক্ষীর জবানবন্দী PW-২৬ এর সহিত Tender হয়। আসামী মাইনুল হক এর পক্ষে জেরা Declined হয়। আসামী মীর মহিদুর রহমান এর পক্ষে জেরা: Declined হয়। আসামী আলতাফ হোসেন ও শফিজ উদ্দিন এর পক্ষে জেরা: Declined হয়। আসামী কামরুল হোসেন এর পক্ষে জেরা Declined হয়। আসামী মোতাহার হোসেন চৌধুরী ও ফাহমিদা আখতার শিখা এর পক্ষে জেরা Declined হয়। পি ডব্লিউ-২৮ সৈয়দ আশরাফুল আলম, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক লি: প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। বর্তমানে DMD (PRR) Sonali Bank Ltd Dhaka তার জবানবন্দিতে বলেন যে, আমি ২০১৩ ইং সালে ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাহেবের Secretariat এ ডিজিএম হিসেবে কর্মরত থাকাকালে বিভিন্ন সোনালী ব্যাংক জিএম অফিস শাখা অফিস লোকাল অফিস, প্রিন্সিপাল অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি compile করে Managing Director সাহেবের নিকট মিটিং এর পূর্বে উপস্থাপন করা। ইহাই আমার জবানবন্দি। আসামী মাইনুল হক সাহেবের পক্ষে জেরা কালে বলেন, কলাম-৮৫, GM office এর মাধ্যমে Managing Director সাহেবের অফিসে প্রেরিত হয়। কলাম-৮৫ অনুযায়ী Managing Director সাহেব Meeting এ আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন করলে ব্যবস্থা নেওয়ার কাজ করতেন। আমি আসামী মাইনুল হক সাহেবের নাম আমার জবানবন্দীতে বলি নাই। আসামী মীর মহিদুর রহমান এর পক্ষে জেরা কালে বলেন ঘটনার সময় জুলাই ২০১১ সাল থেকে মে ২০১২ কিনা উহা বলতে পারিব না। ইহা সত্য নহে যে, ২০১১ জুলাই থেকে ২০১২ মে পর্যন্ত সময় F-12 ও কলাম-৮৫ বিবরনী শেরাটন শাখা সোনালী ব্যাংক লি: হইতে সকল এডি শাখা হইতে Managing Director এর সচিবালয়ে প্রেরিত হইত। ইহা সত্য নহে- যে, প্রতি মাসে F-১২ ও কলাম-৮৫ প্রতি এডি Branches হইতে প্রেরিত হওয়ার পর মিটিং হইত ম্যানেজিং ডিরেক্টর এর অফিসে আমি যদি Managing Director এ উপস্থিত থাকলে প্রসেডিং তথ্যাদি নোট করতাম। আসামী মীর মহিদুর রহমান শেরাটন শাখা সোনালী ব্যাংক লি: এর অস্বাভাবিক ঋণ বৃদ্ধির বিষয়ে বক্তব্য রেখে ডিজিএম (Manager) শেরাটন শাখার থেকে আসা বদলীর সুপারিশ করেছিল কিনা উহা আমার জানা নাই। আসামী মহিদুর রহমান সাহেব আমার সহিত সোনালী ব্যাংক লি: শেরাটন শাখা Manager DGM আজিজুর রহমান কে বদলীর কথা বলেছিল বলে আমার স্মারন পড়ে না। ইহা সত্য নহে যে, আমি সব কিছু জেনেও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিলাম। আসামী শেখ আলতাফ ও শফিজউদ্দিন এর পক্ষে জেরা কালে বলেন, আমি বিভিন্ন শাখা ও এডি শাখা সোনালী ব্যাংক লি: হইতে তথ্যাদি Compile করে Managing Director সাহেবের সামনে উপস্থাপন করিতাম। আসামী কামরুল হোসেন খান এর পক্ষে জেরা কালে বলেন, আমি Managing Director সাহেবের Secretariat এ DGM হিসেবে কর্মরত ছিলাম। তবে কোন সন থেকে উহা আমার মনে নাই। ২০১২ সালে আমি উক্ত অফিসে কর্মরত ছিলাম কিনা উহা আমার মনে নাই। আমি Managing Directorate এর Secretariat এ ৫ বছর

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		DGM ও GM হিসেবে কর্মরত ছিলাম। আমি ২০১০ সালে Managing Director এর Secretariat এ DGM হিসেবে কর্মরত ছিলাম না। আমি বিভিন্ন অফিস সোনালী ব্যাংক লিঃ হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করিতাম উহা আমি পর্যালোচনা করিতাম না। ইহা সত্য নহে যে, সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখা হইতে প্রেরিত রিপোর্ট এ দুর্নীতির বিষয়ে কোন বিষয় উল্লেখ আসত। ইহা সত্য নহে- যে শেরাটন হোটেল সোনালী ব্যাংক লিঃ এ সংঘঠিত দুর্নীতির বিষয়ে আমি অবগত ছিলাম। আমি বিশ্বসতার সহিত ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাহেবের সহিত কাজ করেছি। ইহা সত্য নহে- যে সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখায় সংগঠিত দুর্নীতির বিষয়ে আমি একজন সহযোগী ছিলাম ইহা সত্য নহে- যে আমি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এর আস্থাভাজন হওয়ায় ৬ বছর একই অফিসে চাকুরী করেছি। ইহা সত্য নহে- যে আমি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিলাম। আসামী মোতাহার চৌধুরী ও ফাহমিদা আখতার শেখার পক্ষে জেরা Declined হয়। পি ডব্লিউ- ২৯ আবুল বাসার, AGM সোনালী ব্যাংক লিঃ GM Office Dhaka বর্তমানে DGM শৃংখলা ও অপরাধ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ০৭/৬/২০১১ সাল থেকে ০৩/৫/২০১২ সাল পর্যন্ত GM Office ঢাকায় AGM হিসেবে কর্মরত ছিলাম। আমার অনেক দায়িত্বের মধ্যে Management Information system ও statistic division এবং CAD (Central Accounts Division) এ আমার কাজ ছিল। আমার সহিত আমার কাজ সম্পন্ন করার জন্য তৎকালীন সিনিয়র অফিসার জনাব জনাব শফিকুল ইসলাম ও Sr. Principal officer জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও SPO জনাব কাজী আমিনুল হক, আমি সোনালী ব্যাংক লিঃ এর বিভিন্ন Principal office, আঞ্চলিক কার্যালয় কর্পোরেট শাখা হইতে প্রাপ্ত F-12 ও কলাম-৮৫ এর প্রতিবেদন GM অফিস হইতে একত্রীভূত করে প্রদান কার্যালয়ের কলাম-৮৫ প্রধান কার্যালয়ের M/S Division ও Managing Director এর secretariat এ ও এফ-১২ Central Account Division আমরা উক্ত রিপোর্ট উপস্থাপনের সময় প্রেরিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিতাম না। আসামী মাইনুল হক সাহেবের পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, F-12 এগ অফিস এর মাধ্যমে Central Account Division এ প্রেরিত হইত। কলাম-৮৫ এগ অফিসের মাধ্যমে ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাহেবের Secretariat এ পাঠানো হইত। কলাম-৮৫ ও F-12 GM অফিস হইতে International Trade Finance Division এ পাঠানো হইত না আমার বক্তব্যে সাবেক ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাইনুল হক সাহেবের নাম উল্লেখ নাই। আসামী মির মহিদুর রহমান এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, F-12 ও কলাম-৮৫ বিবরনীতে কোন গ্রাহকের নাম উল্লেখ থাকে না। F-12, ও কলাম-৮৫ এর মধ্যে কোনটি Bad Loan উহা উল্লেখ থাকে না। এফ-১২ ও কলাম-৮৫ পর্যালোচনা করে জিএম সাহেবের কাছে উপস্থাপন করার কোন বিধান ছিল না। আমরা এফ-১২ ও কলাম-৮৫ সোনালী ব্যাংক লিঃ আঞ্চলিক অফিস। Principal Office ও কর্পোরেট শাখা হইতে online এ প্রাপ্ত হইয়া Online এ এফ-১২ প্রধান কার্যালয়ের সিএডি ও কলাম-৮৫ বিবরনী MiS ও MD সাহেবের Secreting এ পাঠানো হইত। কলাম-৮৫ এর উপর ভিত্তি করে GM office শাখা ব্যবস্থাপকদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হইত। আমি অনেক সভায় উপস্থিত ছিলাম। আসামী শেখ আলতাফ হোসেন ও শফিজ উদ্দিন এর পক্ষে জেরা আসামী মাইনুল হক এর পক্ষের জেরা Adopted হয়। আসামী কামরুল হোসেন খান এর পক্ষে জেরা কালে বলেন, অত্র মামলার ঘটনা আমি জানি না কারন আমি অত্র মামলার বাদী নই।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামী মোতাহার হোসেন চৌধুরী ও ফাহমিদা আখতার শেখার পক্ষে জেরা Declined হয়। পি ডব্লিউ- ৩০ এস.এইচ.এস আবু জাফর, Inspection & Audit দায়িত্বে ছিলেন Sonali Bank Ltd. A.D Branch & Monitoring Cell Head Office, Dhaka. তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ২৮/১১/২০১১ থেকে ০৪/৮/২০১২ পর্যন্ত Inspection & Audit Division-1 Sonali Bank Ltd Head Office এ কর্মরত থাকাকালে A.D Branch & Monitoring Cell দেখা শুনার দায়িত্বে ছিলাম আমি AD Branches এর Inspection পরিচালিত হইত উক্ত Cell হইতে। Hotel Sheraton শাখা ও গুলশান শাখা সোনালী ব্যাংক লিঃ আমরা Inspection করার জন্য Permission চাই ২০১২ সালের জানুয়ারী মাসে সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয় জি.এম (পরিদর্শন) এর নিকট অনুমতি চাই। জি.এম জনাব আলী হোসেন আমাদের উক্ত শাখা দুইটি Inspection এর ক্ষেত্রে DMD মাইনুল হক সাহেবের নিষেধাজ্ঞা আছে। পরে আবার ৪/৫ দিন পরে উক্ত জি.এম আলী হোসেন এর কাছে গেলে তিনি উক্ত দুইটি শাখা Inspection এর ব্যাপারে DMD মাইনুল হক সাহেবের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে পুনরায় একই কথা বলেন। পরবর্তীতে DMD ২ মাইনুল হক সাহেব আমাদের Inspection team পাঠানো যাবে না মর্মে আমাদের জানায়। International Trade Finance Division এর GM আ.ন.ম মাশরুর হুদা সিরাজী সাহেবকে বিষয়টি অবহিত করি এবং তাহাকে অসহযোগীতার কারনে উক্ত শাখা দুইটি Audit করা যাইতেছেনা এবং তাহাকে বলি যে, তাড়া তাড়ি উক্ত দুইটি শাখায় Inspection এর ব্যবস্থা করিতে বলি। পরে Inspection al Trade Finance Division থেকে উক্ত দুইটি শাখা Inspection করার জন্য Note পাশ করে। ০১/২/২০১২ ইং তারিখে সোনালী ব্যাংক লিঃ গুলশান ও লোকাল অফিসে Inspection টীম পাঠানো হয় এবং ০১/৪/১২ ইং তারিখে সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখায় Inspection Team পাঠানো হয়। ০৪/০৪/১২ ইং তারিখে DMD মাইনুল হক সাহেবের নির্দেশে উক্ত পাঠানো Audit Team ফেরৎ আছে পথের মধ্য থেকে। আমরা বিষয়টি জি.এম Inspection & Audit) কে অবহিত করে লিখিতভাবে Team Leader মোঃ শওকত আলী AGM সাহেব জানায়। ইহাই আমার জবানবন্দি। আসামী মাইনুল হক এর পক্ষে জেরা কালে বলেন, আমাকে দলনেতা করে Local office, Sheraton শাখা ও গুলশান শাখা Audit করার জন্য Managing Director সাহেব ২৬/১/২০১২ ইং তারিখে নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশনার মধ্যে Local office এর নাম সর্ব প্রথমে ছিল। Local office টি বৃহৎ শাখা হিসেবে Audit এর আওতায় আনা সঠিক নয়। বলে জানাই। আমি Foreign Exchange এ কখনও কাজ করি নাই। বিধায় শেরাটন শাখা Inspection এ গেলে কোন কাজ হবে না বলে এমডি মহোদয় কে লিখিত ভাবে জানাই। ২৬/১/২০১২ ইং তারিখে আদেশ বলে এমডি সাহেব প্রথমে Local office ও গুলশান শাখা Audit করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এমডি সাহেব এর নির্দেশ অনুযায়ী প্রথমে Local office ও গুলশান শাখা Audit এর জন্য ০১/২/২০১২ ইং তারিখে একই সঙ্গে দুই দপ্তর নির্দেশ ৩৩ ও ৩৪ জারী করা হয়। দুই মাস পরে ০১/৪/১২ ইং তারিখে অ শওকত আলীকে টিম লিডার করে ০৮/০৪/১২ ইং তারিখ থেকে শেরাটন শাখা Audit করার নির্দেশ প্রদান করেন। গুলশান শাখা Audit করে প্রতিবেদন দাখিল করতে ২ মাস সময় লেগে যায় বিধায় শেরাটন শাখা Audit করতে ২ মাস বিলম্ব হয়। AGM শওকত সাহেব গুরুতর অনিয়মের কারনে ১ বছর ৩/৯/২০০৮ থেকে ৩১/৮/২০০৯ পর্যন্ত Suspend ছিল। ৪ মাস পর পর এডি শাখা সমূহ পরিদর্শনের জন্য AD Branches Inspection & Monitoring cell গঠন করা হয় ৮/৩/২০০৭ ইং তারিখে। এজিএম শওকত আলী ০৭/৯/২০০৯ ইং তারিখে Monitoring cell এ যোগদানের পরে ২০১০-২০১১ ইং বর্ষে একবার ও শেরাটন শাখা Inspection করে কিনা উহা জানি না। ০৪/০৪/১২ ইং তারিখে এজিএম শফিজউদ্দিন

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কে Team Leader করে DMD সাহেব একটি Audit Team গঠন করে কিনা উহা আমি জানি না। উক্ত Audit Team শেরাটন শাখা Inspection করে ৩ হাজার ৭ শত ২ কোটি টাকার ঋণ অনিয়ম উদঘাটিত হয় কিনা উহা আমি জানি না। ০৪/০৪/২০১২ ইং তারিখে এজিএম শফিজ উদ্দিনকে টিল লিডার করায় উক্ত তারিখে গুরুতর ঋণ অনিয়মে দন্ডিত এজিএম শওকত আলীকে শেরাটন শাখা Audit এ বাধা দেওয়ার অভিযোগ করা হয়। ব্যাংকের কার্যক্রম বিভাগীয় নথীর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বাস্তবায়নের জন্য শেরাটন শাখা Audit না করার জন্য কোন লিখিত নির্দেশ ছিল না। তবে মৌখিক নির্দেশ ছিল। ২৬/১/২০১২ ইং তারিখ এবং পরবর্তী সপ্তাহে কক্সবাজারে বোর্ড মিটিং এ ছিল কিনা উহা আমার জানা নাই। আসামী মির মহিদুর রহমান এর পক্ষে Declined হয়। আসামী শেখ আলতাফ হোসেন এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমার পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগ-১ এ পদায়নের সময় দায়িত্ব ছিল Inspection & Monitoring cell এর কাজ করা Inspection & Monitoring Cell থেকে AD শাখা সমূহ পরিদর্শন করা হয়। ২৬/১/১২ ইং তারিখে Office Note আমাকে প্রধান করে Audit Team গঠন করা হয়। উক্ত Audit Team. Inspection & Monitoring Cell এর ৫ জন কর্মকর্তা সদস্য ছিল। আমরা Audit Team Sheraton শাখা Audit করতে পারি নাই। আসামী শফিজ উদ্দিনের পক্ষে জেরা, শেখ আলতাফের জেরা Adopted শেখ কামরুল হোসেন খান এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে২৭/১১/২০১১ ইং তারিখে আমি ITFD (Audit cell) এ যোগদান করি DGM হিসেবে। আমরা Audit থেকে রিপোর্ট প্রাপ্ত হইতাম ইহা সত্য নহে। শেরাটন শাখা Audit করার জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহন করি নাই। ইহা সত্য নহে যে, আমি অত্র মামলার ঘটনার তারিখ বলিতে পারিব না। ইহা সত্য নহে যে, ITFD তে আমি দায়িত্ব পালন কালে শেরাটন শাখার টাকা আত্মসাতে সহায়তা করেছি। আসামী ফাহমিদা আখতার শেখ ও মোতাহার উদ্দিন চৌধুরী পক্ষে জেরা Declined হয়। পি ডব্লিউ- ৩১ মোঃ শওকত আলী, AGM (পরিদর্শন ও মনিটরিং সেল। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড পরিদর্শন ও মনিটরিং সেল। ডিজিএম (অব.)। অত্র সাক্ষীর জবানবন্দি পি.ডব্লিউ- ৩০ এর জবানবন্দির সহিত Tender হয়। আসামী মাইনুল হক এর পক্ষে Declined হয়। আসামী মীর মহিদুর রহমান এর পক্ষে জেরা Declined হয়। আসামী শেখ আলতাফ হোসেন এর পক্ষে জেরা Declined হয়। আসামী শফিজ উদ্দিন এর পক্ষে জেরা Declined হয়। আসামী কামরুল হোসেন এর পক্ষে জেরা Declined হয়। আসামী ফাহমিদা আখতার ও মোতাহার উদ্দিন এর পক্ষে জেরা Declined হয়। পি ডব্লিউ- ৩২. মোঃ আলী হোসেন খাঁন, জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। জেনারেল ম্যানেজার (Rtd.) তার জবানবন্দিতে বলেন যে, আমি গত ০১/৩/২০১১ সাল থেকে ২৮/৩/২০১২ ইং তারিখ পর্যন্ত সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন Department সহ Inspection & Audit Department এ কর্মরত ছিলাম। ১/৮/২০১১ সালে সোনালী ব্যাংক লিঃ এর Managing Director সাহেব (International Trade & Finance Division Gi Inspection Cell এর যে সকল নথী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে যে সকল নথী উপস্থাপিত হইবে সেই সকল নথী সমূহ Inspection এর জিএম এবং Deputy Managing Director এর মাধ্যমে উপস্থাপিত হইবে। ২৬/১/২০১২ ইং তারিখে আইটিএফডি এর অফিস আদেশ মাধ্যমে Inspection Sell এর তৎকালীন DgM S.H. Abu Zafar Local

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Office গুলশান শাখা ও শেরাটন শাখাকে Inspection করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। ডিজিএম সাহেব আমাকে জানায় যে, Audit Team কে প্রথমে Local office গুলশান উহার পর সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখা পরিদর্শন করতে হবে মর্মে এমডি সাহেব নির্দেশ দেয় মর্মে আমাকে জানায়। Local office ও গুলশান শাখা Inspection করার পর শেরাটন শাখা ১লা এপ্রিল/২০১২ সাল থেকে Inspection করার জন্য রাখা হয়। ২৮/৩/২০১২ ইং তারিখে আমি PRL এ যাই। আমি আর কিছু জানি না। আসামী মাইনুল হক এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমি নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগের দায়িত্ব পালন কালে শেরাটন শাখার সোনালী ব্যাংক লিঃ ঋণ অনিয়মের বিষয়ে অবগত ছিলাম না। নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগের General Manager হিসেবে Deputy Managing Director এর নিকট শেরাটন শাখার ঋণ অনিয়ম সংক্রান্ত কোন নথী উপস্থাপন করিতে পারি নাই। ২৯/১/২০১২ ইং তারিখে ডিজিএম আবু জাফর কে সোনালী ব্যাংক Local officer গুলশান শাখা ও শেরাটন শাখাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। আসামী মির মহিদুর রহমান এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, ইহা সত্য নহে যে, আমি ডিজিএম আবু জাফর কে প্রথমে Local officer সোনালী ব্যাংক ও গুলশান শাখা অতঃপর সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখা পরিদর্শনের জন্য বলি ডিজিএম আবু জাফর Audit যথা সময়ে না করায় ২ মাস দেরী হয় শেরাটন শাখা Audit এ উহা আমি জানি না। আসামী কামরুল হোসেন খান এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমি ০১/৩/২০১১ ইং তারিখে gm Audit Division এ যোগদান করি। উহার পূর্বে Loan recovery Law বিভাগে কর্মরত ছিলাম। আমি Audit & Inspection Division এর দায়িত্বে আসার পূর্বে মোস্তাফিজুর রহমান জিএম হিসেবে দায়িত্বে ছিল। ০৯/০৩/২০১১ ইং তারিখে আসামী কামরুল হোসেন খান কে Audit Division থেকে শেরাটন শাখার Audit করা কালে এক আদেশে অন্যত্র বদলী করা হয়। আসামী কামরুল হোসেন খাঁনকে বদলী করার ক্ষেত্রে আমাদের Division এর কোন হাত থাকে না। আসামী কামরুল হোসেন আরও ৬ কর্ম দিবস বাড়ানোর জন্য Audit এর DgM বরাবর আবেদন করে কিনা উহা আমি জানি না। আসামী কামরুল হোসেন ৬ কার্যদিবস তাহার Audit কার্য্যক্রম চালানোর জন্য আবেদন করে কিনা উহা আমি জানি না। আসামী কামরুল হোসেন শেরাটন শাখায় বকেয়া IBP (Inland Bill Purchase) ১৭৯ কোটি ৪৬ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩ শত ১০ টাকা অনাদায়ী থাকার কারনে আসামী Audit সম্পন্ন করার জন্য আরও ৬ দিন সময় চায় কিনা উহা আমি জানি না। Inspection & Audit Division এর জিএম হিসেবে কর্মরত থাকাকালে আসামী কামরুল হোসেনের উক্তরূপ দরখাস্তের বিষয় জানতাম ইহা সত্য নহে। ইহা সত্য নহে যে, আসামী কামরুল হোসেন এর বদলী ০৯/০৩/২০১১ ইং তারিখে আমার যোগসাজসে হয়েছে। আমি Audit Division এর জিএম হওয়ার পর এডি শাখা পরিদর্শনের জন্য আমি কোন নির্দেশ প্রদান করি নাই। ২৮/৩/২০১২ ইং তারিখ পর্যন্ত আমি দায়িত্বে থাকা আমি শেরাটন শাখা Audit করার কোন নির্দেশ প্রদান করি নাই। ইহা সত্য নহে যে, আমার দায়িত্বে থাকা কালে আমি শেরাটন শাখা সোনালী ব্যাংক লিঃ এর Audit আমি করিতে দেই নাই। ইহা সত্য নহে- যে, আমার উক্তরূপ কর্মকান্ডের কারনে সোনালী ব্যাংক শেরাটন শাখা শত শত কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। Inspection & Audit Division এর কাজ হলো বিভিন্ন সময় অথবা নির্দিষ্ট সময় পরে Audit করায় দায়িত্ব ছিল। ০১/৩/২০১১ ইং তারিখে আমি Audit এ কাজ করা অবস্থায় আসামী কামরুল হোসেন এর অডিট রিপোর্ট আমার কাছে আসে নাই। ইহা সত্য নহে- যে, আসামী কামরুল হোসেনের রিপোর্ট আমি দেখি। ইহা সত্য নহে- যে, আমি দুর্নীতি বাজদের সহিত মিলে রিপোর্ট দেখার পরেও উহা আদালতে এসে অস্বীকার করছি। শেরাটন শাখা আমার দায়িত্ব Inspection Division এ পালন কালে না করায়

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আমার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কোন ব্যাখ্যা চায় নাই। আমার Audit Team গঠনের কোন ক্ষমতা ছিল না। আমার Rtd. এর পরে মামলা হওয়ায় আমি মামলার ঘটনার তারিখ বলিতে পারিব না। ইহা সত্য নহে যে, আমি সুবিধা পাইয়া আসামী কামরুল এর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করি। আমার দায়িত্ব পালন কালে Internal Audit ছাড়া ও আমাদের Division এর অধীনে আরও ৭/৮ প্রকারের Audit কার্য্য পরিচালিত হইত। আসামী আলতাফ হোসেন ও শফিজ উদ্দিন এর পক্ষে আসামী কামরুল হোসেনের জেরা Adopt করা হয়। আসামী মোতাহার হোসেন ফাহমিদা আকতার শিক্ষা এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমি তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে সিআরপিসি এর ১৬১ ধারায় জবানবন্দি প্রদান করেছিলাম। Audit সম্পর্কে Inspection Team শেরাটন শাখা Audit করতে পারে নাই। মর্মে আমি শুনেছি। পরবর্তী Audit Team Audit Team শেরাটন শাখা Audit করতে পারে নাই মর্মে শুনেছিলাম। শেরাটন শাখা Audit এর বিষয় আমি শুনেছি। তবে আমি কোন কিছু দেখি নাই। Audit Team কোন কোন Form ও কোন কোন আসামীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ এনেছে কিনা উহা আমি জানি না। পি.ডব্লিউ-৩৩, উজ্জল কিশোর ধর, সিনিয়র অফিসার, সোনালী ব্যাংক হোটেল শেরাটন কর্পোরেশট শাখা, ঢাকা। বর্তমানে-Sr. Principle officer general Manager Officer, Dhaka. তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ১৮/৫/২০১১ ইং তারিখ থেকে ৩০/১১/২০১৩ ইং পর্যন্ত সিনিয়র অফিসার হিসেবে সোনালী ব্যাংক লিঃ হোটেল শেরাটন শাখায় ছিলাম। আমি উক্ত শাখায় যোগদান করার পর উক্ত শাখার ডিজিএম জনাব এ.কে.এম আজিজুর রহমান। আমাদেরকে মৌখিক নির্দেশে কাজ করাতেন। কোন লিখিত নির্দেশ প্রদান করিতেন না। উক্ত শাখায় কর্মরত আমি সহ জনাব মিছির চন্দ্র মজুমদার সিনিঃ অফিসার, উকিল উক্তি আহমেদ অফিসার, সাইদুর রহমান জুনিয়র অফিসার, বৈদাশিক বানিজ্যি সংক্রান্ত আমাদের যে কোন কাজ করার কথা থাকিলেও DNS Sports এর প্রতিনিধি সাজেদুর ও জুয়েল কর্তৃক উক্ত আমাদের দায়িত্ব প্রাপ্ত কাজ গুলো করতেন শাখার ভিতরে ক্যাশ সেকশনের পাশে একটি কম্পিউটার ছিল উক্ত কম্পিউটার ব্যবহার করে গ্রাহক (DNS Sports) প্রতিনিধিরা বিভিন্ন ধরনের Voucher সহ বিভিন্ন ধরনের কাজ করত এবং Pac ring Credit, Voucher, Payment ageist Document, Inlaid Bill Pushes (IBP) প্রস্তুত করতেন। উক্ত ভাউচার সমূহ তৎকালীন ডিজিএম জনাব এ.কে.এম আজিজুর রহমান এজিএম সাইফুল হাসান এবং Executive officer আঃ মতিন মিলে বেশীরভাগ ভাউচার গুলো স্বাক্ষর করত। DNS Sports পরিচালক ফাহমিদা আকতার শিখা উক্ত শাখায় নিয়মিত আসা যাওয়া করত এবং উক্ত গ্রাহকের প্রতিনিধিদের কাজ কর্মতদারকি করতেন। ডিজিএম এ কে এম আজিজুর রহমান স্যারের সহিত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুসম্পর্ক ছিল বলে নিজেই প্রকাশ করতেন। এজিএম সাইফুল হাসান সাহেব গ্রাহকের প্রতিনিধিদের তৈয়ারী ভাউচার না দেখেই স্বাক্ষর করতেন কিন্তু আমরা ভাউচার মিলে তিনি দেখে শুনে স্বাক্ষর করতেন। ভাউচার এর মধ্যে আমি স্বাক্ষর না করায় তিনি ভৎসর্না ও করেছেন। এজিএম সাইফুল ইসলাম ডিজিএম আজিজুল ইসলামের খুবই প্রশংসা করতেন। Managing Director জনাব হুমায়ুন কবির সাহেবকে ডিজিএম আজিজুর রহমান সাহেবের চেম্বারে দেখেছিলাম। ইহাই আমার জবানবন্দি। আসামী মাইনুল হক এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, ঘটনার সময় আমি সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখায় কর্মরত ছিলাম। অনিয়মিত ঋনের কাগজপত্র এবং ভাউচার সমূহ শেরাটন শাখার ম্যানেজার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা গন স্বাক্ষর করতেন। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জনাব হুমায়ুন কবির সাহেবের সঙ্গে আসামী আজিজুর রহমান (বর্তমানে মৃত) খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। আসামী আজিজুর রহমান এর সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল। তবে তিনি ৪ বছরের বেশী সময় উক্ত শেরাটন শাখায় কর্মরত ছিল।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামী মির মহিদুর রহমান এর পক্ষে জেরা আসামী মাইনুল হক সাহেবের জেরা Adopted হয়। আসামী শেখ আলতাফ হোসেন এর পক্ষে জেরা Declined হয়। আসামী কামরুল হোসেন খাঁন এর পক্ষে জেরা Declined। আসামী মোতাহার চৌধুরী ও ফাহমিদা আকতার শিখা এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, আমার কাজ ছিল শেরাটন শাখা সোনালী ব্যাংকে বৈদাশিক বানিজ্য সংক্রান্ত কাজ ছিল। সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখায় আমার উপর ডিজিএম সাহেব (আজিজুর রহমান) মৌখিক ভাবে যে সকল কাজকর্ম দিতেন উহা আমি সঠিক ভাবে পালন করতাম। আমরা মোট ৬ জন বৈদাশিক বানিজ্য সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত ছিলাম। উক্ত ৬ জন ছাড়া অন্য কোন কর্মকর্তা বৈদাশিক বানিজ্য সংক্রান্ত কাজ কর্ম করত না। আমাদের বানিজ্য সংক্রান্ত কাজ কর্মে দক্ষতার অভাবে থাকিলে শাখার ব্যবস্থাপক আমাদের বদলী করে দিতে পারতেন। শাখার ম্যানেজারের অনুমতি ছাড়া অন্য কোন লোক কাজ শাখায় করিতে পারে না। DNS Sports আমাদের শেরাটন শাখার একজন গ্রাহক। গ্রাহক এর প্রয়োজনে DNS Sports এর DNS Sports এর Director যে কোন সময়ে শাখায় যাইতে পারেন। DNS Sports এর পরিচালক ছাড়া তাহার কোন প্রতি নিধির মাধ্যমে ও শাখায় খোজ খবর নিতে পারেন। ভাউচার কখন কত টাকার স্বাক্ষর ম্যানেজার আজিজুর রহমান করাতেন উহার পরিমান আমি বলিতে পারিব না। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ভাউচার এ স্বাক্ষর করার পূর্বে দেখে স্বাক্ষর করেন। ম্যানেজার আজিজুর রহমান সাহেবের নির্দেশে DNS Sports এর প্রতিনিধির কম্পিউটারে এসে শেরাটন শাখায় কাজ করতেন। DNS Sports এর লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন ভাউচার এ কত টাকা Short fall হয়েছে অথবা সঠিক হয় নাই উহা আমি বলিতে পারিব না। ইহা সত্য নহে যে, আমি মামলার ঘটনা সম্পর্কে কিছু না জেনে আদালেত এসে মিথ্যা মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিলাম। পি ডব্লিউ- ৩৪, মিহির চন্দ্র মজুমদার, সিনিয়র অফিসার, সোনালী ব্যাংক হোটেল শেরাটন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা। বর্তমানে-Senior officer gm Officer, Dhaka. অত্র সাক্ষীর জবানবন্দি পি.ডব্লিউ-৩৩ এর জবানবন্দির সহিত Tender হয়। আসামী মাইনুল হক এর পক্ষে জেরা Declined করা হয়। আসামী মির মহিদুর রহমানের পক্ষে জেরা Declined। আসামী শেখ আলতাফ হোসেনের পক্ষে জেরা Declined হয়। আসামী শফিজ উদ্দিনের পক্ষে জেরা Declined হয়। আসামী কামরুল হোসেন এর পক্ষে জেরা Declined হয়। আসামী মোতাহার হোসেন চৌধুরী ও ফাহমিদা আকতার শেখা এর পক্ষে জেরা Declined হয়। পি ডব্লিউ- ৩৫, উকিল উদ্দীন আহমেদ, অফিসার, সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রিন্সিপাল অফিস, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ২০০৫ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সোনালী ব্যাংকের শেরাটন শাখায় অফিসার পদে কর্মরত ছিলাম। তৎকালিন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ছিলেন ডিজি.এম এ.কে.এম আজিজুর রহমান। তিনি বৈদেশিক বানিজ্য সংক্রান্ত কিছু কার্যাবলী নিয়ম বহির্ভূত ভাবে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। মেসার্স ডি.এন.স্পোর্টস এর নামে পিএসসি ঋণ বিতরনের জন্য ম্যানেজার আমাকে বলেন যে, এই মর্মে নোটিশ দিন যে ডি এন স্পোর্টস এর বরাবর ১,৫০,০০,০০০/৬ টাকা। ঋণ বিতরনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে। আমি তদমর্মে নোট দেই। নোট দেওয়ার পর গ্রাহকের প্রার্থীত পিএসসি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার অনুমোদন দেন। এর পর ঐ গ্রাহক যতবার পিএসসি চান ততবার তা অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১,৫০,০০,০০০/- টাকা পিএসসি প্রধান কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ঐ পিএসসি এর বিপরীতে রপ্তানী সম্পন্ন হয়। এবং Sales proceeds একাউন্টে জমা হয়। এই লেনদেনের মধ্যে কোন প্রকার ব্যত্যয় হয়নি। এই পর্যায়ে সাক্ষীকে বৈরী ঘোষনা পূর্বক জেরা করার জন্য দুদক কর্তৃক

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আবেদনের প্রেক্ষিতে উহা মঞ্জুর হয় এবং রাষ্ট্র পক্ষ সাক্ষীকে জেরা করেন। জেরাকালে বলেন যে, আমার কর্মকালে ঐ শাখায় আসামীদের মধ্যে কেউ শেরাটন শাখায় কর্মরত ছিল না। তারা সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। এদের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। আসামী মীর মহিদুর রহমান জিএম অফিসে এবং বাকিরা প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত ছিল। ঋণ গ্রহনের ও লেনদেন সংক্রান্তে ডি.এন. স্পোর্টস এর পরিচালকরা আমাদের শাখায় আসতেন। শাখা ব্যবস্থাপক এর সাথে আসামীদের সম্পর্ক ছিল কিনা জানি না। সত্য নয় যে, পিএসসি ঋণ সংক্রান্তে অনিয়ম ছিল বা বে-আইনী ভাবে ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হতো। সত্য নয় যে-, ঐ যোগসাজশী ও বিধি বর্হিভূত সত্য ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে আমি অবহিত ছিলাম বা আজ আসামীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম। আসামী শেখ আলতাফ হোসেনের পক্ষে Cross Declined. আসামী সফিজ উদ্দিনের পক্ষে Cross Declined. আসামী মীর মহিদুর রহমানের পক্ষে Cross Declined. আসামী মোঃ মাইনুল হক, সাবেক ডিএমডি সোনালী ব্যাংকের পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, সত্য যে- অনিয়ম সংক্রান্ত সমস্ত ভাউচারে ডিজিএম আজিজুর রহমান, এজিএম সাইফুল হাসান, ইও মোঃ আব্দুল মতিন স্বাক্ষর করেন। ঐ অনিয়ম সংক্রান্ত সকল ফাইল সমূহ ভাড়া করা ফ্ল্যাটে সংরক্ষন করা হয় সত্য। ঐ ফাইল গুলো ভাড়া করা ফ্লাট থেকে এজিএম সফিজউদ্দিনের নেতৃত্বে অডিট টিম দ্বারা উদ্ধার করা হয়। সত্য যে, এই আসামীর দাপ্তরিক নির্দেশে এজিএম শফিউদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত অডিট টিম ঐ ফাইল সমূহ ভাড়া করা ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করে। আসামী মোতাহার উদ্দিন চৌধুরী ও ফাহমিদা আক্তার শিখা এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, D.N sports তার অনুমোদিত ঋনের সিমা অতিক্রম করেনি। তদন্ত কর্মকর্তার কাছে জবানবন্দি করেছি। সত্য যে, তদন্ত কর্মকর্তার কাছে এসেছি যে পিএসসি এর বিপরীতে ঋনের প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে রপ্তানি সম্পূর্ন হয়েছে এবং কোন রপ্তানীর ব্যর্থতা ছিল না। আসামী কামরুল হোসেন খানের পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, সত্য যে- আমরা কর্মকালে সোনালী ব্যাংকের শেরাটন শাখায় বিভিন্ন অডিট কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ঐ অডিট কার্যক্রম গুলোর নাম বলতে পারি না। তবে পর্যায় ক্রমে ২/৩ টা অডিট পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক অডিট AD Branches Inspection অডিট হয়েছে। সত্য যে, দুদক তদন্ত কর্মকর্তার কাছে জবানবন্দি দেই। সত্য নয় যে, তদন্ত কর্মকর্তাকে বলি যে, ২০১১ সালে ব্রাঞ্চে Bangladesh Bank Audit, Commercial Audit এবং Internal Audit এসেছিল। DGM, Audit Face করেন। অডিট সম্পর্কে তিনি জানেন। সত্য নয় যে, তদন্ত কর্মকর্তার কাছে অডিট সম্পর্কে বক্তব্য সঠিক। পি ডব্লিউ ৩৬. মোঃ মোখলেছুর রহমান, আমি সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, সোনালী ব্যাংক লিঃ, ইসলামী ব্যাংকিং এইঞ্জে, ওয়েজ আনার্স কর্পোরেট শাখা, ঢাকা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, এই মামলার ঘটনার সময় আমি হোটেল শেরাটনস্থ কর্পোরেট শাখায় কর্মরত ছিলাম। আমার দায়িত্ব ছিলো পাশ করা ভাউচার কম্পিউটারে পোষ্টিং করা। DN Sports লিঃ এর ২ জন কর্মাশিয়াল কর্মকর্তা মোঃ সাজেদুর রহমান ও জুয়েল PSC, IBP (Inland Bill purchase), FBPN (Forein Bill Purchase and Negotiation), PAD (Payment against document) এই ভাউচার সমূহ তৈরী করে ডিজিএম এ.কে.এম আজিজুর রহমান এর এজিএম মোঃ সাইফুল হাসান এর সম্মুখে উপস্থাপন করতেন। পরে ভাউচার সমূহ পাশ হয়ে আমার সম্মুখে আসলে আমি এই ভাউচার সমূহ DN Sports এর একাউন্টে পোষ্টিং দিতাম। এই ভাবেই আমি কাজ করে আসতাম। PSC (Pre-Shipment Credit) ভাউচার সমূহ মাসে মাসে এজিএম সাহেব না থাকলে Executive officer মোঃ আব্দুল মতিন ও স্বাক্ষর করতেন। এভাবেই এক account থেকে অন্য account এ Fund transfer এর ক্ষেত্রেও পাশকৃত ভাউচার সমূহ আমি Posting দিতাম। Back to Back Payment এর

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ক্ষেত্রে ও আমি এভাবেই ভাউচার সমূহ Posting দিতাম। এই বিষয় গুলোই আমি তদন্ত কারী কর্মকর্তার নিকট বলেছি। আসামী শেখ আলতাফ হোসেনের পক্ষে জেরা Decline করা হয়। আসামী মীর মহিদুর (সাবেক জিএম, সোনালী ব্যাংক জিএম অফিস ঢাকা), আসামী মোঃ কামরুল হোসেন খান (সাবেক এজিএম সোনালী ব্যাংক, হেড অফিস), আসামী মোঃ মফিজ উদ্দিন আহম্মদ (সাবেক এজিএম, ITFD শাখা, সোনালী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়) এর পক্ষে জেরা Decline করা হয়। আসামী মোঃ মাইনুল হক (সাবেক ডিএমডি, প্রধান কার্যালয় সোনালী ব্যাংক লিঃ এর পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, ঋণ সংক্রান্ত ভাউচার সমূহ শেরাটন শাখার ডিজিএম আজিজুর রহমান সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগন স্বাক্ষর করতেন। আসামী মিসেস ফাহমিদা আক্তার শিখা ও আসামী মোঃ মোতাহার উদ্দিন চৌধুরীর পক্ষে জেরা Decline করা হয়। পি ডব্লিউ-৩৭, মোঃ নূরুল ইসলাম চৌধুরী। আমি সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের অবসর প্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ২০১০ সালের মার্চ মাস থেকে ২০১২ সালের মার্চ পর্যন্ত আমি সোনালী ব্যাংকের বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেটে জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলাম। আমাকে ঢাকায় বদলী করা হলে ঢাকার প্রধান কার্যালয়ে ১/৪/২০১২ তারিখে যোগদান করি। ৩/৪/২০১২ তারিখে আমাকে বসার ব্যবস্থাসহ কাজের দপ্তরাদেশ দেয়া হয়। উক্ত কার্যাদেশে আমাকে অডিট এন্ড ইন্সপেকশন সহ আরো ৫ টি বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং ডিএমডি মোঃ মাইনুল হক সাহেবের সাথে সংম্পৃক্ত করা হয়। প্রথম কার্যদিবসে আমার নিকট কোন ফাইল উপস্থাপন করা হয়নি। ৩/৪/২০১২ তারিখে সন্ধ্যা ৭.০০ ঘটিকায় ডিএমডি মাইনুল হক আমাকে টেলিফোনে বলেন যে, ডিজিএম আবু জাফর সাহেব হোটেল শেরাটন শাখা অডিট করার জন্য যে টীম গঠন করেছেন সেই টীম যেন আগামীকাল হোটেল শেরাটনে না গিয়ে প্রধান কার্যালয়ে চলে আসে। আমাকে এই নির্দেশটি ডিজিএম আবু জাফর সাহেবকে জানাতে বলে। আমি ডিজিএম জাফর সাহেবের খোঁজ নিয়ে জানতে পারি যে, তিনি অফিসে নেই। তখন মোবাইলে জাফর সাহেবের সাথে কথা বলতে চাইলে তিনি ব্যস্ততার কথা বলে পরে কথা বলবেন বলে জানান। আমি এ বিষয়টি ডিএমডি মাইনুল হক সাহেবকে জানিয়ে দেই। তখন ডিএমডি মাইনুল হক সাহেব অডিট টীম লিডার শওকত আলী সাহেবকে উনার বর্ণিত নির্দেশটি জানাতে বলেন। তখন আমি মোবাইলে শওকত আলী সাহেবের সাথে যোগাযোগ করি। এবং ডিএমডি মাইনুল সাহেবের নির্দেশ মোতাবেক হোটেল শেরাটন শাখায় না গিয়ে অফিসে চলে আসতে বলি। পরে আমি বাসায় চলে যাই। পরের দিন সকালে অফিস শুরু হওয়ার পূর্বেই অফিসে পৌছি। তখন ডিএমডি মাইনুল হক সাহেব টেলিফোনে আমার নিকট জানতে চান যে, টীম লীডার শওকত আলী সাহেব অফিসে এসেছেন কিনা। আমি শওকত আলী সাহেবকে মোবাইলে ফোন করি এবং তার অবস্থান জানতে চাই। শওকত আলী সাহেব জবাবে বলেন, তিনি হোটেল শেরাটন শাখায় যাচ্ছেন। তখন আমি শওকত আলী সাহেবকে ডিএমডি মাইনুল হকের নির্দেশের কথা পুনরায় স্মরন করিয়ে দেই। কিছুক্ষন পর শওকত আলী সাহেব আমার দপ্তরে আসেন। তাকে আমার রুমে বসিয়ে রেখে ডিএমডি মাইনুল হক সাহেবের কাছে যাই। মাইনুল হক সাহেব আমাকে বলেন যে, শওকত আলী সাহেবকে হোটেল শেরাটন যেতে হবে না। আরেকটি নতুন টীম গঠন করা হয়েছে। তখন শওকত আলী সাহেব তার দপ্তরে চলে যান। কিছুক্ষনপর শওকত আলী সাহেব একটি দরখাস্ত সহ আমার নিকট পুনরায় আসে। এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এ বিষয়ে এমডি সাহেবের মতামত কি? আমি শওকত সাহেবকে বসিয়ে রেখে এমডি সাহেবের নিকট যাই। এমডি সাহেব জিজ্ঞাসা করি যে, কোন টীম শেরাটন শাখা অডিট করতে যাবে। এমডি সাহেব বলেন, ৪/৪/১২ ইং তারিখে যে টীম অর্থাৎ ২য় টীম অডিট করতে যাবে। তার পর ডিএমডি মাইনুল হকের রুমে গেলে তিনি ২য় টীমের অডিট আদেশ সংক্রান্ত দপ্তর আদেশ আমাকে দেন। ঐ অফিস আদেশটি রুমে এসে শওকত আলী সাহেবকে দেখায়। ২য় টীম গঠনের ফাইল আমার মাধ্যমে যায় নাই। যদি ১ম টীমটি

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		যথাসময়ে শেরাটন শাখায় যেতো তবে প্রায় ২০০০ হাজার কোটি টাকা চলে যাওয়া থেকে হোটেল শেরাটন শাখা রেহাই পেতো। আসামী মোঃ মাইনুল হকরে পক্ষে। আমি ৩/৪/১২ তারিখে জিএম (অডিট এন্ড ইন্সপেকশন বিভাগ) হিসেবে কাজ করার কার্যাদেশ পাই। এজিএম শওকত আলী গুরুতর ঋণ অনিয়মের অভিযোগে ১ বৎসর সাময়িক বরখাস্ত ছিলো কিনা জানা নাই। পরে বলেন, আগে জানতাম না। পরে জেনেছি। ৪ মাস পর পর এডি শাখা পরিদর্শনের জন্য AD Branches Inspection and monitoring cell গঠন করা হয়। এজিএম শওকত আলী মনিটরিং সেলে যোগদানের পর ২০০৯- ২০১১ সময় পর্যন্ত একবার ও শেরাটন শাখায় অডিটে গিয়েছিলেন কিনা আমার জানা নাই। এজিএম এর নিজ ইচ্ছায় অডিটে যাবার সুযোগ নাই। তার প্রতি নির্দেশ আসতে হবে। এজিএম শওকত আলীকে টীম লিডার করে ৪/৪/২০১২ ইং থেকে শেরাটন শাখা অডিটের জন্য এজিএম আবু জাফর দপ্তর নির্দেশ দেন। এমডি এর অনুমোদন অনুযায়ী ৪/৪/২০১২ তারিখে ডিএমডি মাইনুলের দপ্তর নির্দেশে এজিএম শফিজ উদ্দিনকে টীম লিডার করে একটি অডিট টীম গঠন করা হয়। উক্ত অডিট টীম যারা শেরাটন শাখার ৩৭০২ কোটি টাকার ঋণ অনিয়মের বিষয়টি উদঘাটিত হয় এবং সাথে সাথে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে স্মারক লিপি উপস্থাপনের মাধ্যমে অবহিত করা হয়। ঐ স্মারক লিপিতে আমার ও ডিএমডি মাইনুল হকের স্বাক্ষর আছে। মীর মহিদুর রহমানের পক্ষে জেরা Declined. শেখ আলতাফ হোসেনের পক্ষে জেরা Declined. আসামী মোতাহার হোসেন চৌধুরী, ফাহমিদা আক্তার শিখা ও মোঃ কামরুল হোসেন খানের পক্ষে Declined. আসামী শফিজ উদ্দিনের পক্ষে জেরা Declined. পি ডব্লিউ- ৩৮, আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপ-পরিচালক, হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। তার জবানবন্দিত বলেন যে, আমি ২০১২ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলাম। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ১০ মহোদয়ের ২৮/৩/২০১২ ইং তারিখের অনুমোদন ক্রমে বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ডিজিলেন্স টীম বিভাগের ১০৫ নম্বর অফিস আদেশ, তাং ৩/৪/২০১২ মোতাবেক ৪/৪/২০১২ তারিখে যুগ্ম পরিচালক মনির আহমেদ শিকদারের নেতৃত্বে সোনালী ব্যাংকের শেরাটন শাখায় বিশেষ পরিদর্শনে যাই। সোনালী ব্যাংকের শেরাটন শাখায় ১২ কর্মদিবস ও উক্ত শাখার নিয়ন্ত্রনকারী জি.এম অফিসে ১ কর্ম দিবস পরিদর্শন পরিচালনা করি। উক্ত পরিদর্শনের রিপোর্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট ১৩/৫/২০১২ ইং তারিখে প্রেরন করি। পরে ২০/৫/২০১২ ইং তারিখে আমরা সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় বরাবর ১ টি পত্র প্রেরন করি। ঐ পত্রে আমরা শেরাটন শাখার বিভিন্ন অনিয়মের চিত্র তুলে ধরি। ঐ পত্রটি এবং আমাদের রিপোর্ট বিশেষ জজ আদালত-১, ঢাকা এর বিচারাধীন মামলা নং- ১১/১৬, ৪/১৬, ৭/১৬ ইত্যাদিতে জমা আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সোনালী ব্যাংক, হোটেল শেরাটন শাখার বিষয়ে একটি পরিদর্শন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্ম পরিচালক জনাব মনির আহাম্মদ সিকদারের নেতৃত্বে ঐ পরিদর্শন টীম সোনালী ব্যাংক হোটেল শাখার কার্যক্রম ১২ কর্ম দিবস পরিদর্শন করে। এ ছাড়া ১ (এক) কার্য দিবস নিয়ন্ত্রনকারী জি.এম অফিস পরিদর্শন করি। পরিদর্শন শেষে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনরের বরাবরে একটি প্রতিবেদন দাখিল করি। এই সেই মূল প্রতিবেদনের ফটোকপি, উহা প্রদঃ ১৩, উহাতে এই আমার স্বাক্ষর উহা প্রদঃ ১৩/১। উহাতে এই স্বাক্ষর যুগ্ম পরিচালক জনাব মনির আহাম্মেদের। আমি তার স্বাক্ষর চিনি। উক্ত স্বাক্ষর প্রদঃ ১৩/২। মূল প্রতিবেদনটিতে একই প্রতিষ্ঠানের অপর মামলায় আছে। মোঃ মাইনুল হক, সাবেক ডি.এম.ডি-র পক্ষে কালে বলেন যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদন শেরাটন শাখায় সংঘটিত ঋণ অনিয়ম সংক্রান্ত। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে শেরাটন শাখার কর্মকর্তাদের ঋণ অনিয়মের বিষয়ে তাদের

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে সাবেক ডি.এম.ডি মাইনুল হকের নাম উল্লেখ নাই। পরিদর্শন প্রতিবেদনের ২১নং পাতায় বলা হয়েছে যে, প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি না নিয়ে শাখা ব্যবস্থাপক, ক্ষমতা ও বিধি বর্হিভূত ভাবে ঋণ প্রদান করে দায়িত্ব পালনে অনিয়ম করেছে। গত ২০/৫/২০১২ ইং তারিখে আমরা সোনালী ব্যাংকে পত্র প্রেরনের মাধ্যমে একটি নিরীক্ষা দলকে সোনালী ব্যাংক শেরাটন শাখায় প্রেরনের জন্য নির্দেশ দেই। এর পূর্বেই ৪/৪/২০১২ ইং তারিখে ডিএমডি মাইনুল হকের দপ্তর নির্দেশের মাধ্যমে একটি নিরীক্ষা দলকে শেরাটন শাখায় প্রেরন করা হয়। আমরা পরিদর্শনকালে ঐ নিরীক্ষা দলকে সোনালী ব্যাংকে পাই। উক্ত নিরীক্ষা দল দ্বারাই শেরাটন শাখার ৩৭০২ কোটি টাকার ঋণ অনিয়মের বিষয়টি সর্ব প্রথম উদঘাটিত হয় কিনা আমার জানা নাই। ঐ নিরীক্ষা দলের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দুদক তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে কিনা আমার জানা নাই। মীর মহিদুর রহমানের পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, সাবেক জি.এম সোনালী ব্যাংক। আমাদের পরিদর্শনে আসামী মীর মহিদুর রহমানের নাম উল্লেখ নাই। আসামী মীর মহিদুর রহমান কখনো শেরাটন শাখায় কর্মরত ছিলেন কিনা আমার জানা নাই। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বিভিন্ন সময়ে সোনালী ব্যাংক পরিদর্শন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সোনালী ব্যাংকের সাধারন শাখা সমূহ বৎসরে ১ বার এবং Authorized Dealer শাখা সমূহ বৎসরে ২ বার পরিদর্শনের বিধান রয়েছে কিনা আমার জানা নাই। তবে সব সময় পরিদর্শন করা হয় না। সোনালী ব্যাংকের শেরাটন শাখাটি এডি শাখা। গত ৩১/৩/২০১০ তারিখে শেরাটন শাখাটি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পরিদর্শন করা হয় কিনা আমার জানা নাই। ঐ তারিখের পরে এবং আমাদের পরিদর্শনের সাথে আর কোন পরিদর্শন হয় কিনা আমার জানা নাই। এই মামলার ঘটনার সময় জুলাই ২০১১ থেকে মে ২০১২ পর্যন্ত। সত্য নয় যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শনের অভাবেই এই অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে। জেরাতে তিনি বলেন যে, আসামী শেখ আলতাফ হোসেন সাবেক ডিজিএম, সোনালী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়। আমরা সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করি নাই। আমাদের প্রতিবেদনের ১৬নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি যে, শাখার অনিয়মের কারনেই অনিয়ম ঘটেছে। শাখা কর্তৃক যদি যথাযথভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রতিবেদন পাঠানো হতো তবে এই অনিয়ম সংঘটিত হতো না। ডিজিএম আলতাফ হোসেন কর্তৃক শেরাটন শাখার ম্যানেজারের প্রতি ৭ টি চিঠি দিয়ে বার বার সর্তক করা হয়েছে কিনা তা আমার জানা নাই। আসামী মোঃ শফিজ উদ্দিন আহমেদের (সাবেক এজিএম) পক্ষে জেরা declined. আসামী মোঃ কামরুল হোসেন খানের পক্ষে জেরাতে বলেন যে, আমরা ৪/৪/২০১২ ইং তারিখে হোটেল শেরাটন শাখায় যে পরিদর্শন করি উহা ছিলো বিশেষ পরিদর্শন। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সোনালী ব্যাংকের এডি শাখা সমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করার বিধান ছিলো। আমাদের পরিদর্শন টিমে প্রথমে ২ জন সদস্য ছিলো। পরে আরো ১ জন সদস্য অর্ন্তভূক্ত করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এই শাখাটি নিয়মিত পরিদর্শনের অংশ হিসেবে কবে পরিদর্শন করা হয় তা আমার জানা নাই। পি ডব্লিউ- ৩৯-মোঃ আলী আশরাফ আবু তাহের, ডিজিএম সোনালী ব্যাংক প্রিন্সিপাল অফিস মিরপুর, ঢাকা। তার জবানবন্দিতে বলেন যে, আমি ডিজিএম, সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রিন্সিপাল অফিস, মীরপুর। গত ৯/১/২০১৪ ইং তারিখে আমি ব্যাংকের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার পদে এম.ডি'স সেক্রেটারিয়েটে কর্মরত থাকাকালে দুদকের সহকারী পরিচালক জনাব নাজমুল সাদাত আমাদের অফিসে আসেন। তিনি এসে আমাদের অফিসের এক্সিকিউটিভ অফিসার জনাব মনসুরুল হকের নিকট হতে অত্র মামলা সংক্রান্তে কিছু কাগজপত্র চান। তার চাহিদা মতে কাগজপত্র গুলো উপস্থাপন করলে তা আমার সামনে জব্দ তালিকা মুলে জব্দ করা হয়। এই সেই জব্দ তালিকা, উহা প্রদঃ ৮, উহাতে ৪(খ) নং ক্রমিকে এই স্বাক্ষর আমার, উহা প্রদঃ ৮/২। সকল আসামী পক্ষে জেরা Declined.

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পি ডব্লিউ-৪০, এ.এইচ নুরুল আমিন ভূঁইয়া, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার (অবঃ) সোনালী ব্যাংক লিঃ তার জবানবন্দিতে বলেণ যে, আমি অবসর প্রাপ্ত সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার সোনালী ব্যাংক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগ-৩, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। গত ৯/১/২০১৪ ইং তারিখে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগে কর্মরত থাকাকালে আমাদের কার্যালয়ে দুদকের সহকারী পরিচালক জনাব নাজমুল সাদাত আসেন। তিনি ব্যাংকের এজিএম মোঃ আনোয়ার হোসেন খানের নিকট এই মামলা সংক্রান্তে কাগজপত্র চান। তার চাহিদা মতে কাগজপত্র গুলো উপস্থাপন করা হলে বেলা ১২.০০ ঘটিকার সময় জব্দ তালিকা মূলে উহা জব্দ করা হয়। এই সেই জব্দ তালিকা, উহা প্রদঃ ৭, উহাতে এই আমার স্বাক্ষর উহা প্রদঃ ৭/২। অত্র জব্দ তালিকায় আলামত পি.ডব্লিউ-৮ জনাব আনোয়ার হোসেন খান কর্তৃক গত ২০/১১/২০১৬ ইং তারিখে আদালতে দাখিল হলে উহা প্রদঃ ঠ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হয়। আসামী কামরুল হোসেন খানের পক্ষে জেরাতে বলেন যে, আমার সামনে যে সকল আলামত গুলো জব্দ করা হয় তা না দেখে আমি বলতে পারবো না। এই মামলার বিষয় ও ঘটনা সম্পর্কে আমার তেমন কিছু জানা নাই। অন্যান্য আসামীদের পক্ষে পূর্বের জেরা adopt করা হয়েছে। পি ডব্লিউ- ৪১ মোঃ সেলিম আহম্মেদ, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার (অবঃ) সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। তার জবানবন্দিতে বলেন যে, আমি সোনালী ব্যাংক লিঃ এর প্রধান কার্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার। গত ০৯.০১.২০১৪ ইং তারিখে সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের পরিদর্শন ও শৃখংলা বিভাগ-৩ এ কর্মরত থাকাকালে দুদকের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ নাজমুচ্ছায়াত আমাদের অফিসে আসেন। তিনি আমাদের এ জি এম আনোয়ার হোসেনের নিকট এই মামলা সংক্রান্তে কিছু কাগজপত্র চান। আনোয়ার হোসেন সাহেব তদন্তকারী কর্মকর্তার চাহিদা মোতাবেক কাগজাদী উপস্থাপন করলে তদন্তকারী কর্মকর্তা উহা জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করেন। আমি ঐ জব্দ তালিকার ৪(২) নং ক্রমিকের সাক্ষী। এই আমার স্বাক্ষর। উহা প্রদর্শনী ৭, ৭/৩। আসামী কামরুল হোসেন খানের পক্ষে কালে বলেন যে, আমি জব্দকৃত আলামত সম্পর্কে ব্যক্তিগত কিছুই জানি না। আমি শুধুমাত্র সাক্ষী হয়েছি। মামলার বিষয় বস্তু সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। অন্যান্য আসামীদের পক্ষে পূর্বের জেরা adopt করা হয়েছে। পি ডব্লিউ- ৪২, আজাদুল হক, ডি জি এম (অব:) সোনালী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, আমি সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ (পেনেল) এর অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার। গত ৯/১/২০১৪ ইং তারিখে সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে International Trade Finance Division এ কর্মরত থাকাকালে ৫.৩০ ঘটিকার সময় দুদকের সরকারী পরিচালক মো: নাজমুচ্ছায়াদত সাহেব আমাদের অফিসে আসেন। তিনি এজিএম কে এম ওয়াহিদুল হক সজলের নিকট এই মামলা সংক্রান্তে কিছু কাগজপত্র চান। তার চাহিদা মতে কাগজপত্র সমূহ উপস্থাপন করলে দুদকের সহকারী পরিচালক ঐ কাগজাদি আমাদের সামনে জব্দ করেন। উক্ত কাগজাদি বিবরণ জব্দ তালিকার ৫নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে। এই সেই জব্দ তালিকা, উহা প্রদ: "১৪" উহাতে সাক্ষী হিসাবে এই আমার স্বাক্ষর উহা প্রদ: "১৪/১"। মীর মহিদুর রহমানের পক্ষে (প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার জি,এম অফিস, ঢাকা এর পক্ষে জেরাতে বলেন যে, আসামী মীর মহিদুর রহমান সাহেব ৪ সদস্য বিশিষ্ট ১টি টীমের প্রধান হয়ে হোটেল শেরাটন শাখা পরিদর্শন করেছিলেন। আমি নিজে ঐ টীমের ১ জন সদস্য ছিলাম। আমাদের পরিদর্শন প্রতিবেদনে শেরাটন শাখায় সকল অনিয়মের কথা আমরা উল্লেখ করেছিলাম। পরিদর্শন প্রতিবেদনটি আমরা করি। অফিসের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করেছিলাম। প্রতিবেদনে আমরা শেরাটন শাখার তৎকালীন ব্যবস্থাপক এ,কে, এম আজিজুল হককে অন্যত্র বদলীর আবেদন করেছিলাম। কিন্তু আমাদের সুপারিশ

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মতে ম্যানেজার আজিজুল হককে বদলী করা হয় নাই। আসামী মো: মাইনুল হক (সাবেক ডিএমডি, প্রধান কার্যালয়, (সোনালী ব্যাংক) পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, এডি শাখার বিবরনী বিভাগীয় প্রধান হিসাবে ডিজিএম ITFD বরাবর প্রেরিত হয়। উক্ত বিবরনীর ভিত্তিতে DGM ITFD Performance note sheet উপস্থাপন করতেন MD সাহেবের বরাবরে। উক্ত Performance sheet এ ৪৫টি এডি শাখার পূর্বের মাসের তুলনায় পরবর্তী মাসের ব্যবসার তুলনামুলক চিত্র উল্লেখ থাকে। উক্ত Performance নোট শীটে কোন একক প্রতিষ্ঠানের নামে দায় দেনা থাকে না। এমনকি কোন প্রতিষ্ঠান বা ঋণ গ্রহীতার নামেও উল্লেখ থাকে না। অদ্য প্রদর্শনী চিহ্নে চিহ্নিত জব্দ তালিকায় ৫ প্রদ: এ ডিজিএম মো: সফিজ উদ্দিনের টীম কর্তৃক হোটেল শেরাটন শাখায় অনিয়ম উৎঘাটনের প্রতিবেদনটি রয়েছে। উক্ত অডিট টীম ডিএমডি মইনুল হকের দপ্তর নির্দেশেই হোটেল শেরাটন শাখায় প্রেরিত হয়। ঋণ অনিয়মের উৎঘাটনের বিয়ষটি ডিএমডি মাইনুল হক সাহেব বোর্ডে উপস্থাপন করেন। আসামী মো: সফিজ উদ্দিন আহমেদ, সাবেক এজিএম সোনালী ব্যাংকের পক্ষে জেরা (এই আসামী তার জেরায় পূর্বের আসামী মো: মাইনুল হকের জেরা adopt করেন)। আসামী কামরুল হোসেন খানের পক্ষে জেরাতে বলেন যে, এই মামলার ঘটনার সময় আমি ITFD শাখায় কর্মরত ছিলাম না। জব্দকৃত কাগজাদি বিষয়ে আমার ধারনা আছে। তবে উহা আমার দখলে ছিলোনা। ITFD বিভাগের ১টি ইন্সপেকশন ও মনিটরিং সেল ছিলো। তবে উহা আমার যোগদানের পূর্বে ছিলো। আমার যোগদানের পূর্বে ITFD বিভাগের মনিটরিং সেল কর্তৃক এডি বিভাগ সমূহ ৪ নাম অন্তর অন্তর পরিদর্শকের বিধান ছিলো কিনা আমার জানা নাই। আসামী মোতাহার হোসেন চৌধুরী ও ফাহমিদা আক্তার শিখার পক্ষে (Declined) শেখ আলতাফ, সাবেক DGM, ITFD শাখা পক্ষে জেরাতে বলেন যে, অদ্য উপস্থাপিত জব্দ তালিকায় Performance note sheet ও জব্দ আছে। আমি ডিজিএম আলতাফের অধীনে কর্মরত ছিলাম না। আলতাফ সাহেব নিজ উদ্যোগে Performance note sheet এ ৩টি নতুন বিধায় সংযোজন করেছিলেন কি না আমি জানি না। ডিজিএম আলতাফ সাহেব বিভিন্ন শাখায় ম্যনেজারদেরকে অনিয়মের বিষয়ে সাবধান করে চিঠি দিয়েছিলো কিনা তা আমার জানা নাই। পি ডব্লিউ- ৪৩ তারেক আনছার আহম্মদ, AGM সোনালী ব্যাংক লি: প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, এজিএম সোনালী ব্যাংক বিজনেস ডেভলপমেন্ট ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ৯/১/২০১৪ ইং তারিখে সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার হিসাবে পার্সোনাল ম্যাজেমেন্ট ডিভিশনে কর্মরত ছিলাম। ঐ দিন আমাদের অফিসে এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আসেন। তিনি এসে আমাদের এজিএম জনাব আশরাফ উল্লাহর নিকট কিছু কাগজপত্র চান। আশরাফ উল্লাহ কাগজপত্র উপস্থাপন করলে দুপুর ১.০০ টার সময় তদন্তকারী কর্মকর্তা ঐ কাগজাদি জব্দ করেন। উক্ত জব্দ তালিকা প্রদ: ৬. উহাতে ৪ (১) নং ক্রমিকে এই স্বাক্ষর আমার। উহা প্রদ: "৬/২"। আসামী মীর মহিদুর রহমানের পক্ষে জেরাতে বলেন যে, পার্সোনাল ম্যানেজমেন্টের কাজ হলো কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়োগ পদোন্নতি ও বদলী সম্পর্কিত। শেরাটন শাখার তৎকালীন ব্যবস্থাপক জনাব আজিজুর রহমান এজিএম পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়ে ডিজিএম হিসাবেও ঐ ব্যাংকেই ব্যবস্থাপক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। এজিএম থেকে ডিজিএম পদ মর্যাদার কর্মকর্তাকে শুধুমাত্র ব্যাংকের এমডি সাহেবই বদলী করতে পারেন। আজিজুর রহমান শেরাটন শাখায় ২০০৭ থেকে ২০১২ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। আসামী মাইনুল হকের পক্ষে পূর্বের জেরা adopt সহ DMD জনাব মাইনুল হক কখনো পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের দায়িত্বে ছিলেন না। আসামী শফিজউদ্দিনের পক্ষে আসামী মীর মহিদুর রহমানের করা জেরা adopt করা হয়।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামী কামরুল হোসেন খান, শেখ আলতাফ হোসেন, মোতাহার হোসেন চৌধুরী ও ফাহমিদা আক্তারের পক্ষে জেরা declined করা হয়। পি.ডাব্লিউ-৪৪ নাজমুচ্ছায়াদাত, উপ-পরিচালক, দুদক সজেকা যশোহর। আমি দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, যশোর শাখার উপ পরিচালক তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ২২/১/২০১৩ ইং তারিখে ২২১৩ নম্বর স্মারক মুলে আমাকে এই মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। নিয়োগ প্রাপ্তির পর আমি মামলার এজাহার ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করি। পরবর্তীতে এই মামলায় তদন্তকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি। সাক্ষীদের বক্তব্য রেকর্ড করি। বিভিন্ন রেকর্ডপত্র জব্দ করি। মামলার তদন্তকালে গত ১/১/২০১৪ তারিখ বেলা ১৫:০০ ঘটিকার সময় সোনালী ব্যাংক হোটেল শেরাটন শাখা হতে মামলার রেকর্ডপত্র জব্দ করি। এই সেই জব্দ তালিকা, উহা প্রদ: "৩" উহাতে এই আমার স্বাক্ষর উহা প্রদ: ৩/৩"। গত ৯/১/২০১৪ ইং তারিখ বেলা ১২:১০ ঘটিকার সময় সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগ-৩ হতে মামলা সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র জব্দ করি। এই সেই জব্দ তালিকা, উহা প্রদঃ৭" উহাতে এই আমার স্বাক্ষর উহা প্রদ: ৭/৪"। একই দিনে ১৩:৩০ ঘটিকার সময় সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন হতে অত্র মামলা সংক্রান্তে কিছু রেকর্ড পত্র জব্দ করি। এই সেই জব্দ তালিখা, উহা প্রদ: "৬" উহাতে এই আমার স্বাক্ষর উহা প্রদ: "৬/৩"। একই তারিখে ১৫:০০ ঘটিকায় সোনালী ব্যাংকের শৃঙ্খলা ও আপীল বিভাগ হতে অত্র মামলা সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র জব্দ করি। এই সেই জব্দ তালিকা উহা প্রদ"৫" উহাতে এই আমার স্বাক্ষর উহা প্রদ: "৫/২"। একই তারিখে ১৬:৩০ ঘটিকার সময় সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের এম.ডি সেক্রেটেরিয়েট হতে মামলা সংক্রান্ত কিছু রেকর্ড পত্র জব্দ করি। এই সেই জব্দ তালিকা, উহা প্রদ: "৮" উহাতে এই আমার স্বাক্ষর। উহা প্রদঃ "৮/৩"। এই তারিখ ১৭:৩০ ঘটিকার সময় সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের আর্ন্তজাতিক বানিজ্য অর্থায়ন বিভাগ হতে অত্র মামলা সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র জব্দ করি। এই সেই জব্দ তালিকা, উহা প্রদ: "১৪" উহাতে এই আমার স্বাক্ষর, উহা প্রদঃ "১৪/২"। গত ১৫/১/২০১৪ ইং তারিখে বেলা ১৫:৩০ ঘটিকার সময় সোনালী ব্যাংকের জিএম অফিস, ঢাকা হতে অত্র মামলা সংক্রান্তে কিছু রেকর্ড পত্র জব্দ করি। এই সেই জব্দ তালিকা, উহা প্রদ:"৯" উহাতে এই আমার স্বাক্ষর, উহা প্রদ: "৯/২"। গত ১০/২/২০১৪ ইং তারিখ বেলা ১৫:০০ ঘটিকার সময় সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের Modernization and Restricting Division হতে অত্র মামলা সংক্রান্তে কিছু কাগজপত্র জব্দ করি। এই সেই জব্দ তালিকা। উহা প্রদ: "১০" উহাতে এই আমার স্বাক্ষর, উহা প্রদ: "১০/২"। তদন্তকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন, জব্দকৃত রেকর্ডপত্র ও সংগৃহীত অন্যান্য রেকর্ডপত্র সহ সাক্ষীদের জবানবন্দী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, DN Sports Ltd সোনালী ব্যাংক লি: হোটেল শেরাটন শাখার গ্রাহক যার চলতি হিসাব নং-৩৩০১৮৪৫৩। বর্ণিত গ্রাহকের ক্ষেত্রে শাখা ব্যাবস্থাপক জনাব একেএম আজিজুর রহমান Pre-Shipment credit (PSC) বাবদ বিল প্রদানের সর্বোচ্চ লিমিট ছিল ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা। অর্থ্যাৎ সোনালী ব্যাংক লি: শেরাটন শাখা DN Sports Ltd এর PSC বাবদ বিল ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকার অধিক হতে পারবে না। এ ছাড়া রপ্তানী LC এর পরিবর্তে Contract এর বিপরীতে বিল প্রদানের কোন ক্ষমতা ব্যাংকের ম্যানেজারদের ছিল না। তা সত্ত্বেও শাখা ব্যাবস্থাপক একে, এম আজিজুর রহমান ও এজিএম সাইফুল ইসলাম ব্যাংকের প্রচলিত সকল নির্দেশনা ভঙ্গ করে ৭ (সাত) টি চুক্তির বিপরীতে ১৭টি PSC ভাউচারের মাধ্যমে ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা DN Sports Ltd এর চলতি হিসাবে জমা করা হয়। এভাবে DN Sports Ltd এর চেয়ারম্যান মোতাহার হোসেন চৌধুরী ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: সফিকুর রহমান জন ও পরিচালক ফাহমিদা আকতার শিখা।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		PSC এর Limit এর শর্ত পরিপূরন না করে অতিরিক্ত PSC এর আবেদন ব্যাংক কর্মকর্তাদের সহায়তায় তা মঞ্জুর (approve) করিয়ে দিয়ে বর্ণিত গ্রাহকের চলতি হিসাব নম্বরে জমা পূর্বক ১ (এক) কোটি ৪২ (বিয়াল্লিশ) লক্ষ ৯৪ (চুরানব্বই) হাজার ৪৭ (সাত চল্লিশ) টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করে। তদন্তকালে আরো উদঘাটিত হয় যে, DN Sports Ltd নামে ভুয়া বিল ভাউচার তৈরী ও মিথ্যার আশ্রায়ে PSC বাবদ বিপুল পরিমান টাকা আদান প্রদান করার বিষয়ে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও GM office ঢাকার এর GM মীর মহিদুর রহমান জিএম ননী গোপাল নাথ উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে উক্ত শাখার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেনি। এমনকি শেরাটন শাখার মাধ্যমে আমদানী রপ্তানী, শাখার আমানত, বিল জাল ইত্যাদি সংক্রান্তে তথ্যাদী বিবরণ শাখা হতে F-12 ও কলাম- ৮৫ ছক দ্বারা নিয়মিত ঢাকার জিএম অফিস কে জ্ঞাত করা সত্ত্বেও তার সঠিকতা নিরুপন করেনি শাখার এই অনিয়মের বিরুদ্ধে কোনরুপ ব্যবস্থা গ্রহন না করে ক্ষমতার অপ ব্যবহার পূর্বক ১,৪২,৯৪,০৪৭ (এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার) টাকা আত্মসাতে সহায়তা করে। রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় আরো উদঘাটিত হয় যে, সোনালী ব্যাংক লিঃ হোটেল শেরাটন শাখা হতে দৈনিক ও মাসিক ভিত্তিতে প্রেরিত বৈদেশিক বানিজ্য সংক্রান্ত তথ্য যথা: PSC, PAD (Payment against document); IBP (Inland Bill Purchase); FBP (Foreign Bill Purchase); আমদানী রপ্তানী আমানত অগ্রীম ইত্যাদির তথ্য সমূহের বিবরনী ITFD তে প্রেরণ করা হয়। তাতে প্রতি মাসে উক্ত ঋণ বাবদ অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও এবং ডিসেম্বর ২০১১ থেকে এপ্রিল ২০১২ পর্যন্ত Performance Note Sheet এর PSC খাতে বিপুল পরিমান দায় উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও জেনে শুনে নিয়মানুযায়ী কর্তৃপক্ষ হিসাবে কোন ব্যবস্থা গ্রহন না করে ITFD এর তৎকালীন কর্মকর্তা AGM সফিজউদ্দিন আহমেদ, ডিজিএম শেখ আলতাফ হোসেন, ডিএমডি মাইনুল হক বর্ণিত ১,৪২,৯৪,০৪৭/- টাকা আত্মসাতে সহায়তা করেছেন। রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় আরো উদঘাটিত হয় যে, শাখা পরিদর্শন যেয়ে কামরুল হোসেন খান পরিদর্শন কালে উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে তৎকালীন ম্যানেজার একে, এম আজিজুর রহমান প্রসংসা পূর্বক শাখার কার্যক্রম খুবই সন্তোষ জনক মর্মে মিথ্যা প্রতিবেদন দাখিল করেন। বর্ণিত গ্রাহক কর্তৃক ১,৪২,৯৪,০৪৭/- টাকা আত্মসাতে সহায়তা করেন। তদন্তকালে আরো উদঘাটিত হয় যে, F-12 এবং কলাম-৮৫ যাহা জুলাই ২০১১ হতে প্রতিটি এডি শাখা কর্তৃক শাখার আমানত, আগ্রীম প্রদান, আমদানী রপ্তানী ঋণের পরিমান ও হ্রাস বৃদ্ধি ইত্যাদি বিবরনী মাসিক ভিত্তি ব্যাবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়। কলাম-৮৫ ও ঋ-১২ এর ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর সভাপতিত্বে সকল এডি শাখার সহায়তায় সংশ্লিষ্ট ডিভিশন এর ডিজিএম থেকে ডিজিএম ও ঢাকার জিএম অফিসের জিএম পর্যন্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মাসিক মিটিং হয়। এই মাসিক মিটিং এ হোটেল শেরাটন শাখার আমদানী রপ্তানী ও আমানতের চেয়ে ঋণ প্রদানের ব্যাপক পার্থক্য এবং PSC খাতে বিপুল পরিমান দায় থাকায় সত্ত্বেও সোনালী ব্যাংক লিঃ হোটেল শেরাটন শাখার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেন নি। তাছাড়াও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে তার Charter of Duties পরিচালনা না করে উদ্দেশ্য মূলক ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক বর্ণিত গ্রাহক কর্তৃক ১,৪২,৯৪,০৪৭/- টাকা আত্মসাতে সহায়তা করেন। এমতাবস্থায় আসামী: (১) মোতাহার উদ্দীন চৌধুরী (২) মো: সফিকুর রহমান জন (৩) ফাহামিদা আক্তার শিখা (৪) এ,কে,এম আজিজুর রহমান (৫) সাইফুল হাসান (৬) মীর মহিদুর রহমান (৭) ননী গোপাল নাথ

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		(৮) শেখ আলতাফ হোসেন (৯) সফিজ উদ্দীন আহমেদ (১০) কামরুল হোসেন খান (১১) মাঈনুল হক ও (১২) মো: হুমায়ুন কবির গন অসৎ উদ্দেশ্যে মিথ্যা ও প্রতারনার আশ্রয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক অপরাধ জনক বিশ্বাস ভঙ্গ করে দুর্নীতি ও অপরাধের মাধ্যমে লব্ধ PSC খাতে ১,৪২,৯৪০৪৭/- টাকার উৎস গোপনের লক্ষ্যে জ্ঞাত সারে সন্দেহজনক লেনদেন করে হস্তান্তর, স্থানান্তর ও রুপান্তরের মাধ্যমে তাহারা লাভবান হয়ে আত্মসাৎ পূর্বক দন্ডবিধির ৪০৬/৪০৯/৪২০/১০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা সহ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ৪ ধারায় অপরাধ সংঘটন প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় বর্ণিত আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিলের সুপারিশ সহ সাক্ষ্য স্মারক দাখিল ৩১/৩/২০১৪ খ্রী: তারিখ করলে কমিশন সন্তুষ্ট হয়ে বর্ণিত আসামীদের বিরুদ্ধে উল্লেখিত ধারায় অভিযোগপত্র দাখিলের জন্য স্মারক ১৪১৮০ তাং ১৫/৫/২০১৪ খ্রী: সদয় অনুমাদেন (Sanction) করলে আমি রমনা থানার অভিযোগ পত্র নং-১৫৭ তাং ২২/৫/২০১৪ খ্রী: দাখিল করি। এই সেই ২ পাতার অনুমোদন পত্র প্রদর্শনী-১৫। আসামী মোতাহার উদ্দীন চৌধুরী ও ফাহামীদা আক্তার শিখা পক্ষে জেরাতে বলেন যে, এই আসামীদের বিরুদ্ধে ১ (এক) কোটি ৩৭ (সাইত্রিশ) লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ যা PSC loan ছিল। তার PSC Loan দেয়ার এখতিয়ার ছিল ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা যা পরবর্তীতে বৃদ্ধি পেয়ে ৭০ লক্ষ টাকা হয়। সত্য নয় যে, এই PSC লোন ১.৫০ কোটি টাকা ও সর্বমোট ২.০০ কোটি টাকার বৃদ্ধি পায়। P.S.C লোন নির্ধারণ হয় LC Value এর ১৫%। আমার তদন্তে ৭টি Contract পেয়েছি। তবে ৪টি Contract ও ৩টি LC পেয়েছি। সত্য নয় যে, এই আসামীর PSC Limit ছিল ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। আমি ৫টা এল সি ও ২টি sale Contract জব্দ করেছি তা Charge Sheet এর আছে। জব্দকৃত L.C নং ১ যার শেষ চার অংক হচ্ছে 0988/11 এর US ডলারে ভ্যালু হচ্ছে ৫,৫৩,১৯০.৫৩ ইউএস ডলার। L.C নং-২ এর শেষ ৪ অংক হচ্ছে 1319/11 যার Value হচ্ছে ৫,৪৬,০৫৮.৫৬ ইউএস ডলার। L.C নং-৩ এর শেষ চার অংক হচ্ছে 1799/11 যার Value হচ্ছে ১,৯৪,৭৫০ ইউএস ডলার। L.C নং-৪ এর শেষ চার অংক হচ্ছে 4473/11 যার Value হচ্ছে ৬০,৫৫০/- ইউএস ডলার। L.C নং-৫ এর শেষ চার অংক হচ্ছে 3162112/11 যার Value হচ্ছে ৫৯,৩৬৫.৮০ ইউএস ডলার। sale Contract জব্দকৃত DNST যার নং-হচ্ছে DNST 2012/007/12 dt-1.3.12 এবং Sale contract নং DNST ২০১২/০০৮/১২ dt. ৫/৪/১২ যার দুটার মুল্য ৪ লক্ষ করে ৮ লাখ ডলার কিনা বলতে পারবো না। আমার তদন্তে ৫টা LC এবং ২টা sale Contract পেয়েছিলাম এই এল সি Sale Contract গুলোতে Value উল্লেখ আছে যা আমি জব্দ করেছি। আমার জব্দকৃত Sale Contract দ্বয়ে Value ৪ লাখ ডলার করে উল্লেখ আছে। এল সি Value এর সর্বোচ্চ ১৫% লোন দেয়ার বিধান আছে তবে তা এক্সপোর্ট করার ক্ষেত্রে। আমার তদন্তকালে পাইনি যে এই ৫ টা এল সি এর মধ্যে ৪টা এল সি এর পন্য জাহাজীকরনের মাধ্যমে রপ্তানী হয়েছে। আমার তদন্তে পাই নি যে বর্ণিত এল সি এর পন্য রপ্তানী পরবর্তী পর্যায়ে পন্যের মুল্যে ব্যাংকে বিদেশ থেকে ফেরৎ এসেছে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিদেশে রপ্তানী পন্য রেমিট্যান্স রপ্তানীকারকের Sundry account এ জমা হয়। আমি আসামীর Sundry account জব্দ করি। এই গ্রাহকের সমুদয় রেমিট্যান্স Sundry account এ জমা হলে ব্যাংক ঐ Sundry হিসাব তার Loan সমন্বয় করে। আমার তদন্তকালে এই আসামীদের Sundry account এ কত টাকা ছিল তা বলতে পারবো না। আমি Sundry account এর Statement জব্দ করে পর্যালোচনা করেছি। এই আসামীর Sundry account এ অনেক টাকা থাকতে পারে। তবে তিনি তর্কিত ৭টি এল সি/Contract এর পন্য ব্যবসা করেনি এবং এই মর্মে কোন document ও পাইনি। আমার তদন্তে কালেও আসামী তা আমাদের সরবরাহ করেনি। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে আসামী Fund Build account একাউন্ট আছে কিনা আমি বলতে পারবো না কারণ তা আমার তদন্তে সংশ্লিষ্ট নহে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে আসামীর একটি চলতি হিসাব আছে। আমি ৫টি এল সি ও ২টা Sale Contract এর রেমিট্যান্স এর ভাউচার পেয়েছি। তা জব্দ করেছি কিন্তু Practically ব্যাংকের Sundry account এ ঐ রেমিট্যান্স জমা হয়নি। সত্য নয় যে, ব্যাংকের বিধি বিধান সম্পর্কে অবগত না থেকে আমরা তদন্ত করে অভিযোগপত্র দাখিল করেছি। সত্য নয় যে, Sundry account এ ভাউচারের টাকা জমা হয়েছে। আমি জানী না যে, এই মামলা সাক্ষী রাশিদুজ্জামান রঞ্জু (পি.ডব্লিউ-৪) Sundry account এর Statement অর্থঋণ আদালতের অদ্য একটা দরখাস্ত জমা দিয়েছে। এই আসামীদের বিরুদ্ধে পিএসসি লোন ২,৮২,০০,০০০০/- টাকা দিয়েছে। সমন্বয় করার পর ১,৪২,৯৪,০৪৭.০০ টাকা অতিরিক্ত উত্তোলন করেছে। আসামীদের লিমিট ছিল ৩০,০০,০০০/- টাকা তা পরে বর্ধিত হয়ে ৭০,০০০,০০০০/- টাকা এর পরবর্তীতে ১,৫০,০০০০০/- (দেড় কোটি) টাকা প্রক্রিয়াধীন ছিল। তবে তা approve হয়নি। সত্য নয় যে, আসামীর লোন লিমিট ১,৫০,০০,০০০/- টাকা approve হওয়ার নোট সীট আমি জব্দ করিনি ইচ্ছা করেই। সত্য নয় যে, পরবর্তী আবেদন পত্র জব্দ করলে আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জ শীট হতো না। সত্য নয় যে- অনেক সত্য গোপন করে অভিযোগপত্র দাখিল করেছি। P.S.C Loan টা revolving nature এর সঠিক। সত্য নয় যে, ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে ১,৪২,০০,০০০/- টাকার স্থলে আসামীর কাছ থেকে ৩,২১,০০,০০০/- টাকা বিভিন্ন ভাউচারের মাধ্যমে আদায় করেছে। আমি জানি না যে, ২৪/৩/১৪ তারিখ পর্যন্ত আসামীর Sundry account এ ৪১,৫০,৬৫৭/- টাকা স্থিতি ছিল। আমি এটাও জানি না যে আসামী সংশ্লিষ্ট শাখায় হিসাব খোলা কালে ২৫ লক্ষ টাকা FDR করেছে যা আমার অভিযোগ পত্র দাখিল পর্যন্ত জমা ছিল। সত্য নয় যে, আসামীর Fund Build Account ১,৫৫,০০,০০০/- টাকা জমা ছিল। সত্য নয় যে, আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে সকল দরকারী Account জব্দ করিনি এবং আসামী তার ব্যবসা পরিচালনায় কোন অনিয়ম করেনি। আসামী মাইনুল হক সাবেক ডিএমডি সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয় পক্ষে জেরাতে বলেন যে, এডি শাখা থেকে বৈদেশিক বানিজ্য সংক্রান্তে বিবরণী বিভাগীয় প্রধান হিসাবে DGM (ITFD) বিভাগ প্রেরিত হয় সঠিক। উক্ত বিবরণী পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া Performance Note sheet Gm (ITFD) বিভাগের মাধ্যমে DMD এর নিকট উপস্থাপন করিতে হয় সঠিক। DGM (ITFD) বিভাগ সরাসরি GM (ITFD) এর নিয়ন্ত্রনে। ডিএমডি এর নিকট উপস্থাপিত Performance Note sheet এ ৪৫টি এডি শাখার বৈদেশিক ব্যবসার পূর্বের মাসের তুলনায় পরবর্তী মাসের তুলনামুলক চিত্র উল্লেখ থাকে। Performance Note sheet এ কোন একক প্রতিষ্ঠানে নামে দায় দেনা থাকে না সঠিক কিন্তু Branch wise থাকে। গ্রহিতার নাম থাকে না। ঐ সময়ে খেলাপী ঋণ "০" বা সর্বনিম্ন হিসেব থাকতে পারে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		যে শাখার খেলাপী ঋণ "০" বা সর্বনিম্ন তা ব্যাংক প্রধান সন্তোষজনক কিনা জানা নাই। এমতাবস্থায় DN Sports এর নাম উল্লেখ করে ঋণ অনিয়ম সংক্রান্ত কোন নথী বা প্রতিবেদন বা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের প্রস্তাব বা সুপারিশ কখনই ডিএমডি বা এর নিকট উপস্থাপন করা হয় নাই সঠিক। জিএম (ITFD) আমার তদন্তে অব্যহিত প্রাপ্ত সঠিক। মার্চ ২০১২ তে শেরাটন শাখাতে উল্লেখ যোগ্য পরিমান ঋণ অনিয়ম সংঘটিত হয় এটা দেখেছেন কি? হ্যাঁ। Performance Note sheet (মার্চ ১২) ব্যাংকের অপর ৩ জন ডিএমডি এর নিকট উপস্থাপিত ও স্বাক্ষরিত হয় সঠিক। তখন সাবেক ডিএমডি (আমি) কাজে দেশের বাহিরে ছিলাম স্মরণ নাই। ঐ ৩ জন ডিএমডি কে অভিযুক্ত করা হয় নাই। একই Performance Note এ ভিত্তিতে আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন যথাযথ নহে সঠিক নয়। অধিক ঋণ বিতরনের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য যে নীতি তা পরীক্ষা করি নাই সত্য নয়। শাখার আমানত হ্রাস পাইলে প্রধান কার্যালয়ে টিএমডি শাখা হইতে ঋণ নিয়ে শাখা ঋণ কার্যক্রম চলমান রাখার বিধান আছে জানা নাই। আমানতের চেয়ে অধিক ঋণ বিতরনের বিষয়টি টিএমডি শাখার মাধ্যমে হইয়া থাকে টিএমডি বিভাগ আমার নিয়ন্ত্রাধীন ছিলো না সঠিক। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৩টা পরিদর্শন টিম কর্তৃক বিভিন্ন তারিখে শেরাটন শাখা পরিদর্শন প্রতিবেদন চার্জ শিটে দেখানো আছে সঠিক। ঐ ৩টা প্রতিবেদনে আমার নাম নাই সঠিক। আদালতে ঐ টিমের সাক্ষীগন এই বিষয় সুনিশ্চিত করিয়াছেন তখন কি বলিয়াছেন তা আমার জানা নাই। ঋণ ও আমানতের বিবরণ (F-12) এগ অফিসের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে সিএডি তে প্রেরিত হয় সঠিক। কলাম ৮৫ জিএম অফিসের মাধ্যমে এমডি সচিবালয়ে প্রেরিত হয় সঠিক সুতরাং এফ-১২ ও কলাম ৮৫ এর মাধ্যমে ঋণ ও আমানতের বিবরণ সিএডি ও এমডি সচিবালয়ের অবগত হইবার অধিক সুযোগ ছিলো। সঠিক তবে ডিএমডি ও অবগত থাকার কথা। ঋণ বিবরণ সংক্রান্ত এফ-১২ ও কলাম ৮৫ এর প্রতিবেদন (ITFD) তে প্রেরিত হয় না সঠিক নয়। আমি ১০/৩/২০১১ ইং তারিখ কৃষি ব্যাংক হইতে বদলী হইয়া সোনালী ব্যাংকে ডিএমডি হিসাবে যোগদান করি- সঠিক। তারপর ৩ বার শেরাটন শাখা অডিট করা হয় সঠিক মনে নাই। উক্ত অডিট সমূহ ঋণ অনিয়মের তথ্য উদঘাটিত হয় নাই- সঠিক নয়। শাখাটি No Risk শাখা হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয় সঠিক। ৪/৪/২০১২ তারিখে এমডি সাহেব অনুমোদন ক্রম আমার নির্দেশে এজিএম শফিজউদ্দিনের নেতৃত্বে একটি অডিট টিম করা হয়। উক্ত অডিট টিম দ্বারা শেরাটন শাখা ৩৭০২ কোটি টাকার ঋণ অনিয়মের বিষয় উদঘাটিত হয়। এর মধ্যে ১৭৫০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয় নাই সঠিক। আমার সময়ে শেরাটন শাখাতে ১২৩৯ কোটি টাকা লাভ হইয়াছে এবং KEY Executive তালিকাতে আমার নাম আছে- সঠিক। আমার সময়কাল ২৫/৪/২০১১ থেকে ২৭/৫/২০১২ পর্যন্ত সঠিক। আমাকে পরবর্তীতে এমডি করা হয় প্রধান মন্ত্রীর অনুমোদন ক্রমে এটা আমার জানা নাই। Area of Operation অনুযায়ী ITFD এর দায়িত্ব আমার ছিলো না- সত্য নয়। কখনও আমি ITFD এর প্রধান ছিলাম না- সঠিক। নালিশী Transaction এর কোথায় আমার কোন স্বাক্ষর নাই- সঠিক তবে স্বাক্ষর হয় অধস্তনদের দ্বারা। কোন অনিয়মিত ঋণ আমি অনুমোদন করি নাই বা কোন পত্র পাই নাই- সঠিক নয়। সাক্ষীর বক্তব্য সঠিক নয় সত্য নয়। মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম- সত্য নয়। তদন্ত পূর্বক ঋন অনিয়মে সংশ্লিষ্ট ২২ জনের অভিযোগ নাম সোনালী ব্যাংক এমডি কর্তৃক দুদক চেয়ারম্যান বরাবর ২৩/৯/১২/তারিখ প্রেরিত হয় তা তদন্তকালে জানতে পারি। ঐ অভিযোগে সাবেক ডিএমডি মাইনুল হকের নাম নাই।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামী মিঃ মহিদুর রহমান পক্ষে জেরাতে বলেন যে, আমি দুদক কমিশনার (তদন্ত) এর স্বাক্ষরিত ক্ষমতাপত্র বলে আমি সি/এস দাখিল করি। স্মারক নং ১৪১৮০ তাং তাং ১৫/৫/২০১৪। ২৫/৪/২০১১ হতে ২৭/৫/২০১২ এর সময়কালের ঘটনা দেখাইয়া এই সি/এস দাখিল করি। আমি জিএম অফিস, ঢাকায় তদন্ত করিয়াছি। আমি ৯ বৎসর যাবৎ দুদকে চাকুরি করি। আমি নিজ তদন্ত মতেই সি/এস দাখিল করিয়াছি। আমি ব্যাংকিং ডকুম্যান্ট যথাযথ ভাবে পরীক্ষা করে সি/এস দিয়াছি সি/এস দাখিলের পূর্বে আমি এফআইআর পর্যালোচনা করিয়াছি। আমি তদন্তকালে প্রাপ্ত সাক্ষীদের বক্তব্য পর্যালোচনা করিয়াছি। এই মামলাটি Pre Shipment Credit (PSC) সংক্রান্ত। PSC বিষয়টি Finished goods এর কারনে প্রদত্ত ঋন সংক্রান্ত। সোনালী ব্যাংক শেরাটন শাখা হইতে DN Sport বরাবর অতিরিক্ত ১,৪২,৯৪,৭৪৭/- টাকা দেওয়া হয়। এই টাকার ভাউচার পাশ করেন তৎকালীন ব্যবস্থাপক এ.কে.এম আজিজুর রহমান, এজিএম সাইফুল হাসান ও এক্সিকিউটিভ অফিসার শেখ আব্দুল মতিন। এই আসামী শেরাটন শাখাতে কখনও কর্মরত ছিলো না- সঠিক। আলোচ্য ভাউচার এ এই আসামীর স্বাক্ষর নাই। শেরাটন শাখা হতে জব্দকৃত আলামত সমূহে এই আসামীর কোন সই স্বাক্ষর নাই তার নাম নাই। শেরাটন শাখার জব্দ তালিকার সাক্ষীরা একই কথা বলিয়াছেন কিনা আমার জানা নাই। সোনালী ব্যাংক এর প্রাক্তন এমডি প্রদীপ কুমার দত্ত শেরাটন শাখার ঋন অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত অন্তে ২৩/৯/২০১২ তারিখে দুদকে একটি অভিযোগ দাখিল করিয়াছিলো। ঐ তালিকাতে এই আসামীর নাম নাই। দুদক কর্তৃক জব্দ তালিকার কাগজাতের মধ্যে ঐ অভিযোগটি আছে। P.W-5, কি বলিয়াছে যে বিষয়ে আমার জানা নাই। দুদক কর্তৃক জব্দকৃত (শৃংখলা ও আপীল বিভাগ) কাগজাতে এই আসামীর নাম নাই। P. W. 25 জবানবন্দিতে কি বলিয়াছে তা আমার জানা নাই। শেরাটন শাখা একটি Authorised Dealer (AD) শাখা। AD লাইসেন্স ইস্যু করা হয় বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে এ ধরনের শাখাতে বৈদেশিক বানিজ্য শাখার কার্যাবলী সম্পন্ন হয়। Sonali Bank এ ৪৫টি AD শাখা অছে কিনা জানা নাই। এগুলোর নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান কার্যালয়ের International Trade Finance Division (ITFD). সকল শাখা হতে (অপাঠ্য) দৈনিক/সাপ্তাহিক/মাসিক ভিত্তিতে তথ্য ও প্রতিবেদন ITFD তে প্রেরিত হয়। এ ধরনের তথ্য GM অফিসে পাঠানো হয় না- সত্য নয় তবে PSC, PAD, Payment against Document IBB FBPN এগুলো GM অফিসে যায় না। কোন AD শাখা হতে PSC Statement GM অফিসে যায় না- সত্য নয়। এই আসামী GM থাকাবস্থায় শেরাটন শাখা কর্পোঃ অফিস ছিলো না- সত্য নয়। শেরাটন শাখা কর্পোরেট অফিস না হওয়াতে তা এই আসামীর অধীন ছিলো না- সত্য নয় ৩১/১/২০১২ পর্যন্ত এই আসামী GM অফিসের দায়িত্বে ছিলেন। PSC ঋন বিতরন বিষয়ে এই আসামী অবহিত ছিলেন না-সত্য নয়। ২৬/৮/২০১২ তারিখ শেরাটন শাখা কর্পোরেট শাখাতে উন্নিত হয়- সঠিক তবে এর পূর্ব হইতে কর্পোরেট কাজ কর্ম সেখানে চলিতে থাকে। এই আমার জিএম থাকাবস্থায় সোনালী ব্যাংক কর্পোরেট শাখা আমার দায়িত্বের অধীন ছিলো না- সত্য নয়। শেরাটন শাখা কখনই এই আসামীর তত্ত্বাবধানে ছিলো না-সত্য নয়। আমি Form F-12, এবং কলাম ৮৫ পর্যালোচনা করিয়াছি। এতে কোন ঋন গ্রহিতার নাম উল্লেখ থাকে না। এতে শাখার মোট ঋনের টাকা উল্লেখ থাকে। Item wise থাকে। ঋন অনিয়মিত কিনা বা ভূয়া এ ধরনের কিছু উল্লেখ থাকে না। F-12 ও

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কলাম ৮৫ পর্যালোচনায় বিধান GM অফিসের নাই-সত্য নয়। F-12 ও কলাম ৮৫ এর তথ্যাবলী GM অফিস Collect করিয়া MD অফিসে প্রেরন করে কিন্তু পর্যালোচনা করিতে পারে না- সত্য নয়| F-12 ও কলাম ৮৫ নং তথ্য Online এ প্রাপ্ত হইয়া দুইটি পৃথক বিভাগে পাঠানো হয়- সঠিক নয়। আমি তদন্তকালে যা পাইয়াছি তাই বলিয়াছি। আমি F- 12 ও কলাম ৮৫ মূলে সকল অনিয়ম জানা সত্ত্বেও শেরাটন শাখায় অস্বাভাবিক PSC ঋন বৃদ্ধি) ঐ শাখায় বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় নাই মর্মে আমার জবানবন্দি মিথ্যা- সত্য নয় অন্যের প্ররোচনায় আসামীকে এই মামলাতে আসামী ভূক্ত করিয়াছি- সত্য নয়। DN Sports টাকা আত্মসাতের জন্য এই আসামীর বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগ বানোয়াট ও মিথ্যা সত্য নয়। রফিকুল ইসলাম খান তার পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে নিকট ভবিষ্যতে শেরাটন শাখার বৈদেশিক বানিজ্য কার্যক্রমে অনিয়ম সংঘটিত হইবে এটা সঠিক। এর পর এই আসামী ০৪ সদস্যর টিম সহ ২০০৯ সালে শেরাটন শাখা পরিদর্শন করেন সঠিক। ঐ প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরন করা হইয়াছিলো। প্রতিবেদন টি আখতার হামিদ উক্ত প্রতিবেদন জব্দ করেন এবং নথীতে দাখিল করেন। ঐ প্রতিবেদন উপস্থাপিত হয় কিনা আমার জানা নাই। ৩১/১/২০১২ পর্যন্ত জিএম অফিসের দায়িত্বে এই আসামী ছিলেন সঠিক। তখন শেরাটন শাখা কর্পোরেট শাখা ছিলো না- সত্য নয়। জিএম হিসাবে শেরাটন শাখা এই আসামীর পরিদর্শনের আওতাভূক্ত না থাকা সত্ত্বেও ১/৬/২০১০ তারিখে শেরাটন শাখা পরিদর্শন করেন- সঠিক নয়। তিনি এখতিয়ারভূক্ত হইয়াই পরিদর্শন করিয়াছেন। এই আসামী Test ও বিশেষ পরিদর্শন প্রতিবেদন তৈরী করেন কিনা জানা নাই তবে Test পরিদর্শন প্রতিবেদন দিয়াছিলেন। ঐ বিশেষ প্রতিবেদন বোর্ড মেমোর মাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদের নিকট উপস্থাপন করা হইয়াছিলো কিনা জানা নাই। আসামী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বরাবর যাবতীয় প্রতিবেদন পত্রালাপ ও যোগাযোগ পর্যালোচনা করা সত্ত্বেও অন্যয় ভাবে এই আসামীকে মামলাতে অন্তর্ভূক্ত করিয়াছি যা অবৈধ সত্য নয়। বোর্ড সকল কিছু জানা সত্ত্বেও শেরাটন শাখার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় নাই এটা আমার জানা নাই। Sonali Bank এ Delegation & of Administrative ও Discretionary Power ২০১২ মোতাবেক বিভাগীয় GM, AGM ও DGM পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলী করিতে পারেন না- সঠিক। MD তাদের বদলী করিতে পারেন। তখন আজিজুর রহমান AGM ও DGM উভয় পদমর্যাদাতে শেরাটন শাখাতে ব্যবস্থাপক ছিলেন। MD হুমায়ুন কবীর সকল নিয়ম নীতি লংঘন করিয়া আজিজুর রহমানকে ২৭/৫/২০০৭ হইতে ২৭/৫/২০১২ পর্যন্ত ০৫ বৎসর শেরাটন শাখার ব্যবস্থাপকের দায়িত্বে রাখিয়াছিলেন। তার একই পদে ৫ বৎসর থাকার কারনে এত অনিয়ম সংঘটিত হইয়াছে এটা অনেক কারনের মধ্যে একটা কারন। এই আসামী GM ও MD এর মত বিনিময় সভায় আজিজুর রহমানকে বদলীর জন্য বলে কিনা জানা নাই। তাকে MD."Good Development Officer" মর্মে বলেন কিনা আমার জানা নাই। বাংলাদেশ ব্যাংক বৎসরে ১ বার সাধারন শাখা এবং বৎসরে ২ বার এডি শাখা পরিদর্শনের বিধান রহিয়াছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে ৩১/৩/২০১০ তারিখে পরিদর্শন করে এর পর এপ্রিল/২০১২ তে পরিদর্শন করে ২৮ মাস বাংলাদেশ ব্যাংক রহস্যময় নিরবতা পালন করে যেটা অনিয়মের অন্যতম কারন এবং এর পরও বাংলাদেশ ব্যাংকের কেহ আসামী নহে- সঠিক নহে। কারন এই বিলম্বের বিষয় আমার জানা ছিলো না। সরকারী বানিজ্যিক নিরিক্ষা (Commercial Audit) বৎসর ১ বার Audit

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করার বিধান আছে কিনা আমার জানা নাই। ২০১১-১২ বৎসরে এই Audit হয় নাই তবে সর্বশেষ বানিজ্যিক Audit পর্যালোচনা করা হইয়াছে। ফেব্রুয়ারী/২০১২ হইতে মার্চ/২০১২ সময়ে শেরাটন শাখাতে ১৮০১ কোটি টাকা ঋন অনিয়ম সংঘটিত হয় মর্মে অভিযোগ পত্রে বলিয়াছি- সঠিক। এই সময়কালে এই আসামী GM অফিসের দায়িত্বে ছিলেন না সঠিক। GM অফিসে আমার দায়িত্ব পালন কালে কোন অনিয়ম সংঘটিত হয় নাই সঠিক নয়। এই আসামী ২০০৯ সালে PO রমনা শাখা Inspection এ অনেক অনিয়ম বাহির করিয়াছিলেন সঠিক। Sonali Bank শেরাটন শাখার উপর ০৪টি Team পরিদর্শন করে। তাদের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়াছি। এই ০৪টি প্রতিবেদনের কোনটি এই আসামী মহিদুর এর নাম নির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করা নাই। ঐ সময় ITFD তে ৩টা GM ছিলো তাদের আসামী করা হয় নাই সঠিক। AD শাখার মনিটরিং শাখার দায়িত্ব ছিলো ০৪ মাস পরপর Audit করা। প্রকৃত আসামীদের আড়াল করিতে এই আসামীকে আসামীভূক্ত করা হইয়াছে- সত্য নয়। এই আসামী সম্পূর্ন নির্দোষ- সত্য নয়। শেখ আলতাফ হোসেন পক্ষে জেরাতে বলেন যে, এই মামলা PSC ঋন সংক্রান্ত। শাখা ব্যবস্থাপক প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি না নিয়া অতিরিক্ত ঋন সুবিধা প্রদান করেন। DN Sports এর ঋন কার্যক্রম ৩১/৮/২০১০ হইতে শুরু হয়। শেখ আলতাফ ITFD তে যোগদান করেন ২৯/৫/২০১১ তারিখে। শাখা ম্যানেজার কে সাবধান করিয়া অনিয়মিত ঋন আদায়ের জন্য প্রায় ৩৮ টি চিঠি দেন এটা জানা নাই। আসামী আলতাফ ১/৮/২০১১ হইতে ২২/৫/২০১২ পর্যন্ত ১২টি চিঠি PSC ঋন আদায়ের জন্য ম্যানেজার বরাবর দেন এটা জানা নাই। শেরাটন শাখার ম্যানেজার একজন DGM এই আসামী আলতাফ ও একজন DGM সমপর্যায়ের কর্মকর্তা পরস্পরকে বরখাস্ত বা অপসারন করিতে পারে না- সঠিক। ITFD ৩ টা Cell নিয়া গঠিত, Import, Export Monitoring Cell. এই ২০/৭/২০১১ তারিখে Inspection ও Monitoring এই আসামীর আওতা হইতে পৃথক করা হয় সঠিক। এই আসামীর হাতে তদন্ত করার ক্ষমতা ছিলো না- সত্য নয়। ২০/৭/২০১১ তারিখে দায়িত্ব প্রাপ্ত নুরুল হক কে এই মামলাতে আসামী করা হয় নাই। এই আসামী যোগদানের পর মাসিক বিবরনীতে ৩টি ছক যুক্ত করেন কিনা আমার জানা নাই। তবে ছক পাইয়াছি। এই ছক দেখিয়া এমডি শাখা পরিদর্শনের অনুমতি দেন। আলতাফ তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিক ভাবে প্রতিপালন করেন বা তা ভুল তদন্তে আসামীভূক্ত করা হইয়াছে সত্য নয়। আসামী কামরুল হোসেন খাঁন পক্ষে জেরাতে বলেন যে, আমি ২২/১/২০১৩ তারিখে এই মামলার তদন্তভার গ্রহন করি। এজাহার সহ সংশ্লিষ্ট কাগজাত পর্যালোচনা করিয়াছি। বাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছি আমার তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা ছিলেন মীর মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন শীবলী। বর্তমানে পরিচালক, দুদক। আমার তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন মির মোঃ জয়নাল আবেদীন শিবলী। আমি PO ভিজিট করিয়াছি। Sketch map করি নাই। এজাহার পর্যালোচনা করিয়াছি। ২৫/৪/১১ থেকে ২৭/৫/২০১২ পর্যন্ত ঘটনাকাল। আমার তদন্তকালে Audit Division-2 ভিজিট করিয়াছি। তখন GM বা DGM কে ছিলেন এখন মনে নাই। তাদের সাক্ষী করা হয় কিনা এখন নথী দেখিয়া বলিতে হইবে তবে Division-2 এর সাক্ষী আছে। ঘটনাকালে যে সমস্ত GM/DGM দায়িত্বরত ছিলেন তাদের সাক্ষী করা হয় কিনা বলিতে পারিব না। Audit বিভাগের Audit করার আদেশ দাতাদের আসামীভূক্ত করি নাই।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২০/২/১১ তারিখের ভিত্তিতে এই আসামী Audit এ গিয়েছিলো। মামলার ঘটনার সাথে এই আসামীর জড়িত থাকার প্রমান হইল ব্যাংকের অবস্থা নাজুক থাকা সত্ত্বেও আসামী Audit এ ভালো রিপোর্ট দেন। আসামীর জড়িত থাকার কোন প্রমান আমি পাই নাই- সত্য নয়। এই আসামীর Audit Report পর্যালোচনা করিয়াছি। Audit এর নির্ধারিত সময় ছিলো ১০ দিন বলিয়া মনে হয়। বিষয় ছিলো জেনারেল ব্যাংকিং লোন, বানিজ্য বিষয় ইত্যাদি। প্রতিবেদনের ২৮/২ পাতায় বৈদেশিক বানিজ্য শাখাতে Audit সম্পূর্ন করিতে পারেন নাই মর্মে উল্লেখ করেন। কারন, সময়ভাব মর্মে বলেন। Audit চলাকালীন আসামী কামরুল হাসান খানকে ৯/৩/২০১১ তারিখে বদলী করা হয় কিনা জানা নাই। ৩/৩/১১ তারিখে এই আসামী এক আবেদনে Audit এর জন্য আরও ০৬ কার্যদিবস সময় বৃদ্ধির আবেদন করেন কিনা জানা নাই। সময়াভাবে কামরুল হাসান Audit সম্পন্ন করিতে পারেন নাই সেই আমার দাফতরিক এখতিয়ারের ভূক্ত না হওয়ায় তদবিষয়ে তার উপস্থিত কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করি নাই। তাদের সুবিধা দেয়ার জন্য আমি জিজ্ঞাসাবাদ করি নাই- সঠিক নয়। সোনালী ব্যাংক Audit Inspection শাখা তদারকের দায়িত্ব ছিলো যাদের উপর তাদের বিষয়ে আগেই বলিয়াছি। সর্বশেষ Audit রিপোর্ট হিসাবে শফিজউদ্দিনের রিপোর্ট আমি পর্যালোচনা করি। ITFD এর পূর্ববর্তী Audit কবে হয় বলিতে পারিব না। কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছি। এমডি হইতে শুরু করিয়া GM, DGM সকলকেই জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছি। ITFD এর Audit এর নির্দেশ দেয় GM মাসরুর হুদা সিরাজী, সহ DMD কেও জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছি ইকবাল আমি BB এর Audit সহ বিভিন্ন ধরনের Audit প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়াছি। তারিখ বলিতে পারিব না। আমি BB এর Audit (ঘটনার সময়ের) সহ কোন Audit পর্যালোচনা করি নাই- সত্য নয়। রফিকুল ইসলামের Audit কার্যক্রম পর্যালোচনা করিয়াছি। রফিকুলের প্রতিবেদন প্রদর্শনভুক্ত আছে। তার প্রতিবেদনে বিভিন্ন বিষয়ে সন্তোষজনক বলা আছে তবে বৈদেশিক বানিজ্যে অদূর ভবিষ্যতে দূর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে তাও বলিয়াছেন। এই দূর্ঘটনা বলিতে তিনি জিজ্ঞাসাবাদে দুর্নীতি বুঝাইয়াছেন। তবে রিপোর্টে এই শব্দ বলা নাই। সাহেবকেও জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছি। DGM জাফর সাহেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছি। ITFD এর উর্দ্ধতনদের কাউকে আসামী করি নাই সত্য নয়। কাউকে কাউকে যেমন মিয়াজীকে তদন্ত অন্তে অব্যাহতি দিয়াছি- সঠিক নয়। ITFD এর শফিজ উদ্দিনের Audit Report ছাড়া অন্যদের Audit Report পর্যালোচনা করি নাই। কারন তার পূর্বে ITFD এর কোন Audit হয় নাই। ব্যাংকের Performance Note Shit তৈরী হয়। Monthly Meeting এই PNS MD এর অফিসের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। ব্যাংক অথরিটি এই PNS এর মাধ্যমে ব্যাংকের অবস্থা বিষয়ে অবহিত হইতেন। এছাড়াও ৫/৬ রকমের Audit কার্যক্রম চালু ছিলো। আমি Functional Report পর্যালোচনা করিয়াছি। যার পাতা নং ১১ তে Inspection Div-2 বিষয়ে ২০০৯ এর Audit Report এ Significant কিছু ছিলো না। সেটা আন্তর্জাতিক বানিজ্য বিষয়ে বলা হইয়াছে। এই কারনে এই শাখাকে Low Risk শাখা হিসাবে গন্য করা হয়- সঠিক। এই রিপোর্টের ১ বৎসর ৫ মাস পর রফিকুল ইসলামকে Audit করতে পাঠানো হয়। এই শাখা High Risk কবে ছিলো জানা নাই। এই শাখাটি High Risk হইতে Low Risk কবে হয় জানা নাই। এ বিষয়ে আমি কিছু বলি নাই। কে করে সে বিষয়ে ধারনা নাই। এই শেরাটন শাখা ২০০৯ এর পর Low Risk হয় এটা জানা নাই। Grading শাখায় কর্মকর্তাদের সাক্ষী করিয়াছি তবে ১৬১ ধারা মতে জবানবন্দি রেকর্ড করি কিনা মনে

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নাই। পরে বলে ১৬১ ধারা মতে জবানবন্দি গ্রহন করিয়াছি নাম মনে নাই। তাদের কাউকে সাক্ষী করি নাই- সত্য নয়। কামরুল হোসেনের প্রতিবেদনে ব্যাংকের অবস্থা "খুবই সন্তোষজনক" বলিয়াছেন তা নাই তবে সন্তোষজনক বলিয়াছেন। ২০/২/১১ তারিখে ব্যাংকের সার্বিক অবস্থা ঋন অগ্রীম আমানত, বৈদেশিক বানিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে কামরুল হোসেন খাঁনের প্রতিবেদনে উল্লেখিত বিষয়ে পর্যালোচনা করিয়াছি। প্রতিবেদনে ঋনের ও অগ্রীমের চেয়ে আমানতের পরিমান বেশী ছিলো মর্মে বলা আছে- সঠিক। আসামীর বিরুদ্ধে এই বিষয় গুলিতে প্রতিবেদনে অসত্য তথ্য দেওয়া বা গোপন করিয়াছেন মর্মে পাই নাই। আমি পিও ভিজিট করি নাই সত্য নয়। কোন তদন্ত করি নাই- সত্য নয়। তদারককারীর নির্দেশ মতে তৈরী প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করিয়াছি- সত্য নয়। সঠিক তদন্ত করিলে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ হইত না- সত্য নয়। আসামী শফিউদ্দিন পক্ষে পূর্ব জেরা Adopted. মামলার ঘটনা ২৫/৪/১১ হইতে ২৭/৫/২০১২ পর্যন্ত। আসামী কত তারিখ হইতে কত বার তার কার্যালয়ে ছিলেন তা এখন বলিতে পারিব না। Sonali Bank প্রধান কার্যালয়ে ITFD তে ৩টা শাখা আছে। AD Branch I Monitoring I Inspection cell একটি শাখা। শফিজউদ্দিন Export Section এর দায়িত্বে ছিলেন। ৩টা শাখা পৃথক দায়িত্ব পালন করে। ৮/৩/০৭ তারিখের আদেশ মতে ৪ মাস পর পর Inspection করার কথা এটা আমি জানি। সেটা AD Branches, Inspects Monitoring cell দ্বারা। Follow up Monitoring Inspection এদের কাজ এটা জানি। ২০১০-২০১১-২০১২ সময় কালে ঐ শাখা এ ধরনের Inspection করে কিনা জানা নাই। এই আসামী ৯/২/২০১২ হইতে ১৩/৬/২০১২ পর্যন্ত তথ্যাবলী AD শাখা হইতে ITFD GM বরাবর পাঠাতেন এটা আমার জানা ছিলো। প্রত্যেক দিনের তথ্য মাসিক প্রতিবেদনে দেওয়া হইত। ঐ প্রতিবেদনে এই আসামীও স্বাক্ষর করিয়াছেন। প্রতিবেদনের তথ্য এই আসামী Collect করিতেন না। এই আসামী সকল তথ্য প্রতিবেদন আকারে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর উপস্থাপন করিতেন। ডিসেম্বর/২০১১ হইতে শেরাটন দরখাস্ত দেন সেটা আমি দেখিয়াছি। ঐ দরখাস্তে সফিউদ্দিনের কোন নাম ছিলো না। অভিযোগপত্রে এই আসামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সঠিক নয়- সত্য নয়। আসামীর প্রতিবেদনে উল্লেখিত বর্ননা সঠিক। বৈদেশিক বানিজ্য সংক্রান্ত ঋন আদায় ও নিয়মিত করনের লক্ষে সকল শাখাতে মাসিক ভিত্তিতে পত্র দেওয়া হইতো। ITFD হইতে তাগাদা পত্র দেওয়া হয় কিনা আমার জানা নাই। Sonali Bank আঞ্চলিক শাখা নিয়ন্ত্রন করে GM শাখা এটা- সঠিক নয়। ITFD হইতে পরিদর্শনের ক্ষমতা এই আসামীর নাই- সত্য নয়। ৪/৪/১২-৯/৭/১২ পর্যন্ত এই আসামী শেরাটন শাখার Audit এ ব্যস্ত ছিলেন। প্রধান কার্যালয়ে ছিলেন না। শাখা ও গুলশান শাখা Audit করার জন্য অনুমোদন পর উপস্থাপন করা হয়। তাতে Note এ শফিজউদ্দিনের স্বাক্ষর ছিলো। Audit করার জন্য DGM আবু জাফরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২৯/১/১২ তারিখে নির্দেশ দেওয়া হয়। ২৯/১/১২ তারিখের নির্দেশ মতে ৩১/৩/২০১২ পর্যন্ত শেরাটন শাখাতে কোন Audit করা হয় নাই- সঠিক। ৪/৪/১২ তারিখে এই আসামীর নেতৃত্বে Audit team করা হয় পূর্বের কমিটি বাতিল করা হয়। ৪/৪/১২ হইতে ৯/৭/২০১২ পর্যন্ত শেরাটন শাখার Audit করিয়া ৩৭০২ কোটি টাকার অনিয়ম উল্লেখ করিয়া Audit Report দাখিল করেন- সঠিক। উক্ত শাখাতে অনিয়ম বিষয়ে এটাই প্রথম প্রতিবেদন। মামলার পূর্বে সোনালী ব্যাংকের MD দুদক বরাবর একটি আমি মামলার বিষয়ে সঠিক ভাবে তদন্ত করি নাই বা

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

করিলে এই আসামী আসামীভূক্ত হইতো না-সত্য নয়। এই আসামী নির্দোষ- সত্য নয়।

আসামী মোতাহার চৌধুরী ও ফাহমিদা আক্তার শিখার পক্ষে Recall মঞ্জুর ক্রমে জেরা।

১৭ টি পিএসসি ভাউচারে ২ কোটি ৮২ লাখ টাকা এমাউন্ট উল্লেখ আছে। এই টাকা LC Value এর 15% । এখন LC Value কত বলিতে পারিব না। না বুঝিয়া অন্যায় ভাবে চার্জশিট দিয়াছি-সত্য নয়। লেজার বুক এর ৮টি পাতা Export এর প্রমান বহন করে- সঠিক।

লেজার বুক এন্ট্রি প্রমান করে যে কোম্পানীর Export হইয়াছে এবং মালামাল আসিয়াছে- সঠিক। আমার চার্জশিট দ্বারা FIR কে সম্পূর্নরূপে Deny করা হইয়াছে এবং C/S এর Content ও যে বিষয় লেখা আছে এবং যে ধারাতে চার্জশীট দিয়াছে এটা self contradictory-সত্য নয়।

এখন রাষ্ট্র পক্ষে গৃহীত সাক্ষীগণের সাক্ষ্য মূল্য পর্যালোচনা করা যাক।

রাষ্ট্র পক্ষের মামলা সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ DN Sports Ltd. এর চেয়ারম্যান মোতাহার উদ্দিন চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সফিকুর রহমান জন এবং পরিচালক ফাহমিদা আক্তার শিখা সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর Delegation of Discretionary powers- 2010 (Booklet # 3)এর নির্দেশনা মোতাবেক রপ্তানি এলসির Net FOB value এর সর্ব্বোচ্চ ১৫% পর্যন্ত পিএসসি বিতরন করার ক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপক ডিজিএম এ কে আজিজুর রহমান এর ব্যবসায়িক ক্ষমতা সীমা ৩০,০০,০০০/= টাকা অর্থ্যাৎ গ্রাহকের অনুকূলে যে কোন পিএসসি বিতরনের সময় কোন ভাবেই পিএস সি খাতে গ্রাহকের outstanding ৩০ লক্ষ টাকার বেশি হতে পারবেনা এবং সোনালী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয় কর্তৃক গত ১৫.১১.২০১১ ইং তারিখের আইটিএফডি/ রপ্তানি/ গার্মেন্টস/ ৭২৬ নম্বর পত্রের মাধ্যমে গ্রাহকের অনুকূলে বিদ্যমান পিএসসি লিমিট ০.৩০ কোটি থেকে ০.৭০ কোটি টাকায় বর্ধিত করন সহ অনুমোদনের তারিখ হতে পরবর্তী এক বছর মেয়াদে নবায়ন করা হয়। কিন্তু শাখার ব্যাংক কর্মকর্তা এজিএম সাইফুল হাসান ও ডিজিএম একে এম আজিজুর রহমান উক্ত নির্দেশনা ভংগ করে পর্যায়ক্রমে ব্যবসায়িক ক্ষমতা বর্হিভূত অতিরিক্ত পিএসসি বিতরন করে গ্রাহকের চলতি হিসাবে জমা করা হয়েছে। বর্নিত মজুরী পত্রের শর্তাবলী ১ নং শর্তে বর্ণিত ১.৬৫ একর জমি বন্ধক নেওয়ার উল্লেখ থাকলেও তা ব্যাংক অনুকুলে বন্ধক নেওয়া হয়নি। অথচ শাখার ডিজিএম একেএম আজিজুর রহমান কর্তৃক উক্ত লিমিট মঞ্জুরীর পর থেকে বিভিন্ন তারিখে তার ব্যবসায়িক ক্ষমতার সীমার বাহিরে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে লিমিট অতিরিক্ত পিএসসি বিতরন করে গ্রাহক কে অবৈধ সুবিধা প্রদান করে ব্যাংকের অর্থ আত্মসাত করার সুযোগ প্রদান করেন। DN Sports Ltd. এর বর্নিত তিন কর্মকর্তা ঐ মঞ্জুরীপত্রের শর্ত প্রতিপালন না করেই প্রদত্ত পিএসসি লিমিট এর অতিরিক্ত পিএসসির আবেদন করে ব্যাংক কর্মকর্তাদের সহায়তায় তা মঞ্জুরীর মাধ্যমে নিজস্ব চলতি হিসাবে পিএসসি খাতে ১,৪২,৯৪,০৭৪.০০ টাকা (১৭টি পিএসসি খাতে জমাকৃত মোট ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার মধ্যে) জমা করে পরবর্তীতে উত্তোলন পূর্বক আত্মসাত করেছেন।

এভাবেই ব্যাংকের গ্রাহক আসামীগণ অসৎ উদ্দেশ্যে আসামী ব্যাংক কর্মকর্তাদের পরস্পর যোগসাজসে মিথ্যা ও প্রতারনার আশ্রয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক অপরাধ জনক বিশ্বাস ভংগ করতঃ দুর্নীতি ও অপরাধের মাধ্যমে পিএসসি খাতে ১,৪২,৯৪,০৭৪.০০ টাকা (১৭টি পিএসসি খাতে জমাকৃত মোট ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার মধ্যে) উৎস গোপনের লক্ষে জ্ঞাত সারে সন্দেহ জনক লেনদেন করে উহার হস্তান্তর, স্থানান্ত র, রুপান্তর ও লেয়ারিং এর মাধ্যমে নিজেরা লাভবান হয়ে আত্মসাত করে দন্ডযোগ্য অপরাধ করেছেন এবং দায়িত্বশীল ব্যাংক কর্মকর্তাগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব প্রতিপালন না করে জ্ঞাতসারে দায়িত্ব অবহেলা করে আসামীদের সরকারী অর্থ আত্মসাতে সহায়তা করেছেন।

উক্ত রুপ অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্র পক্ষ মোট ১২ ব্যক্তিকে আসামীভুক্ত করে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। আসামীগণ যথাক্রমে ১। মোতাহার উদ্দিন চৌধুরী,

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		চেয়ারম্যান, DN স্পোর্টস লি. ২। মোঃ সফিকুর রহমান জন, ম্যানেজিং ডাইরেক্টার, ডিএন স্পোর্টস লি. ৩। মিসেস ফাহমিদা আক্তার শিখা, পরিচলাক, DN স্পোর্টস লি. ৪। একেএম আজিজুর রহমান, ডিজিএম, সাবেক ম্যানেজার, হোটেল শেরাটন কর্পোরেট শাখা, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড। ৫। সাইফুল হাসান, এজিএম, সাবেক এজিএম, হোটেল শেরাটন শাখা, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড। ৬। মীর মহিদুর রহমান, জিএম, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড। ৭। ননী গোপাল নাথ, জিএম, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড। ৮। শেখ আলতাফ হোসেন, ডিজিএম, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড। ৯। মোঃ সফিজ উদ্দিন আহমেদ, ডিজিএম, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড। ১০। মোঃ কামরুল হোসেন খান, এজিএম, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড। ১১। মোঃ মাইনুল হক, ডিএমডি, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড। ১২। মোঃ হুমায়ন কবির, এমডি এন্ড সিইও, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড। এই আসামীগণের মধ্যে একেএম আজিজুর রহমান, ডিজিএম সাবেক ম্যানেজার, হোটেল শেরাটন কর্পোরেট শাখা, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, হাজত বদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুবরন করলে বিজ্ঞ মহানগর দায়রা জজ গত ২৪.০৯.২০১৪ ইং তারিখের আদেশে তাকে মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করেন। মামলার বিচার আমলে আসামী ১. মোঃ সফিকুর রহমান জন, ম্যানেজিং ডাইরেক্টার, DN Sports Ltd. ২. সাইফুল হাসান, এজিএম, সাবেক এজিএম, হোটেল শেরাটন শাখা, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, ৩. ননী গোপাল নাথ, জিএম, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, ৪. মোঃ হুমায়ন কবির, এমডি এন্ড সিইও, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড পলাতক হন এবং রাষ্ট্র পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষীদের জেরা করা হতে বিরত থাকেন। বিজ্ঞ আদালত মোট ১১ জন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪০৬/৪০৯/৪২০/১০৯ ধারা মতে, ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা মতে এবং মানি লন্ডারিং আইন ২০১২ এর ৪ ধারা মতে চার্জ গঠন পূর্বক বিচার কার্য শুরু করেন। রাষ্ট্র পক্ষ ১১ জন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা প্রমাণের নিমিত্ত এজাহারকারী ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সহ মোট ৬১ ব্যক্তিকে অভিযোগপত্রে সাক্ষী হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করে। এর মধ্যে এজাহারকারী ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সহ মোট ৪৪ জন কে বিচার আমলে সাক্ষী হিসাবে আদালতে উপস্থাপণ করা হয়। এছাড়াও আসামী পক্ষে একজন ডি.ডাব্লিউ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। রাষ্ট্রপক্ষে দালিলিক সাক্ষী হিসাবে নিম্ন বর্ণিত কাগজাদ প্রদর্শনী হিসাবে উপস্থাপন করা হয়। ১। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, হোটেল শেরাটন শাখার গ্রাহক DN Sports Ltd. এর অনুকূলে PSC এর ৭টি রাপ্তানী এলসি/কন্ট্রাক্ট এর বিপরীতে ১৭টি PSC ঋণ বিতরনের ভাউচার, চেক ইত্যাদি- (প্রদর্শনী- সিরিজ) ২। আসামী এ.কে.এম. আজিজুর রহমান, মোঃ সাইফুল হাসান, মোঃ আব্দুল মতিন, মীর মহিদুর রহমান, ননী গোপাল নাথ, শেখ আলতাফ হোসেন, সফিজ উদ্দিন আহম্মেদ, এজাজ আহম্মেদ, কামরুল হোসেন খান দের বিরুদ্ধে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরনীর সত্যায়িত কপি সমূহ (প্রদর্শনী-II সিরিজ) ৩। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন, অফিসার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, শাখা-১ এর বদলী ও নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন সম্পর্কিত দপ্তর নির্দেশ, Delegation of Administrative P)ower-2003, Booklet # ০১ ইত্যাদি- (প্রদর্শনী-III সিরিজ) ৪। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, পরিদর্শন ও নীরিক্ষা বিভাগ-২, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর কর্মকর্তা মোঃ রফিকুল ইসলাম খান ও মোঃ কামরুল হোসেন খান কর্তৃক হোটেল শেরাটন শাখা এর উপর পরিচালিত পরিদর্শন ও নীরিক্ষা ফরোয়াডিং সহ প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-IV সিরিজ) ৫। জিএম অফিস, ঢাকার অধীন বিভিন্ন শাখার ডিপোজিট ও এডভান্স সহ বিভিন্ন তথ্যাবলি সম্বলিত Branch wise Business Position, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর সাথে জেনারেল ম্যানেজার বৃন্দের মতবিনিময় সভার কার্যবিবরনী-(প্রদর্শনী-ঠ সিরিজ)

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৬। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জিএম অফিস, ঢাকায় শেরাটন শাখা হতে প্রেরিত F-12 এবং কলাম-৮৫, ব্যবসায়িক তথ্যাদি সংক্রান্ত সভার তথ্য ও পত্রাদি, জি.এম. অফিস কর্তৃক শেরাটক কর্পোরেট শাখার উপর টেস্ট/শর্ট পরিদর্শন সংক্রান্ত নথি-(প্রদর্শনী-VI সিরিজ) ৭। সোনালী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের মর্ডারনাইজেশন এন্ড রিস্ট্রাকচারাইজেশন ডিভিশন কর্তৃক ২০১১ ও ২০১২ সালের টার্গেট সংক্রান্ত দপ্তর ভাষ্য-(প্রদর্শনী-VII সিরিজ) ৮। ডিজিএম মোঃ সফিজ উদ্দিন আহম্মেদ এর নেতৃত্বে হোটেল শেরাটন শাখার বৈদেশিক বানিজ্য লেনদেন/অর্থায়ন কার্যক্রমের উপর পরিচালিত বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রমের চুড়ান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-VIII সিরিজ) ৯। মোঃ সিদ্দিকুর রহমান মোল্লা, যুগ্ম পরিচালক, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নেতৃত্বে গঠিত পরিদর্শন প্রতিবেদন-(প্রদর্শনী-IX সিরিজ) ১০। মোঃ মোস্তফা কামাল, যুগ্ম পরিচালক, পরিদর্শন বিভাগ-২, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির পরিদর্শন প্রতিবেদন-(প্রদর্শনী-X সিরিজ) ১১। মোঃ রফিকুল ইসলাম খান, শাখা পরিদর্শক, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ২৯/০৯/২০০৯ হতে ০৮/১০/২০০৯ পর্যন্ত হোটেল শেরাটন শাখা পরিদর্শন প্রতিবেদনের- (প্রদর্শনী-XI সিরিজ) ১২। গত ০৯/০১/২০১৪ তারিখ দুদক কর্মকর্তা মোঃ নাজমুচ্ছায়াদাত কর্তৃক জব্দ তালিকা মূলে জব্দকৃত হোটেল শেরাটন শাখার গ্রাহক DN Sports Ltd. এর নামে জব্দকৃত কাগজাদ সহ জব্দ তালিকার ৫(ক)-৫(ণ) পর্যন্ত কাগজাতের ফটোকপি- (প্রদর্শনী-XII সিরিজ) ১৩। মনির আহম্মদ সিকদার, যুগ্ম পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক এর নেতৃত্বে পরিচালিত পরিদর্শন প্রতিবেদনের সত্যায়িত কপি- (প্রদর্শনী-XIII সিরিজ) আসামী ১. মোতাহার উদ্দিন চৌধুরী, ২. সফিকুর রহমান জন (পলাতক), ৩. ফাহমিদা আক্তার শিখা এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র পক্ষের আনিত সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যালোচনা: বর্নিত আসামীদের বিরুদ্ধে এই মামলার এজাহারকারী মোসাঃ সেলিনা আক্তার মনি, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন পি ডব্লিউ ১ হিসাবে জবানবন্দি কালে বলেন যে, DN Sports Ltd. কে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, হোটেল শেরাটন শাখা কর্তৃক ০৭টি এলসি অথবা কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে রপ্তানী এলসি এফওবি এর ভিত্তিতে সর্বচ্চো ১৫% এর ভিত্তিতে ৭০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও প্রিশিপমেন্ট ক্রেডিট (পিএসসি) কর্তৃক ০১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। যা উক্ত মজুরী থেকে ৬৭% টাকা বেশি ছিল। এভাবে DN Sports Ltd. এর চেয়ারম্যান মোতাহার চৌধুরী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টার শফিকুর রহমান জন এবং পরিচালক ফাহমিদা আক্তার শিখা ০১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা আত্মসাত করেন। উক্ত ০৭টি এলসি ও কন্ট্রাক্টের কোন অস্তিত্ব বাস্তবে ছিল না। শুধুমাত্র ভুয়া পিএসসি নাম্বার ব্যবহার করা হয় এবং মালামাল রপ্তানির কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। মোঃ আনিসুজ্জামান Executive Officer, প্রধান কার্যালয়, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, পি ডাব্লিউ ১৩ হিসাবে জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ০১.০৪.২০১২ ইং তারিখে তাহাকে প্রধান কার্যালয় এর স্মারক পত্র মূলে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, শেরাটন শাখা পরিদর্শনের জন্য আদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত পরিদর্শন টিমের দলনেতা ছিল মোঃ শওকত আলী, জসিম উদ্দিন এবং রেজানুল ইসলাম। গত ৪.৪.২০১২ ইং তারিখ উক্ত শাখা পরির্দশন কার্য শুরু করার জন্য ০৯.৩০ ঘটিকায় বার্ডেম হাসপাতালে একত্রিত হন এবং হোটেল শেরাটন শাখার কাজ শুরু করার জন্য রওনা হওয়ার আগ মুহুর্তে আইটিএফডি এর জেনারেল ম্যানেজার নুরুল ইসলাম চৌধুরী পরিদর্শন দলের দলনেতা শওকত আলীকে শেরাটন শাখার পরিদর্শন শুরু না করে প্রধান কার্যালয়ে ফিরে যাওয়ার

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জন্য ডিএমডি জনাব মাইনুল হক সাহেবের নির্দেশ আছে উল্লেখ পূর্বক ফেরত যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে ০৪.০৪.২০১২ তারিখ এর ৫৪২ নম্বর পত্রের মাধ্যমে এজিএম সফিজউদ্দিন আহমেদ কে দলনেতা করে এবং এএস এম আবদুল লতিফ, এক্সিকিউটিভ অফিসার ও এই সাক্ষী সহ তিন জনের পরিদর্শন টিম গঠন করা হয় যাহারা ০৮.০৪.২০১২ ইং তারিখ হইতে পরিদর্শন শুরু করেন এবং পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করে গত ০৯.০৭.২০১২ ইং তারিখে ৫৩৩ পৃষ্টার প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে দাখিল করেন (প্রদশর্নী VII)। আসামী মোতাহার চৌধুরী ও ফাহমিদা আক্তার শিখার পক্ষে জেরা কালে বলেন যে, অত্র মামলায় ০১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার বিষয়ে পিএসসির ঋণ অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে গ্রহণ করে মর্মে উল্লেখ আছে। প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি ছাড়া পিএসসি ব্যাংক ম্যানেজার মঞ্জুর করিতে পারে না। পিএসসি এক ধরণের ঋণ। ঋণ মঞ্জুর না হইলে ব্যাংক থেকে গ্রাহকের একাউন্টে টাকা ট্রান্সফার হয় না। পিএসসি ছিল মোট ১৩টি। ১৩টির মধ্যে কোন শিপমেন্ট হয় নাই, আমার জানা মতে হয় নাই। এ.এস.এম.এ লতিফ, Executive Officer, AD Branches, Inspection and monitoring Cell, প্রধান কার্যালয়, পি.ডাব্লিউ-১৪ হিসাবে বলেন যে- গত ০৪/০৪/২০১২ ইং তারিখ ITFD এর ৫৪২ নং দপ্তর আদেশে যে কমিটি করা হয় তার প্রধান ছিলেন এজিএম শফিজ উদ্দিন আহমেদ। এই সাক্ষী ও মোঃ আনিসুজ্জামান সদস্য ছিলেন। এই কমিটি গত ০৮/০৪/২০১২ ইং তারিখ পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু করেন। গত ০৯/০৭/২০১২ ইং তারিখে প্রধান কার্যালয়ে মোট ৫৩৩ পাতার প্রতিবেদন দাখিল করেন। DN Sports Ltd. এর হিসাবের বিষয়ে ৩১/০৫/২০১২ ইং তারিখ পর্যন্ত লিমিট সুবিধা ও উহার বিপরীতে দায় বিষয়ে তদন্ত করেছেন। DN Sports Ltd. এর লিমিট হলো ৭০ লক্ষ এবং মেয়াদ হলো ১৫/১১/২০১২। দায় দেনা পরিশোধের জন্য ১৫/১১/২০১২ ইং তারিখ পর্যন্ত লিমিটের মেয়াদ ছিল। মোঃ সিদ্দিকুর রহমান মোল্লা, যুগ্ম পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় পি.ডাব্লিউ-১৫ হিসাবে জবানবন্দীতে বলেন যে-গত ১৩/১২/২০১২ ইং তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মরত থাকাকালে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, শেরাটন হোটেল, কর্পোরেট শাখায় সংঘটিত অনিয়ম পরিদর্শনের জন্য একটি ০২ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। পরিদর্শন অন্তে ০৭/০৫/২০১৩ ইং তারিখে রিপোর্ট বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় দাখিল করা হয় (প্রদঃ IX সিরিজ)। DN Sports Ltd. ও তাহার সহযোগী প্রতিষ্ঠান এর Foreign Bill Purchase (FBP) এর চুক্তিতে ১.১১ কোটি টাকা, Inland Bill Purchase (IBP) হতে ১.১০ কোটি টাকা, PSC খাতে ১.৪৩ কোটি টাকা ও PAD খাতে ১.১৫ কোটি টাকা অনিয়ম করে সুবিধাগুলো প্রদান করা হয়। মোঃ রফিকুল ইসলাম খান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, ইন্সপেক্টর অব ব্রাঞ্চেস, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, পি.ডাব্লিউ- ১৯ হিসাবে জবানবন্দীতে বলেন যে- গত ০৯/০৯/২০০৯ ইং তারিখে অফিস আদেশ নং-২৯১ মূলে তাহার নেতৃত্বে ০৩ সদস্যের পরিদর্শক দল ২৯/০৯/২০০৯ ইং থেকে ০৮/১০/২০০৯ ইং পর্যন্ত হোটেল শেরাটন শাখার নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই সাক্ষী আরো বলেন যে, বৈদেশিক বানিজ্য শাখায় পরিদর্শন কালে ব্যাপক অনিয়ম দেখতে পান। যেমন- ক্ষমতা বহির্ভূত ভাবে Net FOB (Free on Board) ১৫% এর অধিক পিএসসি লোন দিয়েছে, ব্যাক টু ব্যাক এলসির আওতায় আমদানীকৃত মালামাল ফ্যাক্টরীতে পৌঁছানোর পর পরিদর্শন না করে পিএসসি লোন প্রদান করা হয়। কে.এম ওয়াহিদুল হক সজল, এজিএম, আন্তর্জাতিক বানিজ্য ও অর্থায়ন বিভাগ, সোনালী ব্যাংক, পি.ডাব্লিউ-২৫ হিসাবে বলেন যে, DN Sports Ltd. এর পরিচালক ফাহমিদা আক্তার পিএসসি লিমিট ৭০ লক্ষ থেকে বর্ধিত করে ২ কোটি টাকায় উন্নীত করার আবেদন করেন ০৪/১০/২০১২ ইং তারিখে। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে অফিস থেকে পিএসসি লিমিট বর্ধিতকরন বিষয়ে মঞ্জুর বা নামঞ্জুর হওয়া তথ্য সম্পর্কে এই সাক্ষী কিছু জানেন না। ব্যাংক যথাযথ ভাবে পিএসসি লিমিট ৭০ লক্ষ থেকে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত বর্ধিত করে মর্মে আসামীপক্ষে প্রদত্ত সাজেশান এই সাক্ষী অস্বীকার করেন।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এস.এইচ.এস আবু জাফর, পি.ডাব্লিউ-৩০ হিসাবে জবানবন্দীতে বলেন যে- গত ২৮/১১/২০১১ ইং থেকে ০৪/০৮/২০১২ ইং পর্যন্ত Inspection & Audit Division-১, সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয় কর্মরত থাকাকালে তিনি AD Branch & Monitoring Cell দেখাশুনার দায়িত্ব ছিলেন। হোটেল শেরাটন শাখা ও গুলশান শাখা Inspection করার জন্য ২০১২ সালের জানুয়ারী মাসে অনুমতি চান। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর জিএম (পরিদর্শন) এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। জিএম আলী হোসেন জানান যে, উক্ত শাখা ০২টি Inspection এর ক্ষেত্রে DMD মাইনুল হক সাহেবের নিষেধাজ্ঞা আছে। পরে আবার ৪/৫ দিন পরে আলী হোসেন সাহেবের কাছে গেলে তিনি পুনরায় একই নিষেধাজ্ঞার কথা বলেন। পরবর্তীতে DMD মাইনুল হক সাহেব নিজেই Inspection টিম পাঠানো যাবে না মর্মে জানান। ITFD এর GM আ.ন.ম মাশরুর হুদা সিরাজী সাহেবকে অবহিত করা হয় এবং এ সাক্ষী বলেন যে, ডিএমডির অসহযোগীতার কারণে উক্ত শাখা দুইটি অডিট করা যাইতেছে না। উজ্জল কিশোর ধর, সিনিয়র অফিসার, সোনালী ব্যাংক হোটেল শেরাটন কর্পোরেট শাখা, পি.ডাব্লিউ-৩৩ হিসাবে জবানবন্দীতে বলেন যে-তিনি গত ১৮/০৫/২০১১ ইং থেকে ৩০/১১/২০১৩ ইং পর্যন্ত উক্ত শাখায় কর্মরত ছিলেন। এই সাক্ষী উক্ত শাখায় যোগদান করার পর উক্ত শাখার ডিজিএম জনাব এ.কে.এম আজিজুর রহমান। তাহাদেরকে মৌখিক নির্দেশে কাজ করাতেন। কোন লিখিত নির্দেশ প্রদান করিতেন না। উক্ত শাখায় কর্মরত এই সাক্ষী সহ জনাব মিছির চন্দ্র মজুমদার সিনিঃ অফিসার, উকিল উক্তি আহমেদ অফিসার, সাইদুর রহমান জুনিয়র অফিসার, বৈদাশিক বানিজ্যি সংক্রান্ত যে কোন কাজ করার কথা থাকিলেও DNS Sports এর প্রতিনিধি সাজেদুর ও জুয়েল কর্তৃক উক্ত তাহাদের দায়িত্ব প্রাপ্ত কাজ গুলো করতেন শাখার ভিতরে ক্যাশ সেকশনের পাশে একটি কম্পিউটার ছিল উক্ত কম্পিউটার ব্যবহার করে গ্রাহক (DNS Sports) প্রতিনিধিরা বিভিন্ন ধরনের Voucher সহ বিভিন্ন ধরনের কাজ করত এবং Packing Credit, Voucher, Payment against Document, Inlaid Bill Purhchase (IBP) প্রস্তুত করতেন। উক্ত ভাউচার সমূহ তৎকালীন ডিজিএম জনাব এ.কে.এম আজিজুর রহমান এজিএম সাইফুল হাসান এবং Executive officer আঃ মতিন মিলে বেশীরভাগ ভাউচার গুলো স্বাক্ষর করত। DNS Sports পরিচালক ফাহমিদা আকতার শিখা উক্ত শাখায় নিয়মিত আসা যাওয়া করত এবং উক্ত গ্রাহকের প্রতিনিধিদের কাজ কর্ম তদারকি করতেন। ডিজিএম একেএম আজিজুর রহমান স্যারের সহিত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুসম্পর্ক ছিল বলে নিজেই প্রকাশ করতেন। এজিএম সাইফুল হাসান সাহেব গ্রাহকের প্রতিনিধিদের তৈয়ারী ভাউচার না দেখেই স্বাক্ষর করতেন কিন্তু তাহারা ভাউচার দিলে তিনি দেখে শুনে স্বাক্ষর করতেন। এই সাক্ষী ভাউচার এর মধ্যে স্বাক্ষর না করায় তিনি ভৎসর্নাও করেছেন। এজিএম সাইফুল ইসলাম ডিজিএম আজিজুল ইসলামের খুবই প্রশংসা করতেন। Managing Director জনাব হুমায়ুন কবির সাহেবকে ডিজিএম আজিজুর রহমান সাহেবের চেম্বারে দেখেছিলেন। জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, DNS Sports Ldt. শেরাটন শাখার একজন গ্রাহক। ভাউচার কখন কত টাকার স্বাক্ষর ম্যানেজার আজিজুর রহমান করাতেন তার পরিমান এ সাক্ষী বলিতে পারিবে না। ম্যানেজার আজিজুর রহমান সাহেবের নির্দেশে DNS Sports Ldt. এর প্রতিনিধিরা কম্পিউটারে এসে শেরাটন শাখায় কাজ করতেন। উকিল উদ্দিন আহমেদ, অফিসার সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, পি.ডাব্লিউ-৩৫ হিসাবে বলেন যে, তৎকালীন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ছিলেন ডিজিএম একেএম আজিজুর রহমান, তিনি বৈদেশিক বানিজ্য সংক্রান্ত কিছু কার্যাবলী নিয়ম বহির্ভূত ভাবে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। মেসার্স DNS Sports Ldt. এর নামে পিএসসি ঋন বিতরনের জন্য ম্যানেজার তাহাকে বলেন যে, এই মর্মে নোটিশ দিন যে DNS Sports Ldt. এর বরাবর ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ঋন বিতরনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে। নোট দেওয়ার পর প্রার্থীত পিএসসি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার অনুমোদন দেন।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নাজমুস শাহাদাৎ, উপ পরিচালক, দূর্নীতি দমন কমিশন, পি.ডাব্লিউ-৪৪ হিসাবে জবানবন্দীতে বলেন যে- গত ২২/০১/২০১৩ ইং তারিখে ২২১৩ নং স্মারক মূলে তাহাকে এই মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকালে দেখা যায় যে, DNS Sports Ldt. সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, হোটেল শেরাটন শাখার একজন গ্রাহক। যার চলতি হিসাব নম্বর ৩৩০১৮৪৫৩। বর্নিত গ্রাহকের ক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপক জনাব একেএম আজিজুর রহমান। পিএসসি বাবদ বিল প্রদান সর্বোচ্চ লিমিট ছিল ৩০ লক্ষ অর্থাৎ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড হোটেল শেরাটন শাখা DNS Sports Ldt. এর পিএসসি বাবদ বিল ৩০ লক্ষ টাকার অধিক হতে পারবে না। এছাড়া এলসির পরিবর্তে কন্ট্রাক্ট এর বিপরীতে বিল প্রদানের কোন ক্ষমতা ব্যাংক ম্যানেজারের ছিলো না। তা সত্ত্বেও শাখা ব্যবস্থাপক একেএম আজিজুর রহমান ও এজিএম সাইফুল ইসলাম ব্যাংকের প্রচলিত সকল নির্দেশনা ভঙ্গ করে ০৭টি চুক্তির বিপরীতে ১৭টি পিএসসি ভাউচারের মাধ্যমে ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা DNS Sports Ldt. এর চলতি হিসাবে জমা করা হয়। এভাবে DNS Sports Ldt. এর চেয়ারম্যান মোতাহার হোসেন চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ শফিকুর রহমান জন ও পরিচালক ফাহমিদা আক্তার শিখা পিএসসি এর লিমিটের শর্ত পরিপূরন না করে অতিরিক্ত পিএসসি এর আবেদন ব্যাংক কর্মকর্তাদের সহায়তায় মঞ্জুর করিয়ে নিয়ে গ্রাহকের চলতি হিসাব নম্বরে জমা পূর্বক ১,৪২,৯৪০,৪৭/- টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেন। জেরাকালে এই সাক্ষী বলে যে- পিএসসি লোন দেয়ার এখতিয়ার ছিল ৩০ লক্ষ টাকা, যা পরবর্তীতে বৃদ্ধি পেয়ে ৭০ লক্ষ টাকা হয়। সাক্ষী বলে যে- তিনি তদন্তে ০৭টি কন্ট্রাক্ট পেয়েছিলেন। তবে ৪টি কন্ট্রাক্ট ও ৩টি এলসি পেয়েছিলেন। তদন্তকালে ০৫টি এলসির মধ্যে ০৪টি এলসির পন্য জাহাজী করনের মাধ্যমে রপ্তানী হয়েছে এমন তথ্য পান নাই। এছাড়াও বর্নিত এলসি সমূহের পন্য রপ্তানী পরবর্তী পর্যায়ে পন্যের মূল্য ব্যাংকে বিদেশ থেকে ফেরত এসেছে এটাও পান নাই। আসামীর Sundry Account এ অনেক টাকা থাকতে পারে। তবে তিনি তর্কিত ৭টি এলসি/কন্ট্রাক্ট এর পন্য রপ্তানী করেননি এবং এই মর্মে কোন ডকুমেন্ট ও পান নি। তদন্তকালেও আসামী তা সরবরাহ করেননি। এই সাক্ষী ০৫টি এলসি ও ০২টি সেল কন্ট্রাক্ট এর রেমিটেন্স এর ভাউচার পেয়েছেন এবং তা জব্দ করেছেন। কিন্তু Practically ব্যাংকের Sundry Account এ ঐ রেমিটেন্স জমা হয়নি। জেরাকালে এই সাক্ষী আরো বলে যে-এই আসামীদের বিরুদ্ধে পিএসসি লোন ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা দিয়েছে। সমন্বয় করার পর ১,৪২,৯৪০,৪৭/- টাকা অতিরিক্ত উত্তোলন করেছেন। আসামীদের লিমিট ছিল ৩০ লক্ষ টাকা পরে তা বর্ধিত হয়ে ৭০ লক্ষ টাকা হয়। এর পরবর্তীতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রক্রিয়াধীন ছিল তবে তা approve হয়নি। সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং উপস্থাপিত রেকর্ড পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় এই মামলার ঘটনা কাল ২৫.০৪.২০১১ ইং হতে ২৭.০৫.২০১২ ইং তারিখ পর্যন্ত। আসামী মোতাহার উদ্দিন চৌধুরী, সফিকুর রহমান জন ও ফাহমিদা আক্তার শিখা সকলেই DNS Sports Ldt এর মালিক কর্মকর্তা। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর Delegation of Discretionary powers-2010 (Booklet# ৩) এর নির্দেশনা মোতাবেক রপ্তানী এলসির Net FOB value এর সর্ব্বোচ্চ ১৫% পর্যন্ত পিএসসি বিতরন করার ক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপক ডিজিএম একে এম আজিজুর রহমান এবং এজিএম সাইফুল হাসান ব্যবসায়ীক ক্ষমতা সীমা ৩০ লক্ষ টাকা অর্থ্যাৎ গ্রাহকের অনুকূলে যে কোন পিএসসি বিতরনের সময় Outstanding ৩০ লক্ষ টাকার বেশি হতে পারবেনা এই নির্দেশনা ভংগ করে পর্যায়ক্রমে ব্যবসায়ীক ক্ষমতা বর্হিভুত ভাবে অতিরিক্ত পিএসসি বিতরন করে গ্রাহকের চলতি হিসাবে জমা করেছেন। অপর দিকে এই তিন আসামী ব্যাংকের অর্থ আত্মসাত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিক ভাবে অতিরিক্ত পিএসসি প্রদানের জন্য আবেদন করেন এবং আসামী ব্যাংক কর্মকর্তাদের সহায়তায় তা মঞ্জুর করে নিয়ে নিজেদের চলতি হিসাবে জমা করে উত্তোলন অন্তে আত্মসাত করেছেন। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয় কর্তৃক গত ১৫.১১.২০১১ ইং তারিখের আইটিএফডি/রপ্তানী/ গার্মেন্ট/ ৭২৬ নম্বর পত্রের মাধ্যমে গ্রাহকের অনুকুলে বিদ্যমান পিএসসি লিমিট ০.৩০ কোটি টাকা থেকে ০.৭০ কোটি টাকায়

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বর্ধিত করন সহ অনুমোদনের তারিখ হতে পরবর্তী ০১ বছরের মেয়াদে নবায়ন করা হয়। সে মোতাবেক গ্রাহকের অনুকুলে যে কোন পিএসসি বিতরনের সময় কোন ভাবেই পিএসসি খাতে গ্রাহকের Outstanding ৭০ লক্ষ টাকার বেশি হতে পারবেনা । কিন্তু শাখার ব্যাংক কর্মকর্তারা উক্ত নির্দেশনা ভংগ করে পর্যায়ক্রমে ব্যবসায়ীক ক্ষমতা বর্হিভূত ভাবে অতিরিক্ত পিএসসি বিতরন করে গ্রাহকের চলতি হিসাবে জমা করেছেন। বর্ণিত মঞ্জুরী পত্রের প্রদত্ত শর্তাবলী ১ নম্বর শর্তে বর্ণিত ১.৬৫ একর জমি বন্ধক নেওয়ার বিষয় উল্লেখ থাকলেও তা ব্যাংক অনুকূলে বন্ধক নেওয়া হয়নি। গ্রাহক প্রতিষ্ঠান DNS Sports Ldt এর তিন কর্মকর্তা ঐ মঞ্জুরী পত্রের শর্ত প্রতিপালন না করেই প্রদত্ত পিএসসি লিমিটের অতিরিক্ত পিএসসির আবেদন করে ব্যাংক কর্মকর্তাদের সহায়তায় তা মঞ্জুরীর মাধ্যমে নিজস্ব চলতি হিসাব নম্বর- ৩৩০১৮৪৫৩ খাতে ১,৪২,৯৪,০৪৭ টাকা (১৭টি পিএসসি খাতে জমাকৃত মোট ২,৮২,০০,০০০/- টাকার মধ্যে) জমা করে পরবর্তীতে উত্তোলন পূর্বক আত্মসাত করেছেন। আসামী মোতাহার উদ্দিন চৌধুরী, মোঃ শফিকুর রহমান জন ও ফাহমিদা আক্তার শিখা পক্ষে জেরা কালে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা বলেন যে, আসামীদের লিমিট ছিল ৩০ লক্ষ টাকা পরে তা বর্ধিত হয় ৭০ লক্ষ টাকা। এর পরবর্তীতে ১,৫০,০০,০০০/- (দের কোটি) টাকা প্রক্রিয়াধীন ছিল। তবে তা Approve হয়নি। আসামী পক্ষে দাখিলী কাগজাত পর্যালোচনায় দেখা যায় মেসার্স DNS Sports Ldt তাদের মঞ্জুরী কৃত পিএসসি লিমিট ০.৩০ কোটি টাকা থেকে ১.৫০ কোটি টাকায় বর্ধিত করণের জন্য আবেদন করে। কিন্তু উক্ত আবেদনের পক্ষে শাখা হইতে সুপারিশ করা হলেও তাহা এই মামলার ঘটনা কালে মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয় নাই মর্মে দেখা যায়।

আসামী ১. মোতাহার উদ্দিন চৌধুরী, ২. মিসেস ফাহমিদা আক্তার পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলা হয় যে, মামলার তদন্ত কালে ১৭টি বিল ভাউচার PSC শাখা হতে জব্দ করা হয়েছে। বৈদেশীক বিল এসেছে। জব্দকৃত লেজার বুকের পাতা হতে এক্সপোর্ট হওয়া মর্মে প্রমান বহন করে। যাতে দেখা যায়, ৫টি LC ও ২টি Sale contract বুনিয়াদে PSC খাত সহ অন্যান্য খাতে ৩,১৭,০০,০০০/- টাকা সমন্বয় হয়েছে।

এই আসামীদ্বয় পক্ষে দাখিলকৃত DN Sports Subdry deposit A/C No. 442533018825 পর্যালোচনায় দেখা যায় ঘটনাকালে অর্থাৎ ২৫/০৪/২০১১ তারিখে স্থিতি ২ কোটি টাকার মতো থাকলেও ২৭/০৫/২০১২ ইং তারিখে স্থিতি ৩৯,৬৫,৮০৪/- টাকাতে নেমে আসে। পরবর্তী তারিখেই (১৭/০৬/২০১২) তারিখেই এই স্থিতি দাড়ায় মাত্র ৬,৪৩,৯০৬/- টাকায়। অর্থাৎ যদিও Sundry deposit A/C হতে ব্যাংকের অনুমতি ভিন্ন গ্রাহক অর্থ উত্তলন করতে পারেন না। কিন্তু বিপুল পরিমান PSC ঋণ থাকা সত্ত্বেও উল্লেখিত সময়ে Sundry deposit A/C হিসাবে নুন্যতম স্থিতি পাওয়া যায়।

DN Sports Ltd. তাদের PSC ঋণ গ্রহণের সীমা ১.৫০ কোটি টাকা দাবী করে গৃহীত ঋনের (২,৮২,০০,০০০/- টাকা) সীমা অতিক্রম করে নাই বলে উল্লেখ করে। কিন্তু দেখা যায় তাদের দাবী মতে PSC ঋণ গ্রহণের সীমা ১.৫০ কোটি টাকা বেআইনী ভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রতারনা মূলক ভাবে শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক অনুমোদন দেখালেও তা প্রধান কার্যালয় হতে আদৌ অনুমোদিত হয় নাই। যুক্তিতর্ক কালে আসামী পক্ষের উক্ত ঋণ সীমা প্রস্তাবটি প্রধান কার্যালয় হতে অনুমোদিত হয়েছিল এমন দাবী করে কোন কাগজাত আদালতে দাখিল করা হয় নাই।

সার্বিক পর্যালোচনায় আসামী মোতাহার উদ্দিন চৌধুরী, মিসেস ফাহমিদা আক্তার শিখা ও সফিকুর রহমান জন (পলাতক) গন উপরোক্ত কার্যকলাপের দরুন দন্ডবিধির ৪০৬/৪২০/১০৯ ধারা মতে অপরাধ সংঘটন করেছেন এবং তাহারা উক্ত ধারার বর্ণনা মতে শাস্তি পেতে অধিকারী হয়েছেন মর্মে প্রতিয়মান হয়।

দন্ডবিধির ৪০৬ ধারায় বলা হয় যে,

S406. Punishment for criminal breach of trust- Whoever commits criminal breach of trust shall be punished with

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

এই ধারাটির মূল উপাদান Criminal breach of trust বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে একই আইনের ৪০৫ ধারায়।

দন্ডবিধির ৪০৫ ধারায় বলা হয় যে,

S405. Criminal breach of trust- Whoever, being in any manner entrusted with property, or with any dominion over property, dishonestly misappropriates or converts to his own use that property, or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged, or of any legal contract, express or implied, which he has made touching the discharge of such trust, or wilfully suffers may other person so to do, commits "criminal breach of trust".

সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, এই আসামীরা ব্যাংক হতে মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত অর্থ যা PSC ঋণ হিসাবে উত্তোলন করেন তা প্রকৃত পক্ষে সরকারী অর্থ অসাধু ভাবে আত্মসাতের অভিপ্রায়ে মিথ্যা, প্রতারনা ও যোগসাজসী ভাবে নিজেদের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করেন। এই অর্থ ঋণ চুক্তির শর্ত মতে ব্যবহার না করে আসামীরা তা আত্মসাত করে অপরাধ মূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে যা রাষ্ট্র পক্ষের উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা সন্দোহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সে কারণে আসামী ১. মোতাহার উদ্দিন চৌধুরী, ২. মিসেস ফাহমিদা আক্তার শিখা ও ৩. সফিকুর রহমান জন (পলাতক) গন অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করে দন্ডবিধির ৪০৬ ধারায় বর্ণিত মতে ০৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড ও অর্থ দন্ডে দন্ডিত হবার উপযুক্ত হয়েছেন।

আবার দন্ডবিধির ৪২০ ধারায় বলা হয় যে,

S420. Cheating and dishonestly inducing delivery of property-Whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property to any person, or to make, alter or destroy the whole or any part of a valuable security, or anything which is signed or sealed, and which is capable of being converted into a valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

এই ধারার মূল উপাদান ৪১৫ ধারাতে উল্লেখ করা হইয়াছে। ৪১৫ ধরায় বলা হয় যে,

S.415 Cheating- Whoever, by deceiving any person, fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person, or to consent that any person shall retain any property, or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, ming reputation or property, is said to "cheat" সাক্ষ্য প্রমাণ হতে আরো প্রতিয়মান হয় যে, বর্ণিত আসামীগণ সরকারী অর্থ আত্মসাতের অভিপ্রায়ে তা PSC ঋণ আকারে নিজেদের ব্যাংক হিসাবে জমা করার জন্য ব্যাংক কর্মকর্তাদের অসাধুভাবে প্রলোভিত করেছেন এবং প্রতারনা মূলে প্রাপ্ত অর্থ নিজেরা তুলে নিয়ে আত্মসাত করেছেন যা রাষ্ট্র পক্ষে উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে। সে কারণে আসামী ১. মোতাহার উদ্দিন চৌধুরী, ২. মিসেস ফাহমিদা আক্তার শিখা ও ৩. সফিকুর রহমান জন (পলাতক) গন প্রতারনা পূর্বক সরকারী অর্থ আত্মসাত দায়ে দন্ডবিধির ৪২০

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ধারায় বর্ণিত মতে সর্বোচ্চ ০৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড ও অর্থ দন্ডে দন্ডিত হবার উপযুক্ত হয়েছেন। তবে আসামীদের কৃত অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে তাদেরকে সর্বোচ্চ সাজা প্রদান না করে ০৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা যেতে পারে। এই আসামীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ৪ ধারা মতে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তদবিষয়ে রাষ্ট্র পক্ষে কোন সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয় নাই। গৃহীত মৌখিক ও দালিলীক সাক্ষ্য পর্যালোচনায় উক্ত ধারায় বর্ণিত অপরাধের কোন উপাদান পাওয়া যায় নাই। সেকারণে এই আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত উক্ত ধারার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে। আসামী ১) সাইফুল হাসান (পলাতক), ২) মীর মহিদুর রহমান, ৩) ননী গোপাল নাথ (পলাতক), ৪) শেখ আলতাফ হোসেন, ৫) মোঃ সফিজ উদ্দিন আহমেদ, ৬) মোঃ কামরুল হোসেন খান, ৭) মোঃ মাইনুল হক, ৮) মোঃ হুমায়ুন কবির (পলাতক) গং এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র পক্ষের আনীত সাক্ষ্য প্রমান পর্যালোচনা: বর্নিত আসামীদের বিরুদ্ধে এই মামলার এজাহারকারী মোসাঃ সেলিনা আক্তার মনি, সহকারী পরিচালক, দূর্নীতি দমন কমিশন, পি.ডাব্লিউ-১ হিসাবে জবানবন্দীকালে বলেন যে, সোনালী ব্যাংক লিঃ, হোটেল শেরাটন শাখার ব্যবস্থাপক ডিজিএম এ.কে.এম আজিজুর রহমান, এজিএম মোঃ সাইফুল হাসান, এক্সিকিউটিভ অফিসার আব্দুল মতিন তাহাদের আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা আত্মসাতে সহায়তা করেন। সোনালী ব্যাংক লিঃ, হোটেল শেরাটন শাখাটি প্রধান কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন থাকা ছাড়াও জিএম অফিস, ঢাকা এর নিয়ন্ত্রনাধীন ছিল। অক্টোবর ২০১১ সাল থেকে মে/২০১২ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জিএম মীর মহিদুর রহমান দায়িত্বে ছিলেন। তারপর ০২/০১/২০১২ ইং থেকে মে/২০১২ পর্যন্ত একই পদে জিএম ননী গোপাল নাথ দায়িত্বে ছিলেন। উল্লেখিত জিএম দ্বয় সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন হোটেল শাখা পরিদর্শন করেছিলেন।কিন্তু আমদানী রপ্তানী ও পিএসসি বাবদ অস্বাভাবিক দায় দেনার বিষয়টি জেনেও তাহারা কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। এছাড়াও এফ-১২ এবং কলাম-৮৫ এর মাধ্যমে শাখার আমদানী ও রপ্তানী ঋন দান, পিএসসি সংক্রান্তে তথ্যাদি জিএম অফিসে রিপোর্ট যেত। সেখানে অস্বাভাবিক লেনদেনের কথা থাকলেও তারা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। এইভাবে দায়িত্বে অবহেলা ও ক্ষমতা অপব্যবহারের মাধ্যমে আসামীগন ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা আত্মসাততে সহায়তা করেছেন। ঘটনাকালে ITFD এর দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন ডিএমডি মোঃ মাইনুল হক, জিএম হিসাবে আ.ন.ম মাশরুর হুদা সিরাজী, ডিজিএম হিসেবে শেখ আলতাফ হোসেন এবং এজিএম হিসাবে শফিজ উদ্দিন আহমেদ। প্রধান কার্যালয়ের অডিট ও ইন্সপেকশন-২ বিভাগের শাখা পরিদর্শক মোঃ কামরুল হোসেন খান হোটেল শেরাটন শাখাটি পরিদর্শনে যান। তিনি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে শাখার কার্যক্রম কে সন্তোষজনক মর্মে রিপোর্ট প্রদান করেন। উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে শাখাটিকে লো-রিস্ক (Low-Risk) শাখা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। যার কারনে পরবর্তী নিরীক্ষা কার্যক্রম বিলম্বিত হয়। উক্ত বিলম্বিত নিরীক্ষা কার্যক্রমের অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করে মোঃ কামরুল হোসেন খান শাখা পরিদর্শক, পিএসসি বাবদ ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা আত্মসাতে সহায়তা করেছেন। কলাম-৮৫ ও এফ-১২ এর ভিত্তিতে এমডি এর সভাপতিত্বে সকল এডি শাখার ম্যানেজার, সংশ্লিষ্ট শাখার ডিজিএম থেকে ডিএমডি ও ঢাকা জিএম অফিসের জিএম সমন্বয়ে প্রতিমাসে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় বিস্তারিত আলোচনায় আমদানী ও রপ্তানী এবং আসল থেকে ঋন দানের পরিমানে অস্বাভাবিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও শেরাটন শাখা সম্পর্কে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগসাজশে বর্নিত অর্থ আত্মসাতে সহায়তা করা হয়। উক্ত সময়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন মোঃ হুমায়ুন কবির। এমডি সাহেব হোটেল শেরাটন শাখার ডিজিএম আজিজুর রহমান কে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে ০৫ (পাঁচ) বছর যাবৎ শাখা ব্যবস্থাপক হিসাবে অন্যত্র বদলী না করে অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করে দেন। মোঃ আনিসুজ্জামান Executive Officer, প্রধান কার্যালয়, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, পি ডাব্লিউ ১৩ হিসাবে জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ০১.০৪.২০১২ ইং তারিখে

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তাহাকে প্রধান কার্যালয় এর স্মারক পত্র মূলে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, শেরাটন শাখা পরিদর্শনের জন্য আদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত পরিদর্শন টিমের দলনেতা ছিল মোঃ শওকত আলী, জসিম উদ্দিন এবং রেজানুল ইসলাম। গত ৪.৪.২০১২ ইং তারিখ উক্ত শাখা পরিদর্শন কার্য শুরু করার জন্য ০৯.৩০ ঘটিকায় বার্ডেম হাসপাতালে একত্রিত হন এবং হোটেল শেরাটন শাখার কাজ শুরু করার জন্য রওনা হওয়ার আগ মুহূর্তে আইটিএফডি এর জেনারেল ম্যানেজার নুরুল ইসলাম চৌধুরী পরিদর্শন দলের দলনেতা শওকত আলীকে শেরাটন শাখার পরিদর্শন শুরু না করে প্রধান কার্যালয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য ডিএমডি জনাব মাইনুল হক সাহেবের নির্দেশ আছে উল্লেখ পূর্বক ফেরত যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে ০৪.০৪.২০১২ তারিখ এর ৫৪২ নম্বর পত্রের মাধ্যমে এজিএম সফিজউদ্দিন আহমেদ কে দলনেতা করে এবং এএস এম আবদুল লতিফ, এক্সিকিউটিভ অফিসার ও এই সাক্ষী সহ তিন জনের পরিদর্শন টিম গঠন করা হয় যাহারা ০৮.০৪.২০১২ ইং তারিখ হইতে পরিদর্শন শুরু করেন এবং পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করে গত ০৯.০৭.২০১২ ইং তারিখে ৫৩৩ পৃষ্টার প্রতিবেদন প্রধান কাযালয়ে দাখিল করেন (প্রদর্শনী VII)। এ.এস.এম.এ লতিফ, Executive Officer, AD Branches, Inspection and monitoring Cell, প্রধান কার্যালয়, পি.ডাব্লিউ-১৪ হিসাবে বলেন যে- গত ০৪/০৪/২০১২ ইং তারিখ ITFD এর ৫৪২ নং দপ্তর আদেশে যে কমিটি করা হয় তার প্রধান ছিলেন এজিএম শফিজ উদ্দিন আহমেদ। এই সাক্ষী ও মোঃ আনিসুজ্জামান সদস্য ছিলেন। এই কমিটি গত ০৮/০৪/২০১২ ইং তারিখ পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু করেন। গত ০৯/০৭/২০১২ ইং তারিখে প্রধান কার্যালয়ে মোট ৫৩৩ পাতার প্রতিবেদন দাখিল করেন। DN Sports Ltd. এর হিসাবের বিষয়ে ৩১/০৫/২০১২ ইং তারিখ পর্যন্ত লিমিট সুবিধা ও উহার বিপরীতে দায় বিষয়ে তদন্ত করেছেন। DN Sports Ltd. এর লিমিট হলো ৭০ লক্ষ এবং মেয়াদ হলো ১৫/১১/২০১২। দায় দেনা পরিশোধের জন্য ১৫/১১/২০১২ ইং তারিখ পর্যন্ত লিমিটের মেয়াদ ছিল। মোঃ সিদ্দিকুর রহমান মোল্লা, যুগ্ম পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় পি.ডাব্লিউ-১৫ হিসাবে জবানবন্দীতে বলেন যে-গত ১৩/১২/২০১২ ইং তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মরত থাকাকালে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, শেরাটন হোটেল, কর্পোরেট শাখায় সংঘটিত অনিয়ম পরিদর্শনের জন্য একটি ০২ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। পরিদর্শন অন্তে ০৭/০৫/২০১৩ ইং তারিখে রিপোর্ট বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় দাখিল করা হয় (প্রদঃ IX সিরিজ)। DN Sports Ltd. ও তাহার সহযোগী প্রতিষ্ঠান এর Foreign Bill Purchase (FBP) এর চুক্তিতে ১.১১ কোটি টাকা, Inland Bill Purchase (IBP) হতে ১.১০ কোটি টাকা, PSC খাতে ১.৪৩ কোটি টাকা ও PAD খাতে ১.১৫ কোটি টাকা অনিয়ম করে সুবিধাগুলো প্রদান করা হয়। সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, শেরাটন শাখার কর্মকর্তা এবং উক্ত ব্যাংকের তদারকি কর্মকর্তাদের সহযোগীতায় উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো টাকা গুলো নিয়ে যায়। মোঃ রফিকুল ইসলাম খাঁন, Senior Principal Officer Inspector of Branches. সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। বর্তমানে-Agm (Rtd.) পি.ডব্লিউ-১৯ হিসাবে তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ০৯/৯/২০০৯ ইং তারিখে তিনি Senior Principal Officer হিসেবে Inspector of Branches. সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত থাকাকালে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগ-২ এর উক্ত তারিখে অফিস অর্ডার ২৯১ মূলে হোটেল শেরাটন শাখা সোনালী ব্যাংকে নিরীক্ষা কার্যাক্রম পরিচালনার জন্য তাহার নেতৃত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিদর্শন দল গঠন করে। দলের অন্য দুই সদস্য হইল জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন অফিসার এবং জনাব রুহুল আমিন মন্ডল অফিসার ছিল। তাহারা ২৯/৯/২০০৯ ইং তারিখ থেকে ৮/১০/২০০৯ ইং তারিখ পর্যন্ত মোট ৮ কর্ম দিবস উক্ত শাখার নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। নিরীক্ষা কালে পরিদর্শনের আওতাভূক্ত ছিল সাধারন ব্যাংকিং বিভাগ ঋণ ও অগ্রীম, বৈদাশিক বানিজ্যিক বিভাগ। পরিদর্শন কালে Ditch patch শাখা নিয়মিত নিরীক্ষা করার নিয়ম থাকলেও

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নিয়মিত ভাবে উহা চেক করা হইত না। Special Deposit Scheme and Medical Deposit Scheme Ges Cash credit হিসেবে Individual Blanca এর সহিত Statement of Affairs এর গড়মিল ছিল (F-12). বৈদাশিক বানিজ্য শাখায় পরিদর্শন কালে ব্যাপক অনিয়ম দেখিতে পান। যেমন ক্ষমতা বহির্ভূত ভাবে Net FOB (Free on Board) ১৫% এর অধিক Pre Shipment Credit Loan দিয়েছে Back to Back L/C এর আওতায় আমদানীকৃত মালামাল ফ্যাক্টরীতে পৌছানোর পর পরিদর্শন না করে Pre-Shipment Credit Loan প্রদান করা হয়। রপ্তানী এল/সি এর Master Copy Lien Mark করে শাখায় সংরক্ষন করার বিধান থাকলে উহা শাখায় সংরক্ষন করা হয় নাই। রপ্তানী বিনিয়োগে নির্ধারিত Pre Shipment বিল হইতে Adjust করা হয় নাই। Shipment date অতিক্রান্ত হওয়ার পরও Pre Shipment Loan প্রদান করা হয়। Pre Shipment ঋণ প্রদান করার পূর্বে Charge document সম্পন্ন করা হয় নাই। Back to Back L/C খোলার সময় Liability Creat করা হয় নাই। L/C register এর সম্পূর্ন কলাম গুলো Fill up করা হয় নাই। কোন হিসেবের নিয়মিত Blancing করা হয় নাই। উক্ত বিষয় গুলি উল্লেখ পূর্বক ২৮৫ পৃষ্ঠার report প্রদান করেন। তাহাদের রিপোর্ট এর মধ্যে শেরাটন শাখার ম্যানেজার এর বৈদেশিক বানিজ্য সংক্রান্তে অত্র পর্যাপ্ত জ্ঞানের কথা উল্লেখ করা হয়। উক্ত রিপোর্ট ১০৩ পাতার Attested Photo copy আদালতে দাখিল করিয়াছেন। (প্রদঃ XI সিরিজ)। সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, সুবোধ কুমার মন্ডল পি.ডাব্লিউ-২০ হিসাবে জবানবন্দীতে বলেন যে, ২০১১ সালে কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে শাখার আমানত ও অগ্রীমের অনুপাত ১০০:৭০ হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়। হোটেল শেরাটন শাখা উক্ত শর্তাবলী অনুসরণ করে নাই। যাহার শাখার ব্যবস্থাপকের জন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল। উক্ত বিষয়টি তদারকি ও শাখা ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দায়িত্ব ছিল জিএম অফিসের। প্রতি শাখা হইতে প্রতি সপ্তাহে এফ-১২ এবং প্রতি মাসে কলাম- ৮৫ প্রতিবেদন জিএম অফিসে প্রেরনের বিধান আছে। হোটেল শেরাটন শাখা ২০১১ সালে ঋন বিতরন সংক্রান্তে নির্দেশনা প্রতিপালন করেন নাই। মোঃ সোহরাব হোসেন, এক্সিকিউটিভ অফিসার, আন্তর্জাতিক অর্থায়ন বিভাগ পি.ডাব্লিউ-২২ হিসাবে জবানবন্দীতে বলেন যে- সোনালী ব্যাংক লিঃ, হোটেল শেরাটন শাখায় ঋন সংক্রান্তে যে অনিয়ম হয়েছে- তা দেখার দায়িত্ব ছিল AD Branches, Inspection and monitoring Cell এর উপর। উক্ত অনিয়ম গুলো দেখার দায়িত্ব ছিল জিএম অফিস, প্রিন্সিপাল অফিস, কর্মাশিয়াল অডিট ও বাংলাদেশ ব্যাংকের। মো: আসাদুজ্জামান, Executive Officer আর্ন্তজাতিক অর্থায়ন বিভাগ-২, সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। Sr. Principal Office Sonali Bank Ltd প্রধান শাখা, ঢাকা পি.ডব্লিউ-২৩ হিসাবে তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সাপ্তাহে তাহার বিভাগের ডিজিএম শেখ আলতাফ হোসেন তাহাকে তাঁহার চেম্বারে ডেকে নিয়া বলেন যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাহেব বলেছেন যে এখন থেকে সকল এডি শাখা থেকে Foreign Exchange Business Position তৈরী করে দিতে হবে।" তখন তিনি ডিজিএম স্যারকে প্রশ্ন করেন যে উহা কিভাবে করতে হবে। তখন তাহাকে চেম্বারে বসিয়ে সাদা কাগজে ফরমেট এর খসড়া তৈরী করে দেন। উক্ত ফরমেট অনুযায়ী প্রতিদিন শাখার লেনদেন শেষ হওয়ার পরপরই টেলিফোনের মাধ্যমে সকল AD শাখা হইতে তথ্যাদি আনার জন্য মৌখিক নির্দেশাবলী প্রদান করেন। তিনি ডিজিএম সাহেবের মৌখিক নির্দেশে আদিষ্ট হইয়া প্রতিদিন বিকাল ৫টায় সকল এডি শাখা হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদি যেমন LIMP, PAD (against document) LTR (Loan against Trust Receipt) Force Loan ABN (Foreign Bill Negotiation) PSC (Pre-shipment Credit) এবং Inland Bill Purchase) ইত্যাদি সংক্রান্তে ঋণ সমূহের OV & due Ges Outstanding Position একই সঙ্গে উক্ত তারিখে এডি

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		শাখা কর্তৃক L/C Payment এর পরিমান ইত্যাদি সংক্রান্তে তথ্যাদি টেলিফোনের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিয়া আসা হইত। টেলিফোনের প্রাপ্ত প্রতিটি AD শাখা ভিত্তিক তথ্যাদি সন্নিবেশিত করে এবং উক্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে Summary sheet প্রস্তুত করা হইত। পরের দিন সকালে সাদা কাগজে Computer হইতে Print করে ৮টি কপি প্রিন্ট করা হইত। ৮ কপি থেকে ৭ কপি বিভাগের তৎকালীন ডিজিএম শেখ আলতাফ হোসনের নিকট দাখিল করিতেন এবং একটি কপি Office Copy হিসেবে সংরক্ষণ করা হইত। এস.এইচ.এস আবু জাফর, Inspection & Audit দায়িত্বে ছিলেন Sonali Bank Ltd. A.D Branch & Monitoring Cell Head Office, Dhaka. পি.ডব্লিউ- ৩০ হিসাবে তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ২৮/১১/২০১১ থেকে ০৪/৮/২০১২ পর্যন্ত Inspection & Audit Division-1 Sonali Bank Ltd Head Office এ কর্মরত থাকাকালে A.D Branch & Monitoring Cell দেখাশুনার দায়িত্বে ছিলেন। তিনি AD Branches এর Inspection পরিচালিত হইত উক্ত Cell হইতে। Hotel Sheraton শাখা ও গুলশান শাখা সোনালী ব্যাংক লিঃ Inspection করার জন্য Permission চান ২০১২ সালের জানুয়ারী মাসে সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয় জি.এম (পরিদর্শন) এর নিকট অনুমতি চান। জি.এম জনাব আলী হোসেন আমাদের উক্ত শাখা দুইটি Inspection এর ক্ষেত্রে DMD মাইনুল হক সাহেবের নিষেধাজ্ঞা আছে। পরে আবার ৪/৫ দিন পরে উক্ত জি.এম আলী হোসেন এর কাছে গেলে তিনি উক্ত দুইটি শাখা Inspection এর ব্যাপারে DMD মাইনুল হক সাহেবের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে পুনরায় একই কথা বলেন। পরবর্তীতে DMD মাইনুল হক সাহেব তাহাদের Inspection team পাঠানো যাবে না মর্মে তাহাদের জানান। International Trade Finance Division এর GM আ.ন.ম মাশরুর হুদা সিরাজী সাহেবকে বিষয়টি অবহিত করেন এবং তাহাকে অসহযোগীতার কারনে উক্ত শাখা দুইটি Audit করা যাইতেছেনা এবং তাহাকে বলেন যে, তাড়াতাড়ি উক্ত দুইটি শাখায় Inspection এর ব্যবস্থা করিতে বলেন। পরে Inspection ও Trade Finance Division থেকে উক্ত দুইটি শাখা Inspection করার জন্য Note পাশ করে। ০১/২/২০১২ ইং তারিখে সোনালী ব্যাংক লিঃ গুলশান ও লোকাল অফিসে Inspection টীম পাঠানো হয় এবং ০১/৪/১২ ইং তারিখে সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখায় Inspection Team পাঠানো হয়। ০৪/০৪/১২ ইং তারিখে DMD মাইনুল হক সাহেবের নির্দেশে উক্ত পাঠানো Audit Team ফেরৎ আসে পথের মধ্য থেকে। তাহারা বিষয়টি জি.এম Inspection & Audit) কে অবহিত করে লিখিতভাবে Team Leader মোঃ শওকত আলী AGM সাহেব জানায়। মোঃ আলী হোসেন খাঁন, জেনারেল ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। জেনারেল ম্যানেজার (Rtd.) পি.ডব্লিউ-৩২ হিসাবে তার জবানবন্দিতে বলেন যে, গত ০১/৩/২০১১ সাল থেকে ২৮/৩/২০১২ ইং তারিখ পর্যন্ত সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন Department সহ Inspection & Audit Department এ কর্মরত ছিলেন। ০১/৮/২০১১ সালে সোনালী ব্যাংক লিঃ এর Managing Director সাহেব (International Trade & Finance Division Gi Inspection Cell এর যে সকল নথী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে যে সকল নথী উপস্থাপিত হইবে সেই সকল নথী সমূহ Inspection এর জিএম এবং Deputy Managing Director এর মাধ্যমে উপস্থাপিত হইবে। ২৬/১/২০১২ ইং তারিখে আইটিএফডি এর অফিস আদেশ মাধ্যমে Inspection Cell এর তৎকালীন DGM S.H. Abu Zafar Local Office গুলশান শাখা ও শেরাটন শাখাকে Inspection করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। ডিজিএম সাহেব এই সাক্ষীকে জানায় যে, Audit Team কে প্রথমে Local office গুলশান উহার পর সোনালী ব্যাংক লিঃ শেরাটন শাখা পরিদর্শন করতে হবে মর্মে এমডি সাহেব নির্দেশ দেয় মর্মে তাহাকে জানায়। Local office ও গুলশান শাখা Inspection করার পর শেরাটন শাখা ১লা এপ্রিল/২০১২ সাল থেকে Inspection

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করার জন্য রাখা হয়। ২৮/৩/২০১২ ইং তারিখে তিনি PRL এ যান। মোঃ নূরুল ইসলাম চৌধুরী। সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের অবসর প্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার পি.ডব্লিউ-৩৭ হিসাবে তার জবানবন্দিতে বলেন যে, ২০১০ সালের মার্চ মাস থেকে ২০১২ সালের মার্চ পর্যন্ত তিনি সোনালী ব্যাংকের বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেটে জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাহাকে ঢাকায় বদলী করা হলে ঢাকার প্রধান কার্যালয়ে ০১/৪/২০১২ তারিখে যোগদান করেন। ০৩/৪/২০১২ তারিখে তাহাকে বসার ব্যবস্থাসহ কাজের দপ্তরাদেশ দেয়া হয়। উক্ত কার্যাদেশে তাহাকে অডিট এন্ড ইন্সপেকশন সহ আরো ৫ টি বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং ডিএমডি মোঃ মাইনুল হক সাহেবের সাথে সংম্পৃক্ত করা হয়। প্রথম কার্যদিবসে তাহার নিকট কোন ফাইল উপস্থাপন করা হয়নি। ০৩/৪/২০১২ তারিখে সন্ধ্যা ৭.০০ ঘটিকায় ডিএমডি মাইনুল হক তাহাকে টেলিফোনে বলেন যে, ডিজিএম আবু জাফর সাহেব হোটেল শেরাটন শাখা অডিট করার জন্য যে টীম গঠন করেছেন সেই টীম যেন আগামীকাল হোটেল শেরাটনে না গিয়ে প্রধান কার্যালয়ে চলে আসে। তাহাকে এই নির্দেশটি ডিজিএম আবু জাফর সাহেবকে জানাতে বলে। তিনি ডিজিএম জাফর সাহেবের খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, তিনি অফিসে নেই। তখন মোবাইলে জাফর সাহেবের সাথে কথা বলতে চাইলে তিনি ব্যস্ততার কথা বলে পরে কথা বলবেন বলে জানান। তিনি এ বিষয়টি ডিএমডি মাইনুল হক সাহেবকে জানিয়ে দেন। তখন ডিএমডি মাইনুল হক সাহেব অডিট টীম লিডার শওকত আলী সাহেবকে উনার বর্ণিত নির্দেশটি জানাতে বলেন। তখন তিনি মোবাইলে শওকত আলী সাহেবের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ডিএমডি মাইনুল সাহেবের নির্দেশ মোতাবেক হোটেল শেরাটন শাখায় না গিয়ে অফিসে চলে আসতে বলেন। পরে তিনি বাসায় চলে যান। পরের দিন সকালে অফিস শুরু হওয়ার পূর্বেই অফিসে পৌছান। তখন ডিএমডি মাইনুল হক সাহেব টেলিফোনে তাহার নিকট জানতে চান যে, টীম লীডার শওকত আলী সাহেব অফিসে এসেছেন কিনা। তিনি শওকত আলী সাহেবকে মোবাইলে ফোন করেন এবং তার অবস্থান জানতে চান। শওকত আলী সাহেব জবাবে বলেন, তিনি হোটেল শেরাটন শাখায় যাচ্ছেন। তখন তিনি শওকত আলী সাহেবকে ডিএমডি মাইনুল হকের নির্দেশের কথা পুনরায় স্মরন করিয়ে দেন। কিছুক্ষন পর শওকত আলী সাহেব তাহার দপ্তরে আসেন। তাকে তাহার রুমে বসিয়ে রেখে ডিএমডি মাইনুল হক সাহেবের কাছে যান। মাইনুল হক সাহেব তাহাকে বলেন যে, শওকত আলী সাহেবকে হোটেল শেরাটন শাখায় যেতে হবে না। আরেকটি নতুন টীম গঠন করা হয়েছে। তখন শওকত আলী সাহেব তার দপ্তরে চলে যান। কিছুক্ষন পর শওকত আলী সাহেব একটি দরখাস্ত সহ তাহার নিকট পুনরায় আসে। এসে তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এ বিষয়ে এমডি সাহেবের মতামত কি? তিনি শওকত সাহেবকে বসিয়ে রেখে এমডি সাহেবের নিকট যান। এমডি সাহেব জিজ্ঞাসা করেন যে, কোন টীম শেরাটন শাখা অডিট করতে যাবে। এমডি সাহেব বলেন, ০৪/৪/১২ ইং তারিখে যে টীম অর্থাৎ ২য় টীম অডিট করতে যাবে। তার পর ডিএমডি মাইনুল হকের রুমে গেলে তিনি ২য় টীমের অডিট আদেশ সংক্রান্ত দপ্তর আদেশ তাহাকে দেন। ঐ অফিস আদেশটি রুমে এসে শওকত আলী সাহেবকে দেখায়। ২য় টীম গঠনের ফাইল তাহার মাধ্যমে যায় নাই। যদি ১ম টীমটি যথাসময়ে শেরাটন শাখায় যেতো তবে প্রায় ২০০০ হাজার কোটি টাকা চলে যাওয়া থেকে হোটেল শেরাটন শাখা রেহাই পেতো। সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, DN Sports Ltd নামে ভুয়া বিল ভাউচার তৈরী ও মিথ্যার আশ্রয়ে PSC বাবদ বিপুল পরিমান টাকা আদান প্রদান করার বিষয়ে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও GM office ঢাকার এর GM মীর মহিদুর রহমান জিএম ননী গোপাল নাথ উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে উক্ত শাখার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেনি। এমনকি শেরাটন শাখার মাধ্যমে আমদানী রপ্তানী, শাখার আমানত, বিল জাল ইত্যাদি সংক্রান্তে তথ্যাদী বিবরণ শাখা হতে F-12 ও কলাম-৮৫ ছক দ্বারা নিয়মিত ঢাকার জিএম অফিস কে জ্ঞাত করা সত্ত্বেও তার সঠিকতা নিরুপন করেনি শাখার এই অনিয়মের বিরুদ্ধে কোনরুপ ব্যবস্থা গ্রহন না করে ক্ষমতার অপ ব্যবহার পূর্বক ১,৪২,৯৪,০৪৭ (এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার) টাকা আত্মসাতে সহায়তা করে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		GM মীর মহিদুর রহমান, GM office ঢাকা, যুক্তিতর্ক কালে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেন যে, তিনি ২১/০৩/২০১০ ইং হতে ৩১/০১/২০১২ ইং পর্যন্ত GM office ঢাকার এর GM পদে দায়িত্বরত ছিলেন। সোনালী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগ- ২ এর পরিপত্র নম্বর প্রঃকাঃ/প ও নিরি-২/পলিসি/এ-১১২৯ তারিখ-২০/০৭/২০০৮ ইং মোতাবেক ঢাকা GM office থেকে প্রতি ৩ মাস অন্তর একবার এর অধিনস্ত আঞ্চলিক কার্যালয়, প্রিন্সিপাল অফিস ও কর্পোরেট শাখা পরিদর্শন বাধ্যতামূলক। কিন্তু প্রধান কার্য্যালয়ের পরিপত্র নম্বর ৪০৩, এমডিডি পরিপত্র নম্বর ১৪৪, তারিখ-২৬/০৮/২০১২ ইং মোতাবেক হোটেল শেরাটন শাখাকে কর্পোরেট শাখায় উন্নিত করা হয়। যা এই আসামীর উক্ত পদ হতে বদলীর ৭ মাস পরে ঘটে। যেহেতু আসামী মহীদুর রহমান এর কার্য কালে বর্ণিত শাখাটি কর্পোরেট শাখা ছিলনা সে কারণে তা আসামীর Test Inspection এর আওতাভূক্ত ছিল না। এছাড়াও ফর্ম F-12 ও কলাম-৮৫ GM সমীপে উপস্থাপনের কোন বিধান ছিলনা। AD (Authorised Dealer) শাখা সমূহের বৈদেশিক বানিজ্য ঋণ সংক্রান্ত কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষমতা GM Office এর নেই। সেটা সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ITFD কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করা হয়। সাক্ষ্য প্রমানে দেখা যায় যে, মীর মহিদুর রহমান বর্ণিত দায়িত্ব পলনের পূর্বে প্রিন্সিপাল অফিস, রমনা, ঢাকায় DGM থাকা কালে রফিকুল ইসলাম খানের নীরিক্ষা কালে এই আসামীও একটি নীরিক্ষা দল নিয়ে শেরাটন শাখা পরিদর্শন করেন এবং প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। এছাড়াও MD কর্তৃক আহুত ব্যাংকের পরিচালনা বিষয়ে বিভিন্ন সভাতে আসামী মহিদুর উপস্থিত থাকতেন। Syful Shamsul Alam & Co. Chartered Accountants কর্তৃক হোটেল শেরাটন শাখার উপর প্রস্তুতকৃত ০৮/০৮/২০১২ ইং তারিখের Functional Audit প্রতিবেদনে (প্রদর্শনী-১২ (U) সিরিজ) উল্লেখ করা হয় যে, Hotel Sheraton Branch was brought under the supervision of GM Office from 01 July 2011. He worked at GM office from 21 March 2010 to 31 January 2012. When he was posted at Principal Office in the year, 2009 and 2010, he identified numbers of irregularities at Hotel Sheraton Branch. But when the Hotel Sheraton Branch came again under his supervision from 01 July 2011, mysteriously he kept himself silent and did not take any steps to carry out inspection at Hotel Sheraton Branch. The reasons remain unexplained. It could be construed as gross negligence of duties. If he did so the irregularities could be detected earlier and saved the bank from financial loss. In our opinion he was responsible for negligence of duties. সুতরাং দেখা যায়, দায়িত্বরত অবস্থায় আসামী মহীদুর রহমান শেরাটন শাখা পরিদর্শন ও নীরিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই। ঘটমান অনিয়ম বিষয়ে জ্ঞাত থাকা স্বত্বেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে গ্রাহক আসামীদের সাথে যোগসাজস মূলে ব্যাংকের অর্থ আত্মসাতে সক্রিয় সহযোগীতা প্রদান করেন। উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, F-12 এবং কলাম-৮৫ যাহা জুলাই ২০১১ হতে প্রতিটি এডি শাখা কর্তৃক শাখার আমানত, অগ্রীম প্রদান, আমদানী রপ্তানী ঋণের পরিমান ও হ্রাস বৃদ্ধি ইত্যাদি বিবরনী মাসিক ভিত্তি ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোঃ হুমায়ুন কবির এর সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়। কলাম-৮৫ ও F-12 এর ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর সভাপতিত্বে সকল এডি শাখার সহায়তায় সংশ্লিষ্ট ডিভিশন এর ডিজিএম থেকে ডিজিএম ও ঢাকার জিএম অফিসের জিএম পর্যন্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে মাসিক মিটিং হয়। এই মাসিক মিটিং এ হোটেল শেরাটন শাখার আমদানী রপ্তানী ও আমানতের চেয়ে ঋণ প্রদানের ব্যাপক পার্থক্য এবং PSC খাতে বিপুল

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পরিমান দায় থাকায় সত্ত্বেও সোনালী ব্যাংক লিঃ হোটেল শেরাটন শাখার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ হুমায়ুন কবির কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেন নি। তা ছাড়াও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে তার Charter of Duties পরিচালনা না করে উদ্দেশ্য মূলক ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক বর্ণিত গ্রাহক কর্তৃক ১,৪২,৯৪,০৪৭/- টাকা আত্মসাতে সহায়তা করেন। সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যায়, Managing Director (MD) হুমায়ুন কবির শাখা ব্যবস্থাপক এ.কে.এম. আজিজুর রহমান কে এই অর্থ আত্মসাতে সক্রিয় ভাবে সহযোগীতা করেন। শাখা ব্যবস্থাপকদের প্রতি ০৩ বৎসর অন্তর বদলীর বিধান থাকা সত্ত্বেও তিনি AGM আজিজুর রহমান কে একাদিক্রমে ০৫ বৎসর পর্যন্ত শেরাটন শাখায় ব্যবস্থাপক পদে বহাল রাখেন। এমনকি তাকে AGM হতে DGM পদে পদোন্নতি প্রদান পূর্বক একই কর্মস্থলে অর্থাৎ শেরাটন শাখাতে ব্যবস্থাপক হিসাবে বহাল রাখা হয়। এই ধরনের কার্যক্রমের দ্বারা ব্যাংকের অর্থ আত্মসাতের MD ও CEO হুমায়ুন কবির এর সহযোগীতার অভিযোগ প্রমাণিত হয়। রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থাপিত মৌখিক এবং দালিলীক সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়- আসামী ডিএমডি মাইনুল হক Charter of Duties (Deputy Managing Director) এর অনুচ্ছেদ ০৩.০৫.০৬.০৭ ইত্যাদি প্রদত্ত নির্দেশনা অসৎ উদ্দেশ্যে লংঘন ও ভংগ করেছেন। তিনি নিয়মানুযায়ী গঠিত পরিদর্শক দল কে ধার্য্য তারিখে শেরাটন শাখা পরিদর্শনে বাধা সৃষ্টি করেছেন। এবং পরবর্তীতে নিজস্ব পছন্দ ক্রম অনুযায়ী পরিদর্শক দল গঠন করেন। যাহারা দীর্ঘ বিলম্বে শেরাটন শাখা পরিদর্শন করে এর ফলে শেরাটন শাখা হইতে প্রায় ৩২ হাজার কোটি টাকার তহবিল আত্মসাতের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আসামী মাইনুল হক, ডিএমডি, সোনালী ব্যাংক, আত্মপক্ষ সমর্থন কালে বলেন যে, তিনি গত ১০/০৩/২০১১ ইং তারিখে সোনালী ব্যাংক লিঃ এ যোগদান করেন এবং ITFD সহ ১৬টি বিভাগ ১৭/০৮/২০১১ হতে তার আওতাধীন হয়। আরো উল্লেখ করা হয় যে, শেরাটন শাখার ঋণ বৃদ্ধি পেলেও তার কোনটাই খেলাপী নয়। অপরদিকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন DGDP ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২০১১-২০১২ ইং বর্ষে ৭৫৬ কোটি টাকার আমদানী ব্যবসা পরিচালিত হওয়ায় শেরাটন শাখায় ৭৫৬ কোটি টাকার ঋণ বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায়, Performance Note Sheet এ প্রতিষ্ঠান বা ঋণ গ্রহীতার নাম উল্লেখ করে অনিয়ম সংক্রান্ত কোন তথ্য বা প্রতিবেদন বা শেরাটন শাখার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের কোন প্রস্তাব বা সুপারিশ তাহার নিকট ITFD বিভাগ বা পরিদর্শন ও নীরিক্ষা বিভাগের জিএম গণ কর্তৃক কখনোই উপস্থাপন করা হয় নাই। ফলে শেরাটন শাখার কোন প্রতিষ্ঠানের নামে কি অনিয়ম রয়েছে তা এই আসামীপক্ষে জানার কোন সুযোগ ছিল না। Syful Shamsul Alam & Co. Chartered Accountants কর্তৃক হোটেল শেরাটন শাখার উপর প্রস্তুতকৃত ০৮/০৮/২০১২ ইং তারিখের Functional Audit প্রতিবেদনে (প্রদর্শনী-১২ (ট) সিরিজ) উল্লেখ করা হয় যে, International Trade Finance Division (ITFD) was under his (DMD Mainul Haque) supervision for the period from 17/8/2011 to 9/7/2012. Loans and Advances on account of international trade grew by 223% during September 2011 to March 2012. Actual reasons for such growth have neither been identified, monitored and supervised through the concerned department not been reported to the higher authority.ITFD suspected irregularitties at Hotel Sheraton Branch in January 2012. Accordingly Managing Director gave approval on 26 January 2012 to carry out inspection and to submit the report within one month. Being the concerned Deputy Managing Director, he was responsible to take necessary steps for starting the inspection work immediately. But he took

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		two months to start the inspection at Hotel Sheraton Branch. Reasons for delay in starting the inspection remain to be explained. This inordinate delay has exposed the bank to enormous financial risk and consequence of which interest of the bank has not been protected. সার্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ হতে দেখা যায়, DMD মাইনুল হক তাহার অধিনস্ত শেরাটন শাখার অনিয়ম বিষয়ে জ্ঞাত থাকা সত্বেও উক্ত শাখাটি পরিদর্শন ও নীরিক্ষার আদেশ দেন নাই বরং তিনি DGM শওকত আলীর নেতৃত্বে গঠিত পরিদর্শন দলকে হোটেল শেরাটন শাখা পরিদর্শন কার্য করতে দেন নাই। আবার DGM এ.এইচ.এম. আবু জাফর AD Branches, Inspection & Audit Div. হতে শেরাটন শাখা পরিদর্শন ও নীরিক্ষার জন্য আদেশ প্রার্থনা করে DMD মাইনুল হকের নিষেধাজ্ঞার সম্মুখিন হন। এইসকল কার্যক্রম দ্বারা স্পষ্টতই DMD মাইনুল হক তার দায়িত্ব অবহেলা করেন এবং জ্ঞাতসারে বিপুল পরিমান সরকারী অর্থ আত্মসাতে গ্রাহক আসামীদের সহায়তা প্রদান করেন। আরো দেখা যায়, এমডি সেক্রেটারিয়েট কর্তৃক বিভিন্ন সময় সকল কর্পোরেট শাখার ডিজিএম, প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ডিজিএম ও জিএম, জিএম অফিসের জিএম গন এবং সকল ডিএমডিগনের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভায় এফ-১২ ও কলাম-৮৫ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করা হলেও হোটেল শেরাটন শাখার বিভিন্ন খাতে অস্বাভাবিক ঋন বৃদ্ধির বিশেষ করে পিএসসি খাতে ঋন বৃদ্ধি বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এভাবে সোনালী ব্যাংক হোটেল শেরাটন শাখার গ্রাহক মেসার্স DNS Sports Ldt এর পিএসসি ১,৪২,৯৪,০৪৭/- টাকা (১৭টি পিএসসি বাবদ জমাকৃত ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার মধ্যে) আত্মসাতের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রধান কার্যালয়ের আইটি এফডির এজিএম মোঃ শফিজউদ্দিন আহমেদ, ডিজিএম শেখ আলতাফ হোসেন, ডিএমডি মোঃ মাইনুল হক এবং এমডি এন্ড সিইও হুমায়ুন কবির সক্রীয় ভাবে সহযোগীতা করেন। রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় আরো উদঘাটিত হয় যে, সোনালী ব্যাংক লি: হোটেল শেরাটন শাখা হতে দৈনিক ও মাসিক ভিত্তিতে প্রেরিত বৈদেশিক বানিজ্য সংক্রান্ত তথ্য যথা: PSC, PAD (Payment against document); IBP (Inland Bill Purchase); FBP (Foreign Bill Purchase); আমদানী রপ্তানী আমানত অগ্রীম ইত্যাদির তথ্য সমূহের বিবরনী ITFD তে প্রেরণ করা হয়। তাতে প্রতি মাসে উক্ত ঋণ বাবদ অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও এবং ডিসেম্বর ২০১১ থেকে এপ্রিল ২০১২ পর্যন্ত Performance Note Sheet এর PSC খাতে বিপুল পরিমান দায় উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও জেনে শুনে নিয়ামুনযায়ী কর্তৃপক্ষ হিসাবে কোন ব্যবস্থা গ্রহন না করে ITFD এর তৎকালীন কর্মকর্তা AGM সফিজউদ্দিন আহমেদ, ডিজিএম শেখ আলতাফ হোসেন, ডিএমডি মাইনুল হক বর্ণিত ১,৪২,৯৪,০৪৭/- টাকা আত্মসাতে সহায়তা করেছেন। আত্মপক্ষ সমর্থন কালে AGM সফিজউদ্দিন আহমেদ বলেন যে, ক্ষমতা বহির্ভূত, অন্যায় ও বেআইনীভাবে তৈরীকৃত PSC এর সাথে তাহার কোন সংশ্লিষ্ঠতা নাই। তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত। কিন্তু এই আসামী যুক্তিতর্ক কালে স্বীকার করে যে, ২৪/০৫/২০১০ তারিখে তিনি ITFD তে যোগদান করেন। এবং Export section-এ ২৪/০৫/২০১০ হতে ০৮/০৫/২০১২ তারিখ পর্যন্ত তার পোষ্টিং ছিল। স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই মামলার ঘটনা কাল ২৫/০৪/২০১১ থেকে ২৭/০৫/২০১২ অর্থাৎ এই আসামী ঘটনাকালেই ITFD তে দায়িত্বশীল পদে কর্মরত ছিলেন। এই ITFD এর Inspection & Monitoring Cell শেরাটন শাখা নিয়মিত পরিদর্শন ও নীরিক্ষা কাজের জন্য মূলত দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। আত্মপক্ষ সমর্থন কালে DGM শেখ আলতাফ হোসেন বলেন যে, ITFD তে মোট ৩টি শাখা। ১। আমদানী শাখা, ২। রপ্তানী শাখা, ৩। পরিদর্শন ও নীরিক্ষা বিভাগ। এই আসামী ২৯/০৫/২০১১ তারিখ ITFD তে যোগদান করেন। গত ১৪/০৭/২০১১

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		তারিখ এর স্মারক নম্বর ৬৫৩ পত্র মূলে ২০/০৭/২০১১ হতে পরিদর্শন ও নীরিক্ষা বিভাগের জন্য DGM হিসাবে নূরুল হক কে নিয়োগ দেয়া হয়। ২৯/০৫/২০১১ হতে ২০/০৭/২০১১ পর্যন্ত মোট ৫০ দিনের দায়িত্বে থাকাকালে এই আসামী ০৬/০৬/২০১১ তারিখে ২টি শাখা পরিদর্শনের আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু দাখিলী কাগজাদ পর্যালোচনায় দেখা যায় ২৯/০৫/২০১১ হতে ২০/০৭/২০১১ পর্যন্ত সময় কালে শেরাটন শাখা পরিদর্শন বা নীরিক্ষার জন্য কোন দপ্তর আদেশ জারী হয় নাই। হোটেল শেরাটন শাখার উপর Syful Shamsul Alam & Co. Chartered Accountants কর্তৃক হোটেল শেরাটন শাখার উপর প্রস্তুতকৃত ০৮/০৮/২০১২ ইং তারিখের Functional Audit প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-১২ (ট) সিরিজ) এর 5(b) এর Monitoring responsibilities প্যারাতে বলা হয় Principal/General Manager's offices are primarily responsible monitoring AGM/DGM headed Authorized for Dealer (AD) branches. At Head Office, ITFD is responsible for monitering the day to day activities of the AD branches. Monthly activities report is submitted to concerned Deputy Managing Director (DMD) and Managing Director (MD) for their evaluation and instruction. সুতরাং দেখা যায় যে, ITFD এর AGM ও DGM হিসেবে আসামী সফিজউদ্দিন আহমেদ ও শেখ আলতাফ হোসেন শেরাটন শাখাতে সরকারী অর্থ গ্রাহক আসামীগণ কর্তৃক আত্মসাতের ঘটনা এড়াতে পারেন না। প্রকৃত পক্ষে তারা চলমান অনিয়ম বিষয়ে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব প্রতিপালন না করে অপরাধ সংঘটনে সতায়তা করেছেন। সোনালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের অডিট ও ইন্সপেকশন-২ ডিভিশনের পলিসি সেলের শাখা পরিদর্শক আসামী কামরুল হোসেন খান শেরাটন শাখাটি অডিট ও ইন্সপেকশন করে ২০/০৩/২০১১ ইং তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। শাখায় অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে বৈদেশিক বানিজ্য সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করা হলেও তিনি শাখার কার্যক্রমকে উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে খুবই সন্তোষজনক মর্মে প্রশংসা পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন। যাতে তিনি শাখার দায়িত্ব প্রাপ্ত ডিজিএম আজিজুর রহমান কে অসাধারন বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা এবং ব্যাংকিং জ্ঞান দিয়ে শাখাটি যথাযথভাবে পরিচালনা করছেন মর্মে উল্লেখ করেন। এটা ছিল সম্পূর্ন মিথ্যা ও বানোয়াট। কেননা তার পূর্বে রফিকুল ইসলাম খানের ২০/১০/২০০৯ ইং তারিখের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, সোনালী ব্যাংক হোটেল শেরাটন শাখার বৈদেশিক কার্যক্রম অদূর ভবিষ্যতে বিরাট দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। আসামী কামরুল হাসান খান উক্ত প্রতিবেদন অগ্রাহ্য পূর্বক বর্নিত শাখাটিকে হাই রেস্ক গ্রেড এর পরিবর্তে লো রিস্ক গ্রেড ভুক্ত করায় অর্থ আত্মসাতের সুযোগ সৃষ্টি হয়। AGM কামরুল হোসেন খান আত্মপক্ষ সমর্থন কালে উল্লেখ করেন যে, তিনি হোটেল শেরাটন শাখা অডিট করেন ২০/০২/২০১১ তারিখের ভিত্তিতে ২২/০২/২০১১ হতে ১০/০৩/২০১১ তারিখ পর্যন্ত। জেনারেল ব্যাংকিং, জেনারেল লোন ও এডভান্স ও অন্যান্য বিষয় পুরোপুরি দেখার সুযোগ হলেও বৈদেশীক বানিজ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখার সুযোগ হয় নাই। ৩/৩/২০১১ তারিখ এই আসামী পরিদর্শন ও নীরিক্ষার জন্য আরো ৬ কর্ম দিবস সময় বৃদ্ধির আবেদন করেন। কিন্তু তাকে সময় বৃদ্ধি পূর্বক অডিট করার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। তাকে বদলী করার কথা বলায় তিনি ১০/০৩/২০১১ তারিখ অডিট সম্পন্ন করে রিপোর্ট তৈরী করে ৩০/০৩/২০১১ তারিখ তা দাখিল করেন। শেরাটন শাখাটি বৈদেশীক বানিজ্য বিষয়ে অডিট করার বিষয়ে ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনিহা বা নেতিবাচক মনোভাব ছিল। যার ফলে শাখাটি পরিপূর্ণ ভাবে অডিট করা সম্ভব হয় নাই। শাখাটি যথাযথ ভাবে অডিট করা যাতে সম্ভব না হয় তার জন্য আসামীরা তৎপরতা চালায়। আত্মপক্ষ সমর্থন কালে এই আসামীর বক্তব্য বরং প্রসিকিউশন পক্ষকেই সমর্থন করেছে। এই আসামী শেরাটন শাখার অন্যান্য বিভাগ বিষয়ে পুরোপুরি অডিট করলেও গুরুত্বপূর্ণ এবং সন্দেহজনক লেনদেনের জন্য বিতর্কিত বৈদেশীক বানিজ্য বিভাগ যা

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অত্যান্ত ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় ছিল তা সম্পূর্ণ ভাবে অডিট না করে "সন্তোষজনক" মর্মে উল্লেখ পূর্বক জোড়াতালি প্রতিবেদন দাখিল করেন। বাস্তবতা হলো ঐ সময়ে শেরাটন শাখায় আমানত ও ঋনের অনুপাত অত্যান্ত বিপদজনক ও ভঙ্গুর অবস্থায় ছিল। সোনালী ব্যাংকের এমডি ও সিইও হুমায়ুন কবির Charter of Duties এর অনুচ্ছেদ সমূহ অগ্রাহ্য করে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অন্যান্য আসামীর সহযোগীতায় DNS Sports Ldt কে পিএসসি খাতে বর্নিত অর্থ আত্মসাতে সহযোগিতা করেছেন। শেরাটন শাখার নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে জিএম অফিস, ঢাকার জিএম মীর মহিদুর রহমান ও ননী গোপাল নাথ কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। ঘটনাকালে বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, ITFD Monitoring Cell, প্রধান শাখা সোনালী ব্যাংক কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন তদন্ত ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনে শেরাটন শাখার নানা অনিয়ম বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করা হইলেও তৎকালে ব্যাংকের এমডি হইতে শুরু করিয়া শাখা ব্যবস্থাপক পর্যন্ত বিভিন্ন পদে আসীন আসামীগন পরস্পর যোগসাজশে DNS Sports Ldt এর মালিক পক্ষীয় ০৩ আসামীর সহিত যোগসাজশে ব্যাংকের ১,৪২,৯৪,০৪৭/-টাকা উত্তোলন পূর্বক আত্মসাতে সক্রীয় অংশগ্রহণ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রত্যেক আসামীর ভিন্ন ভিন্ন ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠন করিয়াছেন বলিয়া সাক্ষ্য প্রমান হইতে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয়। ১০৯ ধারায় বলা হয় যে, **S109. Penishment of abetment if the act abetted is committed in consequence and where no express provision is made for its punishement-** Whoever abets any offence shall, if the act abetted is committed in consequence of the abetment, and no express provision is made by this Code for the punishment of such abetment, be punished with the punishment provied for the offence. Explanation- An act or offence is said to be committed in consequence of abetment, when it is committed in consequence of the instigation or in pursuance of the conspiracy, or with the aid which constitues the abetment. আসামী ১। সাইফুল হাসান (পলাতক), এজিএম, ২। মীর মহিদুর রহমান, জিএম, ৩। ননী গোপাল নাথ (পলাতক), জিএম, ৪। শেখ আলতাফ হোসেন, ডিজিএম, ৫। মোঃ সফিজ উদ্দিন আহমেদ, ডিজিএম, ৬। মোঃ কামরুল হোসেন খান, এজিএম, ৭। মোঃ মাইনুল হক, ডিএমডি, ৮। মোঃ হুমায়ন কবির (পলাতক), এমডি এন্ড সিইও দের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণ হতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয় যে, আসামীগণ সোনালী ব্যাংক শেরাটন শাখার সরকারী অর্থ গ্রাহক আসামীদের দ্বারা মিথ্যা তথ্য প্রদান ও প্রতারনা মূলে আত্মসাতে সক্রিয়ভাবে সহযোগীতা করেছেন। একারণে এই সকল আসামীগণ দন্ডবিধির ৪০৬/১০৯ ধারায় বর্ণিত মতে প্রত্যেকে ০৩ (তিন) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড ও অর্থ দন্ডে দন্ডিত হতে উপযুক্ত হয়েছেন। এই আসামীদের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের কোন অভিযোগ এবং সাক্ষ্য প্রমাণ রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থাপন না করায় দন্ডবিধির ৪০৯ ধারায় বর্ণিত অপরাধের উপাদান পাওয়া যায় নাই। আবার ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় বলা হয় যে, **৫। অপরাধমূলক অসদাচরন-** (২) কোন গণ কর্মচারী অপরাধমূলক অসদাচরণ করিলে বা করার চেষ্টা করিলে তিনি ৭ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ডে বা অর্থ দন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং অপরাধমূলক অসদাচারণ সম্পর্কিত অর্থ সম্পদ বা সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা যাইবে। (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিচারে প্রমাণ করিতে হইবে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে অন্য কেহ তাহার জ্ঞাত আয়ের

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ এমন অর্থ সম্পদ বা সম্পত্তির মালিক বা দখলকার আছেন যাহার সম্পর্কে তিনি সন্তোষজনক হিসাব প্রদানে ব্যর্থ হইয়াছেন, তাহা হইলে ভিন্নরূপ কিছু প্রমাণিত না হইলে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধমূলক অসদাচরণ এর ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া দোষী সাব্যস্ত করিয়া শাস্তি প্রদান করিলে তজ্জন্য উহা অকার্যকর হইবে না।

বর্ণিত আইনটির উপ-ধারা (৩) পর্যালোচনায় দেখা যায় ৫(২) ধারাতে কোন ব্যক্তিকে দোষীসাব্যস্ত করতে হলে উপ-ধারা (৩) এর শর্ত পূরণ করতে হবে। অত্র মোকদ্দমায় ব্যাংক কর্মকর্তা আসামীগণ অথবা তাদের পক্ষে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ এমন অর্থ সম্পদ বা সম্পত্তির মালিক বা দখলকার হয়েছেন এমন সাক্ষ্য প্রমাণ রাষ্ট্র পক্ষে উপস্থাপিত হয় নাই। যেহেতু এই আসামীদের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাত বা অপরাধমূলক অসদাচরণ এর কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই সেকারনে এই আসামীদের বিরুদ্ধে আনিত দন্ডবিধির ৪০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অভিযোগ হতে অব্যহতি দেওয়া যেতে পারে।

আসামী ১। মোঃ সফিকুর রহমান জন, ম্যানেজিং ডাইরেক্টার, DN Sports Ltd., ২। সাইফুল হাসান, এজিএম, সাবেক এজিএম, হোটেল শেরাটন শাখা, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড। ৩। ননী গোপাল নাথ, জিএম, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড। ৪। মোঃ হুমায়ন কবির, এমডি এন্ড সিইও, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, মামলার বিচার আমলে বরাবর পলাতক থেকে মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই। তারা সম্পূর্ণ বিচার কাল পলাতক থাকেন এবং রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থাপিত সাক্ষীদের জেরা করা হতে বিরত থাকেন। বিচার হতে পলাতক থাকার এই মানোষিকতা আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এই প্রসঙ্গে Manzoor elahi v. State মামলায় মাননীয় উচ্চ আদালত অভিমত দেন যে, "The conduct of a person in absconding after the commission of offence is evidence to show that he was concerned in the offence". [PLD 1965 Lah. 656].

এছাড়াও Nizam Hazari v. State মামলায় মাননীয় উচ্চ আদালত অভিমত দেন যে, “Absconence of accused is a relevant fact under section 9 of the Evidence Act and unless accused explains his conduct abscondence may indicate his guilt. [53 wWGjAvi 475].

অধিকন্তু, Al Amin and 5 other v. State মামলায় আদালত অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন যে, "Long abscondence and non-submission to the process of the court speaks a volume against the accused persons and clearly suggest their involvment in the crime. Abscondence of the accused persons furnished corroboration of the prosecutin case and evidence”. [51 DLR 154].

সাক্ষ্য আইনের ৮ ও ৯ ধারার প্রয়োগ সম্পর্কে আদালত **State v. Saiful Islam and another** মামলায় মন্তব্য করেনঃ "Absconence of an accused person in same circumstances may not be an incriminating circumstances against him of his guilt but long abscondance is an important corroboration of the prosecution case". [56 DLR 376].

মাননীয় উচ্চ আদালতের বর্ণিত নজির সমূহ হতে এবং পলাতক আসামীগণের বিরুদ্ধে মাননীয়

উচ্চাদালতের উক্তরুপ আদেশের আলোকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বর্ণিত আসামীগণ বরাবর বিচার প্রক্রিয়া হইতে পলাতক থেকে তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণে অবদান রেখেছেন।

সাক্ষীদের মৌখিক সাক্ষ্য, নথীতে উপস্থাপিত দালিলিক সাক্ষ্য, আসামী পক্ষে

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দাখিলী মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য সহ সকল সাক্ষ্য প্রমাণ বিবেচনা করলাম। সার্বিক বিবেচনায় এবং উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আসামী ১। মোতাহার উদ্দিন চৌধুরী, চেয়ারম্যান, DN Sports Ltd. ২। মোঃ সফিকুর রহমান জন (পলাতক), ম্যানেজিং ডাইরেক্টার, DN Sports Ltd. ৩। মিসেস ফাহমিদা আক্তার শিখা, পরিচলাক, DN Sports Ltd. দের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র পক্ষ আনীত দন্ডবিধির ৪০৬ ও ৪২০ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হওয়া তারা উক্ত ধারায় বর্ণিত সাজা পেতে অধিকারী হয়েছেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। অপর আসামী ৪। সাইফুল হাসান (পলাতক), এজিএম, সাবেক এজিএম, হোটেল শেরাটন শাখা, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড। ৫। মীর মহিদুর রহমান, জিএম, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড। ৬। ননী গোপাল নাথ (পলাতক), জিএম, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড। ৭। শেখ আলতাফ হোসেন, ডিজিএম, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড। ৮। মোঃ সফিজ উদ্দিন আহমেদ, ডিজিএম, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড। ৯। মোঃ কামরুল হোসেন খান, এজিএম, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড। ১০। মোঃ মাইনুল হক, ডিএমডি, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড। ১১। মোঃ হুমায়ন কবির (পলাতক), এমডি এন্ড সিইও, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড দের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র পক্ষের আনীত দন্ডবিধির ৪০৬/১০৯ ধারায় অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তারা উক্ত ধারায় বর্ণিত সাজা পেতে অধিকারী হয়েছেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। **অতএব,** **<u>আদেশ হয় যে,</u>** অত্র মামলার আসামী ১। মোতাহার উদ্দিন চৌধুরী, চেয়ারম্যান, DN Sports Ltd. পিতামৃত- সুলতান আহমেদ চৌধুরী, বাড়ী-১৯, রোড-৪, খুলশী, চট্টগ্রাম, বর্তমান ঠিকানা- বাড়ী নং-১৪, সি-৪, রোড নং- ২, সেক্টর-১৩, উত্তরা ঢাকা। ২। মোঃ সফিকুর রহমান জন (পলাতক) ম্যানেজিং ডাইরেক্টার, DN Sports Ltd. পিতামৃত- জলিলুর রহমান, স্থায়ী ঠিকানা- ডি-৩, দরগাপাড়া, রাজশাহী, বর্তমান ঠিকানা- বাড়ী-১৪, সি-৪, রোড-২, সেক্টর-১৩, উত্তরা ঢাকা। ৩। মিসেস ফাহমিদা আক্তার শিখা, পরিচালক, DN Sports Ltd. পিতা- মোতাহার উদ্দিন চৌধুরী বাড়ী-১৯, রোড-৪, খুলশী, চট্টগ্রাম, বর্তমান ঠিকানা- বাড়ী নং-১৪, সি-৪, রোড নং- ২, সেক্টর-১৩, উত্তরা ঢাকা এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের দন্ডবিধির ৪০৬ ধারা মতে আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তাদের প্রত্যেককে দন্ডবিধির ৪০৬ ধারাতে দোষী সাব্যস্ত পূর্বক ০৩ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড ও ১,৪২,৯৪,০৭৪/- (এক কোটি বেয়াল্লিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার চুয়াত্তর) টাকা অর্থ দন্ড অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেওয়া হলো। এই অর্থ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হলো এবং বিধি মোতাবেক সমহারে আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হলো। একই আসামীগণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র পক্ষের দন্ডবিধির ৪২০ ধারামতে আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে। তাদের প্রত্যেককে বর্ণিত ধারাতে দোষি সাব্যস্ত পূর্বক ০৫ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড ও ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের বিনাশ্রম কারা দন্ডের আদেশ দেওয়া হলো। সকল ধারার শাস্তি একত্রে চলবে। অপর আসামী ৪। সাইফুল হাসান, (পলাতক) এজিএম, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, পিতামৃত- সাজ্জাদ আলী, সাং- শালবাগান, ডাকঘর- সপুরা, থানা- বোয়ালিয়া, জেলা- রাজশাহী, বর্তমানে- আরাফা নিলয়, বাসা-১৬, রোড-১০, গুলশান-১ ঢাকা। ৫। মীর মহিদুর রহমান, জিএম, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, পিতামৃত- মীর শহিদ উদ্দিন, স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম- চারিগ্রাম, ডাক- চারিগ্রাম, থানা- সিংগাইর, জেলা- মানিকগঞ্জ, বর্তমানে- আশিয়ানা এপার্টমেন্ট লিঃ, এপার্টমেন্ট বি- ৬০২,৪ হলিলেন, শ্যামলী, থানা- আদাবর, জেলা- ঢাকা। ৬। ননী গোপাল নাথ, (পলাতক) জিএম, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, পিতামৃত- জগেন্দ্র কুমার নাথ, স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম- মিঠাছড়া, ডাক- বিশ্বদরবার, থানা-

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

মীরেরসরাই, জেলা- চট্টগ্রাম, বর্তমান ঠিকানা- ১২/২ কেএম দাস লেন, টিকাটুলি, ঢাকা। ৭। শেখ আলতাফ হোসেন, ডিজিএম, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, পিতামৃত- হাজী অফিজ উদ্দিন শেখ, স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম- ও ডাকঘর- কুমলাই, থানা- রামপাল, জেলা- বাগেরহাট, বর্তমান ঠিকানা- স্বপ্ননীড়, বাড়ী-৪২৫/সি, ফ্যাট-৪/ বি (৪র্থ তলা), খিলগাঁও, ঢাকা। ৮। মোঃ সফিজ উদ্দিন আহমেদ, ডিজিএম, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, পিতামৃত- আঃ রশিদ শিকদার, স্থায়ী ঠিকানা-গ্রাম- ও ডাকঘর- ঘুরচাকাঠি, থানা- বাউফল, জেলা- পটুয়াখালী, বর্তমান ঠিকানা- বাড়ী, ১২/৬, ফ্ল্যাট নং ৬/ ডি, কবি জসিম উদ্দিন রোড, উত্তর কমলাপুর, থানা- শাহজাহানপুর, ঢাকা। ৯। মোঃ কামরুল হোসেন খান, এজিএম, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, পিতামৃত- মোঃ আশরাফ খান, সাং- ঘোড়াধারী, থানা- মতলব (দক্ষিন), জেলা- চাদঁপুর, বর্তমান ঠিকানা- ১৩৯৮/১০ রিয়াজবাগ, খিলগাঁও, থানা-রামপুরা, ঢাকা। ১০। মোঃ মাইনুল হক, ডিএমডি, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, পিতামৃত- এ এম নাজমুল হক, স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম- আড়াইপাড়া, ডাক- বান্ধব দৌলতপুর, থানা- রাজৈর, জেলা- মাদারীপুর, বর্তমান ঠিকানা- বাসা-৩৫, রোড- ১২/এ, এপার্টমেন্ট- এফ-১, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা। ১১। মোঃ হুমায়ন কবির, (পলাতক) এমডি এন্ড সিইও, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, পিতামৃত- আবদুর রহমান, স্থায়ী ঠিকানা- ১২৫ নং সলিমুল্লাহ রোড, চাষাড়া, নারায়নগঞ্জ, বর্তমান ঠিকানা- ফ্ল্যাট ১ ডি-২, ৫৪ নিউ উস্কাটন, থানা- রমনা- ঢাকা এবং মিরপুর হাউজিং এস্টেট পূর্নবাসন, প্লট নং ক/৮, রোড নং- ৬, ব্লক- ই, সেকশন-২ মিরপুর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র পক্ষের আনিত দন্ডবিধির ৪০৬/১০৯ ধারা মতে আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তাদের প্রত্যেককে বর্ণিত ধারামতে দোষি সাব্যস্ত পূর্বক ০৩ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড ও ১০,০০০/= (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে ০৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেওয়া হলো।

অত্র মামলা সংশ্লিষ্টে আসামীগণের হাজতবাস (যদি থাকে) মূল দন্ডাদেশ হইতে বিধি মোতাবেক বাদ যাবে। ইতিমধ্যে সাজার মেয়াদ অতিক্রান্ত হলে এবং অপর কোন মামলায় প্রয়োজন না হলে আসামী মুক্তি পাবে।

হাজির আসামীগণকে সাজা ভোগের নিমিত্ত সাজা পরোয়ানা মূলে কারাগারে প্রেরন করা হোক এবং পলাতক আসামীগণ বরারবর সাজা পরওয়ানা সহ গ্রেফতারী পরওয়ানা ইস্যু করা হোক।

পলাতক আসামীর গ্রেফতার অথবা আত্মসমর্পনের তারিখ হতে দন্ডাদেশের মেয়াদ কার্যকর হবে।

জব্দকৃত আলামত সমুহ বিধি মতে নিস্পত্তি করা হোক।

অত্র রায়ের অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিজ্ঞ সি.এম.এম, ঢাকা এবং বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার কথিত মতে টাইপকৃত ও সংশোধিত।

স্বা/-অস্পষ্ট
২৬.১২.২০২১
(আল আসাদ মোঃ আসিফুজ্জামান)
বিশেষ জজ, বিশেষ জজ আদালত নং-০৬, ঢাকা।

স্বা/-অস্পষ্ট
২৬.১২.২০২১
(আল আসাদ মোঃ আসিফুজ্জামান)
বিশেষ জজ, বিশেষ জজ আদালত নং-০৬, ঢাকা।''

আপীলকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো আপীলকারীদ্বয়সহ অপর নয় জন অভিযোগপত্রের আসামীগণ ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে এবং পারস্পারিক যোগসাজসে ১,৪২,৯৪,০৭৪/- (এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার চুয়াত্তর) টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

বিজ্ঞ বিশেষ জজ আদালত নং- ৬ ঢাকা প্রসিকিউশন পক্ষ কর্তৃক

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উপস্থাপিত দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালোচনান্তে আপীলকারীদ্বয় মোতাহার উদ্দিন চৌধুরী এবং আসামী মিসেস ফাহমিদা আক্তার শিখাসহ অপর আসামী মোঃ শফিকুর রহমান জনকে দন্ডবিধির ৪০৬ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে তাদের প্রত্যেককে ০৩ (তিন) বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ১,৪২,৯৪,০৭৪/- (এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার চুয়াত্তর) টাকা অর্থদন্ড প্রদান করেন। এছাড়াও দন্ডবিধির ৪২০ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে ০৫ (পাঁচ) বছররের সশ্রম কারাদন্ড ও ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড প্রদান করেন। অপর ০৮ (আট) জন ব্যাংক কর্মকর্তাকে দন্ডবিধির ৪০৬/১০৯ ধারায় দোষী সাব্যস্তক্রমে তাদের প্রত্যেককে ০৩ (তিন) বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড প্রদান করেন। এজাহার মোতাবেক আপীলকারীদ্বয়ের নামে কোন **Export LC/Contract** এর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তার অভিযোগপত্রের ০৫(পাঁচ) টি **L/C** এবং ২টি **Sale Contract** এর অস্তিত্ব পান। এজাহার মোতাবেক ভূয়া বিল ভাউচারের মাধ্যমে **Pre-Shipment Credit (PSC)** খাতে আপীলকারীদ্বয় ১,৩৭,০০,০০০/- (এক কোটি সাইত্রিশ লক্ষ) টাকা আত্মসাৎ করেন । কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা তার তদন্তে উপরোল্লিখিত সতেরোটি বিল ভাউচারের **Pre-Shipment Credit (PSC)** এর অস্তিত্ব এবং সত্যতা পান। এছাড়াও তদন্ত প্রতিবেদনের কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই যে, **L/C** গুলো জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছে। বরং জব্দতালিকা মোতাবেক এটি প্রতিয়মান যে, **L/C** গুলো সঠিক ছিল। এছাড়াও **L/C** গুলো লিয়েন করা ছিল এবং লেজার মোতাবেক **L/C** গুলোর বিপরীতে পেমেন্টও যথাযথভাবে এসেছিল। ২০১২ সাল পর্যন্ত ব্যাংক আপীলকারীদ্বয়ের পাওনা টাকা সমন্বয়

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করেছিল। মাস্টার এল.সি এর বিপরীতে টাকা সান্ড্রি ডিপোজিটে জমা হয়, উক্ত টাকা জমা হওয়ার পরে ব্যাংক তার লোন সমন্বয় করে। সমন্বয়ের পর যদি অতিরিক্ত কোন টাকা আপীলকারীদ্বয়ের কাছ থেকে ব্যাংক পাওনা থাকতো তবে উক্ত টাকা পরিশোধ করার জন্য আপীলকারীদ্বয়কে চিঠি দিয়ে অবহিত করা হতো। আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকলেও এটি স্বীকৃত যে, ব্যাংক তেমন কোন চিঠি আপীলকারীদ্বয়কে কখনই প্রদান করেন নাই। আপরদিকে ২০১৪ সালে যখন আপীলকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয় তখনও আপীলকারীদ্বয়ের সান্ড্রি ডিপোজিটে ৪১ লক্ষ টাকা জমা ছিল।এছাড়া অত্র মোকদ্দমা দায়েরের পরেও ২০১৩ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত আপীলকারীদ্বয়ের সান্ড্রি ডিপোজিটে রপ্তানী আয় হিসেবে ৪ কোটি টাকা জমা হয়। সান্ড্রি ডিপোজিটের রপ্তানী আয় থেকে আপীলকারীদ্বয়ের পাওনা সমন্বয় না করে অসৎ উদ্দেশ্যে আপীলকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে তথাকথিত পাওনা দেখিয়ে এবং উক্ত তথাকথিত টাকা আত্মসাৎ দেখিয়ে অত্র মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরকৃত ঋণ পাঁচশ শতক জমির জামানত দ্বারা সুরক্ষিত এবং উক্ত পাঁচশ শতক ভূমি ২০১৫ সালে ব্যাংক কর্তৃক দাখিলকৃত অর্থঋণ মোকদ্দমা নং-৯৩/২০১৫ এর তফসিল 'খ' তে অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও বিভিন্ন জেলায় আপীলকারীদ্বয়ের তফসিল ১,২,৩,৪,৫,৬,৭ ও ৯ এ ৩৩৭ শতক সম্পত্তি ব্যাংক নিলাম বিক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। আপীলকারীদ্বয় ব্যাংক থেকে যে ঋণ নিয়েছিলেন সেই ঋণের সমস্ত কিস্তি মামলা দায়েরের দিন পর্যন্ত পরিশোধিত ছিল। বিজ্ঞ অর্থঋণ আদালত (১ম আদালত, ঢাকা), অর্থঋণ আদালত মামলা নং- ৯৩/২০১৫-এ বিগত ইংরেজী ০১.১০.২০১৯ তারিখের রায় এবং ডিক্রির মাধ্যমে বাদী ব্যাংকের পক্ষে মামলাটি ডিক্রি প্রদান করেছে ।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অতঃপর সোনালী ব্যাংক বিগত ইংরেজী ০৩.১০.২০১৯ তারিখে উক্ত ডিক্রি কার্যকর করার জন্য বিজ্ঞ অর্থ ঋণ আদালতে (১ম আদালত, ঢাকা) জারি মামলা নং- ১৭১/২০২০ দায়ের করে। বিজ্ঞ আদালত গাজীপুর, ফেনী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত তফসিল নং ১,২,৩,৪,৫,৬,৭ এবং ৯- এ উল্লিখিত ৩৩৭ দশমিক ভূমি নিলামের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেন। চট্টগ্রামের খুলশীতে অবস্থিত ৭ তলা ভবনসহ ৬ কাঠা জমি নিলামে তোলার প্রক্রিয়াও শুরু করেন। সেসব সম্পত্তির বাজার মূল্য ১০০ কোটি টাকারও বেশি। আপিলকারীদ্বয় সেই জমির টাইটেল ডিড ঋণের জামানত হিসাবে ব্যাংকের কাছে হস্তান্তর করেছেন। অর্থাৎ ব্যাংকের বকেয়া ঋণ সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত। **ফলে বিজ্ঞ আদালত রায় এবং দন্ডাদেশের মাধ্যমে আপিলকারীদ্বয়কে দন্ডবিধির ৪০৬ এবং ৪২০ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা ফৌজদারী কার্যবিধিসহ সকল ন্যায়নীতির পরিপন্থী।** **যেখানে বিজ্ঞ আদালত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে ব্যাংক কর্মকর্তাগণ কোনো ধরনের বিশ্বাস ভঙ্গের সাথে জড়িত নয় সেখানে বিজ্ঞ আদালত অত্যন্ত অন্যায়ভাবে এবং বেআইনীভাবে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে আপিলকারীদ্বয় দন্ডবিধির ৪০৬ ধারার অপরাধমুলক বিশ্বাস ভঙ্গের দায়ে দোষী সাব্যস্ত। ব্যাংক কর্মকর্তাগণ যদি বিশ্বাস ভঙ্গের সাথে জড়িত না থাকেন তাহলে ঋণ গ্রহীতা আপিলকারীদ্বয়ের বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গের কোনো অভিযোগের উপাদান কিভাবে থাকে?** সার্বিক পর্যালোচনায় অত্র আপীলটি মঞ্জুরযোগ্য। **অতএব, আদেশ হয় অত্র আপীলটি মঞ্জুর করা হল।** বিজ্ঞ বিশেষ জজ, ৬ষ্ঠ আদালত, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ০৬/২০১৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৬.১২.২০২১ তারিখের প্রদত্ত রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হল । অত্র আপীলকারীদ্বয় মোতাহার উদ্দিন চৌধুরী এবং মিসেস ফাহমিদা আক্তার শিখা-কে উক্ত মোকদ্দমার অভিযোগ প্রসিকিউশনপক্ষ প্রমান করতে ব্যর্থ হওয়ায় অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি পূর্বক তাদেরকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হলো।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।